[পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

সাহিত্যরত্নোপাধিক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ

নিউ বাসন্তী অপেরায় অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৫৫

প্রকাশক - শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নূতন নাটক — নূতন নাটক

বাহির হইয়াছে ! — বাহির হইয়াছে !!

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

পূর্ণিমা মিলন

[পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

নিউ নারায়ণ অপেরার জয়ের নিশান

মূল্য ২৲ দুই টাকা

দেবচক্র

[পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

মিনার্ভা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত

মূল্য ২৲ দুই টাকা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রক্ত-কমল

[পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

গণেশ অপেরার বিজয়-বৈজয়ন্তী

মূল্য ২৲ দুই টাকা

মহারাজ নন্দকুমার

[ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

ভাণ্ডারী অপেরার গৌরব-মুকুট

মূল্য ২৲ দুই টাকা

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার - কে. সি. ধর
৩২৭ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

চরিত্র

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্র, কর্ম্মফল, গর্গ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন,
জয়দ্রথ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য,
শকুনি, ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বত্থমা, কৃপাচার্য্য

অভিমন্যু	...	...	অর্জ্জুন পুত্র
লক্ষ্মণ	...	...	দুর্য্যোধন পুত্র
বৃষকেতু	...	...	কর্ণের পুত্র
বিভাণ্ডক	...	...	গর্গের শিষ্য
কন্দর্প	...	...	জনৈক শ্রেষ্ঠী
ধুরন্ধর	...	...	ঐ পুত্র

নাগরিকগণ, সৈন্যগণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

নিয়তি			
সুভদ্রা	...	...	বলরামের ভগ্নী
রোহিণী			চন্দ্রের স্ত্রী
উত্তরা			অভিমন্যুর স্ত্রী
কুন্তী			পাণ্ডব মাতা
পদ্মা			কর্ণের স্ত্রী
চপলা	...	...	কন্দর্পের স্ত্রী

নর্ত্তকীগণ, সহচরীগণ, চন্দ্রকলাগণ ইত্যাদি

আমাদের প্রকাশিত অভিনীত নাটকাবলী

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ—কবি কালিদাস ২৲, কর্ণ (তর্পণ) ২৲, চন্দ্রহাস ২৲, দেবচক্র ২৲, সাধু তুকারাম ২৲, বাংলায় বাণিজ্য ২৲, পূর্ণিমা-মিলন ২৲, আকাশ কুসুম ২৲, হরিশ্চন্দ্র ২৲, একলব্য ২৲, ক্ষত্রিয় গৌরব ২৲।

বিনয়কৃষ্ণ মুখো—রাজা সীতারাম ২৲, মহারাজ নন্দকুমার ২৲, রক্ত-কমল ২৲, কাল-যবন ২৲, নারী-রাক্ষসী ২৲, চাঁদের-কলঙ্ক ২৲, মাটীর প্রেম ২৲।

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ—ময়ূরধ্বজের হরিসাধনা ১৷৷০, অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ ১৷৷০, জয়দেব ১৷৷০, নিমাই সন্ন্যাস ১৷৷০, নিমাই কীর্ত্তন পদাবলী (কৃষ্ণযাত্রা) ১৷৷০, তারকাসুর বধ ২৲, নর্ম্মদা ২৲, প্রতিজ্ঞা পালন ২৲, কুরু-পরিণাম ২৲, প্রহ্লাদ ১৷৷০, বেহুলা-লখিন্দর ৸০, শ্রীমন্ত ১৷৷০, শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ ১৸০, তর্পণ বা কর্ণবধ ১৷৷০, সুবল-মিলন ১৷৷০, কংসবধ ১৷৷০।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—সরমা বা রাবণ বধ ১৷৷০।

পাঁচকড়ি দে—সঙ্গের সাধনা ২৲।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়—সতী (দক্ষযজ্ঞ) ১৷৷০, ধ্রুব বা শৈশব আরাধনা ১৷৷০, বিজয় বসন্ত (সৎমা) ১৷৷০, অকালবোধন ২৲, পঞ্চবটী ২৲, (কৃষ্ণযাত্রা) মান ।৵০, মাথুর ।৵০, কলঙ্ক-ভঞ্জন ।৵০, নদের নিমাই ।৵০, নিমাই সন্ন্যাস ।৵০, নৌকা বিলাস ।৵০, ননী চুরি ।৵০, কৃষ্ণকালী ।৵০, কালিয় দমন ।৵০, প্রভাস মিলন ।৵০, চাঁদ ধরা ।৵০, সুবল মিলন ।৵০।

মতিলাল ঘোষ—পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ২৲।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—রুক্মাঙ্গদের হরিবাসর ১৷৷০।

থিয়েটারের নাটক

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—মণীশের বৌ ১৷৷০।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অ্যালেকজ্যাণ্ডার ১৷০।

মনোমোহন রায়—মালবের রাণী ১৷০।

বরদাপ্রসাদ দাসগুপ্ত—দেবযানী ১৷০।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, ১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

চাঁদের-কলঙ্ক

প্রস্তাবনা

চন্দ্রধাম

মদন উৎসবে রত চন্দ্র ও রোহিণী
চন্দ্রকলাগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

গীত

আজি পুষ্পিত চারু বনে
বসো হে প্রিয়।
আজি মদন মাগে প্রিয় প্রেম অনুরাগে
পরশনে অমিয় দিও হে দিও॥
নন্দিত ফুলমালে সাজাবো তোমারে,
সঞ্চিত যত মধু করিব দান,
ললিত কণ্ঠে, রঙ্গে ভঙ্গে
শুনাবো তোমায় সখা গান,
খুলেছি আজিকে রুদ্ধ দুয়ার
তুমি অলস আবেশে সেথা আসিও॥

চন্দ্র। চমৎকার! চমৎকার!
অতীব সুন্দর!
গাহ—গাহ পুনঃ গান,

অপরূপ নৃত্যছন্দে
মুগ্ধ কর প্রাণ।
আজি মোর মদন উৎসব!
লো রোহিণী হৃদয়তোষিণী!
রতি রসে মাতোলো আজিকে।

গর্গের প্রবেশ

গর্গ। শশাঙ্ক!

চন্দ্র। বন্ধ কেন করিলে সঙ্গীত!
রস ভঙ্গ হয় যে উৎসব।

গর্গ। একি! মদন উৎসবে মত্ত
দেব শশধর! ব্রাহ্মণ অতিথি দ্বারে
নাহিক ভ্রূক্ষেপ। শশাঙ্ক! শশাঙ্ক!

চন্দ্র। গাহ পুনঃ গান আনন্দদায়িনীগণ!
আজি দিবস-রজনী
হবে শুধু নৃত্যগীত—
পূর্ণ তবে হবে মোর মদন উৎসব।

গর্গ। আরে আরে গর্ব্বিত শশাঙ্ক!
ব্রাহ্মণ অতিথি—তার প্রতি
নাহিক সম্মান, মত্ত আছ
মদন উৎসবে। আরে—আরে
জ্ঞানহীন উন্মত্ত শশাঙ্ক,
ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা! বারবার
আবাহন করি যে তোমায়,
তবু তায় করিলে উপেক্ষা।
যোগ্য শাস্তি লহ আজি তার।

জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দেহ
করি পরিহার ধরি নরাকার
জন্ম লহ ধরাতলে নরের সমাজে।

চন্দ্র ও রোহিণী। হ্যাঁ, একি! একি! প্রভু! প্রভু!

চন্দ্র। একি তুমি অভিশাপ
দানিলে আমায়?

গর্গ। অহঙ্কারে ছিলে আত্মহারা,
অতিথি ব্রাহ্মণ দ্বারে
করিলে অবজ্ঞা, তাই দানিলাম
অভিশাপ তোমা—জন্ম হবে
নরলোকে নরকুলে তব।

চন্দ্র। ওগো দেব! পদে ধরি
ক্ষম এই অজ্ঞান শশাঙ্কে।
উৎসবে উন্মত্ত হয়ে
যথারীতি পূজা তব করিনি তাপস!
কৃপা করি তুষ্ট হয়ে
ক্ষম মোর শত অপরাধ,
কর মোর শাপ বিমোচন।

রোহিণী। ওগো দ্বিজোত্তম! ক্ষমার বিটপী!
ক্ষমা কর স্বামীরে আমার!

গর্গ। ক্ষমা? না না, আর না ফিরিবে কভু
ব্রাহ্মণের বাণী। সুনিশ্চয়
শশধর, জন্ম তব হবে ধরাতলে।
ভবিতব্য খণ্ডাবার নাহিক উপায়,
ভোগ কর কৃত কর্ম্মফল।

চন্দ্র । ওগো ঋষি ! কি করিলে তুমি ?
লঘুপাপে গুরুদণ্ড
কেন দিলে মোরে ? নরলোকে
নরকুলে জন্ম লভি কতদিন
সবো দেব নিদারুণ জ্বালা ?

গর্গ । বিলাপের নাহি প্রয়োজন ।
অদৃষ্ট লিখন কভু খণ্ডন না হয়,
কর্ম্মফল ফলিবে অবশ্য । সাধ্য কার
রোধ করে গতি তার ।
তৃণ খণ্ড সম কর্ম্মস্রোতে
ভেসে যায় দেবতা, অসুর, নর,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর আদি প্রাণীবর্গ যত ।
কর্ম্ম ফেরে সহে জীব অশেষ দুর্গতি ।
কর্ম্মসূত্রে বাঁধা বিশ্ব । যাঁহার রচিত কর্ম্ম,
কর্ম্ম হেতু হয় তাঁর মরতে জনম ।
সেইরূপ আজি এই অভিশাপ
কর্ম্মফল তব, উপলক্ষ
আমি মাত্র তায় । কর্ম্মফল
ভুঞ্জিবার তরে চন্দ্রলোক
পরিহরি যেতে হবে মর্ত্ত্যভূমে তোমা ।

চন্দ্র । হে তাপস ! মর্ত্ত্যধামে
কোন্ কুলে কিবা নামে
হবো পরিচিত, কবে হবে
শাপ বিমোচন, কহ ঋষি
কৃপা করি তাহা ।

গর্গ। শোন শশধর! ভারতের সুবিখ্যাত
চন্দ্রবংশে পাণ্ডব কুলেতে,
বীর শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ঔরসে, ভদ্রাগর্ভে
শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যু নামে
পরিচিত হইবে তথায়।
তারপর ষোড়শ বয়সে
ধরা কার্য্য হবে অবসান,
অভিশাপ হবে বিমোচন।
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
কৌরব পাণ্ডব সনে বাধিবে তুমুল রণ,
সে আহবে প্রাণ দিয়ে তুমি,
পুনঃ হেথা দিব্য দেহে আসিবে ফিরিয়া। [প্রস্থান।

চন্দ্র। উঃ! ঋষি! একি সুভীষণ
অভিশাপ দিয়ে গেলে মোরে।
দিব্য দেহ পরিহরি দুঃখময়
মর্ত্ত্যধামে যেতে হবে মোরে।
কর্ম্মফল! কর্ম্মফল! বন্ধ কর
মদন উৎসব—বন্ধ কর গীত,
হরিষে বিষাদ আজি ঘটিল আমার।
ওই! ওই প্রিয়ে ধেয়ে আসে
মত্তকরী সম ব্রাহ্মণের রুদ্র অভিশাপ।
কলঙ্ক—কলঙ্ক মোর—নহে ইহা
অভিশাপ গ্লানিময় চন্দ্রের কলঙ্ক।

[প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন প্রবেশ করিল

যুধিষ্ঠির। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও
বীর বৃকোদর! ধৈর্য্যহারা
হয়ো না সুধীর।

ভীম। বৃথা—বৃথা কেন অনুরোধ
কর ধর্ম্মরাজ?
কেমনে নিবৃত্ত হবে
হৃদয়ের পুঞ্জিভূত প্রতিহিংসানল।
অমিত বীরত্ব যার ভুবন বিখ্যাত,
সেই ভীষ্ম পিতামহ কৌরব সহায়,
তারপর দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বথামা আদি শক্রগণ
পাণ্ডবের করিছে শত্রুতা।
যত দিন না পারিব পিতৃরাজ্য
করিতে উদ্ধার,
যত দিন না পারিব দুর্য্যোধন দুঃশাসনে
পাঠাইতে শমন আলয়ে,
তত দিন মিটিবে না প্রতিহিংসা তৃষা।

মনে পড়ে ধর্ম্মরাজ!
কি ভাবে সে দুষ্ট দুর্য্যোধন
নির্য্যাতন করিছে মোদের।
পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত আমরা,
পথের ভিখারী। কতদিন
এই ভাবে সহিব যাতনা।
কর—কর ত্বরা রণ আয়োজন,
সবংশে বিনাশ করি দর্পী দুর্য্যোধনে,
পিতৃরাজ্য করি হে উদ্ধার।

অর্জ্জুন। রণবার্ত্তা শুনি কর্ণে,
কেন আর্য্য হতেছ শঙ্কিত?
ধর্ম্মের সেবক মোরা,
জন্মাবধি ধর্ম্ম হেতু ধর্ম্মের পূজায়
সহিতেছি নিদারুণ কত শত জ্বালা।
শুনিয়াছি এ জগতে ধর্ম্ম যথা তথা জয়,
তবে ধর্ম্ম যুদ্ধে কেন মোরা
হবো পরাজিত? তারপর
সর্ব্বশক্তিমান্ জগন্নাথ সহায় মোদের।
তাঁহার কৃপায় অবশ্য বিজয়ী মোরা হইব সমরে।

যুধিষ্ঠির। সত্য কথা যা কহিলে ফাল্গুনী ধীমান্!
কিন্তু কাতর অন্তর মম
এ ভীষণ রণে। দিনে দিনে
জ্ঞাতি হিংসা করিয়া সাধন,
রে অর্জ্জুন নাহি প্রয়োজন
পিতৃরাজ্য করিয়া উদ্ধার।

চেয়ে দেখ কার সনে করিবে সমর ?
আছে তথা মহাগুরুজন,
আত্মীয়-স্বজন, কার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত
করিব আমরা ? যাক্ রাজ্য,
সুখ কিবা তায়। আত্মসুখে
প্রসন্নতা শাস্ত্রের বচন,
শান্তি তাহে মিলিবে অনুজ !

ভীম। বাঃ বাঃ ! চমৎকার !
শান্তি—কোথা শান্তি
পাণ্ডবের হৃদে ? দিবারাত্র
ধূ-ধূ জ্বলে দুঃসহ সে
প্রতিহিংসানল, শীতল হবে না তাহা
বৈরী রক্ত বিনা।
মনে পড়ে বিগত দিনের সেই
মর্ম্মন্তুদ্ অপমান গাথা,
উষ্ণ হয় হিমানী শোণিত,
কোথা শান্তি—কোথায় সান্ত্বনা ?
সহে না—
সহে না আর্য্য,
সে যাতনা আর।
দাও অনুমতি—
দ্রুতগতি প্রমত্ত মাতঙ্গ সম
ছুটে যাই দলিতে কৌরবে।
একি তব ভাবান্তর, কোথা তব
ক্ষত্রিয় আচার ?

যুধিষ্ঠির। শোন বৃকোদর, নিরখি সে
ভবিষ্যের সুভীষণ স্মৃতি,
শঙ্কিত হতেছে প্রাণ।
এই রণে বহে যাবে
শোণিত সাগর,
আর্ত্তকণ্ঠে মর্ম্মভেদী
হাহাকার ধ্বনিবে চৌদিকে।
কাজ নাই রণে, কি অভাব আমাদের
আছেরে ধীমান্? শত রাজ্য বিনিময়ে
যেই রত্ন নাহি পায় ধরার মানব,
সে রত্নের অধিকারী মোরা।
শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম বান্ধব মোদের।
পেয়েছি যখন সেই
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে,
কি ছার রাজত্ব,
ঐশ্বর্য্য সম্পদ, তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ
তার পাশে ভাই।
ক্রোধবহ্নি কর নিবারণ,
সন্ধি করি এস ভাই কৌরবের সনে।

ভীম। সন্ধি? কৌরবের সনে?
না আর্য্য! এ জীবনে আমা হতে
হইবে না তাহা। অন্যায় এ ঘৃণিত প্রস্তাব,
সমর্থন না করিবে বৃকোদর কভু।
বহুদিন হতে জাগ্রত অন্তরে আর্য্য
বক্ষ রক্ত তাহাদের করিবারে পান,

ভুলিয়া সে রাক্ষসী পিপাসা,
ভুলি বীর গর্ব্বমান ক্ষাত্রধর্ম্ম,
লজ্জাহীন কুক্কুরের মত
পদানত হবো সেই কৌরব কুলের ?
তুষানলে প্রাণ দেবো বিসর্জ্জন,
এত ঘৃণ্য নহে আর্য্য পাণ্ডুসুতগণ।
সহস্র করীর বল আছে এ বাহুতে,
বজ্র হতে কঠিন শরীর,
অযুত সিংহের বল প্রতি লোমকূপে।
শুন—শুন আর্য্য, কঠোর প্রতিজ্ঞা—
যদবধি কুরুগণ না হবে নিহত,
তত দিন অন্তরের এ জ্বালা
হবে না নির্ব্বাণ।
যেই দিন ভগ্ন উরু কুরুপতি
পড়িবে সমরে—
যেই দিন প্রাণভরে দুঃশাসন রক্ত পান
করিবে এ ভীম—
সেই দিন—সেই দিন—শান্ত হবে প্রাণ,
সেই দিন হবে সন্ধি কৌরবের সনে,
সেই দিন এ বিবাদ হবে অবসান।
ভয় নাই ধর্ম্মরাজ! কেহ যদি
নাহি করে সাহায্য আমার,
ক্ষতি নাহি তায়, প্রমত্ত মাতঙ্গসম
একা ভীম বিদলিত করিবে সে
কৌরবের কদলী কানন।

অর্জ্জুন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ! মরে নাই এখনো অর্জ্জুন।
গাণ্ডিবে টঙ্কার দিয়ে
শত্রুকুল করিব কম্পিত।
বাণে বাণে প্রতিপক্ষগণে
লয়ে যাবো শমন সদনে।
নাহি হবে সন্ধি কভু
কৌরবের সনে। ক্ষমা কর ধর্ম্মরাজ !
সন্ধি সংস্থাপন এ হেন আত্মীয় সনে
উচিত না হয় কভু,
হয় মাত্র হীনতা স্বীকার।

ভীম। শতবার ! শতবার ! আত্মীয়—আত্মীয়—
নহেক আত্মীয় কৌরব মোদের,
মহাশত্রু—মহাশত্রু !
তাহাদের বিনাশ সাধন
অবশ্য কর্ত্তব্য।
শোন—শোন ধর্ম্মরাজ !
দুর্ভেদ্য হিমাদ্রিবৎ অচল অটল হয়
ভীমের প্রতিজ্ঞা।
যতক্ষণ একবিন্দু রক্তস্রোত
বহিবে শিরায়, যতক্ষণ
এই বাহু রহিবে সচল, ততক্ষণ
সন্ধি নাহি হবে কভু কৌরবের সনে।
কাঁদিবে গান্ধারী দেবী শতপুত্র হারায়ে তাঁহার,
কুরুকুলে ভীমরোলে হাহাকার হইবে উত্থিত,
কুরুকুল বধুগণ ভেসে যাবে

নয়ন সলিলে, শোণিতের বহিবে তরঙ্গ,
তারপর হবে সন্ধি কৌরবের সনে !
মনে পড়ে ধর্ম্মরাজ !
দ্যুতক্রীড়া দিনে মহাপাপী দুর্য্যোধন,
সদর্পে দেখালে উরু পাঞ্চাল সুতারে।
সেই দিন মনে মনে করেছি প্রতিজ্ঞা,
বসি সেই কুরুসভা মাঝে—
প্রচণ্ড গদার ঘাতে ভঙ্গ করি
সেই উরু তার, সহর্ষে করিব আমি
দ্রৌপদীর ঋণ পরিশোধ।
আর করেছি প্রতিজ্ঞা—দুঃশাসনে
করি নিপাতিত, নখর আঘাতে
বক্ষ তার করিয়া বিদীর্ণ,
তপ্তরক্ত করি পান, তারপর
সেই রক্ত লয়ে গিয়ে বেঁধে দেবো
দ্রৌপদীর বিকুর্ণিত বেণী,
তবে আর্য্য এ জ্বালার হবে অবসান।

যুধিষ্ঠীর। শান্ত কর ক্রোধ বীরবর !
অবোধ অনুজে ক্ষমা কর মতিমান্।
অতুলন বীরত্ব তোমার,
একা তুমি পারো ভাই
বিমর্দ্দিতে শত্রুকুল। কিন্তু
ভেবে দেখ অসার ঐশ্বর্য্য সুখ,
ছার রাজ্যভোগ—জ্ঞাতি হত্যা
মহাপাপ—যন্ত্রণাদায়ক।

ভ্রাতৃ বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনে
রণাঙ্গনে করিয়া নিধন
রাজ্যলাভ হয় না উচিত।
পিতার অধিক সেই ভীষ্ম পিতামহ,
ভুলিতে যার পারি না স্নেহ-ভালবাসা,
তাহারেও রণাঙ্গনে
হইবে বধিতে। ব্রহ্মহত্যা—গুরুহত্যা
করিতে হইবে। না না, কাজ নাই
সেই মহাপাপে! সুখী হোক
দুর্য্যোধন, তবু সে যে কনিষ্ঠ মোদের।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। কহ ধর্ম্মরাজ! দুর্য্যোধন
রাজ্য দিতে হলো কি সম্মত?

যুধিষ্ঠির। না জনার্দ্দন!

ভীম। তবু চায় ধর্ম্মরাজ
তার সনে রাখিতে মিত্রতা।
না কেশব, নাহি হবে ইহা।
আহ্বান কর ত্বরা দুর্য্যোধনে
সমর প্রাঙ্গণে।

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও মধ্যম পাণ্ডব!
এইবার শেষ চেষ্টা মোর।
শোন সব বীরগণ!
আমি নিজে যাবো দুর্য্যোধন পাশে
দূতরূপে, মাত্র পঞ্চখানি গ্রাম
করিব প্রার্থনা। যদি তাহা দেয়,

তাহা লয়ে থাকিবে
সন্তুষ্ট তোমরা।

ভীম। যদি নাহি দেয়—

শ্রীকৃষ্ণ। রণ সুনিশ্চয়। কিবা ভয়
যথা ধর্ম্ম তথা জয়।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। জয় জনার্দ্দনের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

চিন্তিত শকুনির প্রবেশ

শকুনি। জ্বেলে দিছি কালানল
কৌরবের কুলে।
ধূমাকীর্ণ হয়েছে আকাশ,
মহাধ্বংস দাঁড়ায়ে অদূরে।
হাঃ-হাঃ-হাঃ! বহু পরিশ্রমে
করেছিনু যে বীজ বপন,
এবে সেই বীজ
তরুরূপে হলো পরিণত।
দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন!
মনে পড়ে? মনে পড়ে? ওঃ!
তুমি কি পাষাণ! নির্ম্মম নির্দ্দয় সম,

কারাগারে উনশত ভ্রাতাসহ
স্থবির পিতারে মোর করিলে সংহার,
দাও নাই তাহাদের তৃষ্ণাকণ্ঠে
একবিন্দু বারি। জল জল করি
মরিল তাহারা। ওই—ওই যেন তারা
অট্টহাস্যে কহিছে আমারে—
সৌবল! সৌবল! লহ
প্রতিশোধ—লহ প্রতিশোধ
সবংশে করহ ধ্বংস
দুষ্ট দুর্য্যোধনে! হবে— তাই হবে—
তাই হবে। শকুনি জ্বালিবে হেথা
প্রলয় অনল! পিতৃ হাড়ে গড়া
পাশারে আমার—বল্ বল্
কতদিনে কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল,
কতদিনে প্রতিশোধ করিব গ্রহণ।

গীতকণ্ঠে নিয়তির প্রবেশ

গীত

ওগো আর দেরী নাই, আর দেরী নাই,
উঠেছে তুমুল ঝড় আকাশে।
ওই উঠেছে জ্বলিয়া প্রলয় আগুন
কুসুমিত কৌরব আবাসে।
আমিও এসেছি খেলিতে খেলা গো,
রহিব এখানে তোমারি সাথে গো,
মিটাবো তোমার আমি আকুল পিয়াসে।

শকুনি। কে—কে তুমি নারী? আমার অন্তরের গুপ্ত ইতিহাস ব্যক্ত করে দিয়ে গেলে। সত্যই কি তুমি আমার কামনা পূর্ণ করবে? তবে—কে তুমি?

নিয়তি। (নেপথ্যে গাহিল)

গীত

আমি নিয়তি! আমি নিয়তি!
আমি নিয়তি!

শকুনি। নিয়তি! নিয়তি! হাঃ-হাঃ-হাঃ!
শকুনির আশা পূর্ণ কর তুমি দেবী!
এই বক্ষে জ্বলে সদা ধূ ধূ রবে
রাবণের চিতা! কোথা শান্তি—
কোথা বারি—তুমি ভিন্ন
কেবা তাহা করিবে নির্ব্বাণ।
কে ঘোচাবে সে যাতনা মোর।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আর আছি আমি।

শকুনি। কে—জনার্দ্দন! তুমি? তুমি আছ
আমার এ বক্ষ জ্বালা
করিতে নির্ব্বাণ? তবে কি কেশব
বুঝিয়াছ কি বেদন অহর্নিশি
ভোগ করে এ দীন সৌবল।
প্রতিজ্ঞা আমার—
কুরুকুল করিব নিধন।
ভুলি নাই সেই কারাগার—
ভুলি নাই তাহাদের
আর্ত্তকণ্ঠস্বর—তাই হে মুরারী!

জগতের শত গ্লানি তুলে শিরে
শকুনি সেজেছে আজ
মহাচক্রী কৌরব কুলেতে।
আমার সে মহাচক্রে
কুরুকুল হইয়া পতিত
একে একে হইবে নির্ম্মূল!
তবে আমা হতে মহাচক্রী
তুমি চক্রধর! তুমি যদি মোর
না হও সহায়, তাহলে যে
ব্যর্থ আয়োজন মোর।
যদি মোর অন্তরের ব্যথা
বুঝেছ হে অন্তর্য্যামী, তবে
অলক্ষ্যে থাকিয়া কর মোরে জয়ী,
কর মোর কামনা পূরণ।

শ্রীকৃষ্ণ। পূরিবে কামনা তব
দেবের আশীষে।
কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল
বিধাতার ঈপ্সিত কামনা।
যাও বীর! যোগাও ইন্ধন,
পূর্ণ হোক্ অভিলাষ তব।
আমি আজি পাণ্ডবের দূতরূপে
যাইতেছি দুর্য্যোধন পাশে,
পাণ্ডবের লাগি ভিক্ষা আশে
মাত্র গ্রাম পঞ্চখানি। মোর পূর্ব্বে
তুমি গিয়া তাহার সকাশে

পাণ্ডব বিরুদ্ধে উত্তেজিত
কর বারংবার। কভু যেন নাহি দেয়
গ্রাম পঞ্চখানি ভিক্ষার্থী পাণ্ডবে।

শকুনি। যথা আজ্ঞা যদুপতি!
লয়ে শিরে আপ্রলয়
কলঙ্কের গুরুভার, তোমারি আদেশে
হইব চালিত, কুরুকুল করিব নির্ম্মূল।

শ্রীকৃষ্ণ। হোক তব জয়! হোক্ তব জয়!

[শকুনি প্রণাম করতঃ প্রস্থান।

ভূভার হরণে মোর অবতার,
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে এইবার
আরম্ভ হইবে সেই অভিনয়। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গর্গের আশ্রম সান্নিধ্য পথ

বিভাণ্ডকের প্রবেশ

বিভাণ্ডক। দেখি বাবা এইবার আমি একজন হতে পারি কি না? সবাই বলে বিভাণ্ডক একটা মহামূর্খ—গুরুদেবের তো কথাই নেই, উঠ্‌তে বস্‌তে মূর্খ—অপোগণ্ড—নরাধম ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণ। কেন বাবা আমি তোমার কাছে থেকে কিছুই শিখিনি? তবে কি এতদিন ঘাস কাটলাম? গুরুদেব বল্লেন—বিভাণ্ডক তোমার এখনো কিছু হয়নি। কি করে হবে বাবা, অদৃষ্ট যে পোড়া। সুধা জিভে ঠেকলেই তেঁতুল গোলা হয়ে যায়। কি রকম কাঠ পুড়িয়ে রোজ রোজ হোম করি—চক্ষু দুটোতো ধোঁয়ায় বাবার উপক্রম

হয়েছে, কি-রকম কচ্ছি কর্ম্মাচ্ছি তবু গুরুদেব বলেন এখনো অনেক বাকী। তুত্তোর অনেক বাকী। না বাবা আর গুরুদেবের ব্যাগার খাটছিনে। এইবার আমি সাক্ষাৎ পরমহংস হবো। দেখছি জগতে দাড়ীর আদর যথেষ্ট। মুনি-ঋষিদের এরা লম্বা লম্বা দাড়ী, তাই সকলে তাদের খুব খাতির করে। ওই দাড়ীর জন্যে গুরুদেবেরও যথেষ্ট খাতির। দেখি বাবা এইবার আমারও খাতির হয় কি না। এ্যায়া লম্বা দাড়ী লাগিয়েছি, কেউ আর চট করে আমায় চিনতে পারবে না। আমায় নিশ্চয় একজন বড় রকম ঋষি মনে করে খাতির করবে। চালাকী! খুব মাথা খাটিয়ে দাড়ীর কদর আবিষ্কার করেছি। কিন্তু গুরুদেব দেখলে কি মনে করবেন। কি আর মনে করবেন—অনেক দিন হলো গুরু-দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। যদি সাক্ষাৎ হয়, বলবো দেখুন দেখুন প্রভু আমার কর্ম্মযোগের মাহিত্মি দেখুন! দুদিনেই আপনার চেয়ে কি রকম বড় দাড়ী হয়ে গেল। আপনি আমায় আর মহামূর্খ বলবেন না, দেখুন—দেখুন—মাপ দিয়ে দেখুন—কার দাড়ী বড়, কার দাড়ী ছোট। চালাকী! আমার দাড়ী হয়নি বলে আমার অসম্মান। এস বাবা এইবার—

কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। প্রণাম ঋষিবর!

বিভাণ্ডক। কল্যাণমস্তু! (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ, চিনতে পারবেনাতো?

কন্দর্প। প্রভু! আপনার কাছে একটা কথা জানতে এসেছি।

বিভাণ্ডক। (গম্ভীরভাবে) বলো।

কন্দর্প। বলি—য়্যাঁ, একি প্রভু! আপনার দাঁড়ী তো এত বড় ছিল না, কাল এতটুকু দেখে গেছি, আজ একবারে অতখানি হয়ে গেছে।

বিভাণ্ডক। হে হে হে! বৎস রে! দেবতার সাধনা না করলে কি এমন ধারা এক রাতে দাড়ী গজায়? কঠোর সাধনা! তুমিও সাধনা কর তোমারও দাড়ী গজাবে। সাধনার দেবতা দেখা দিলেই এই রকম কৃষ্ণ কৃষ্ণ দাড়ী গজাবে।

কন্দর্প। বলেন কি প্রভু! সাধনা করলে দেবতা দেখা দেন আর এমনি ধারা দাড়ী গজায়। বাঃ বাঃ! দয়া করে অধমকে সে সাধনা শিখিয়ে দেবেন?

বিভাণ্ডক। দেবো দেবো! মাভৈঃ! মাভৈঃ! অধুনা আমি এক রকম নূতন সাধনা আবিষ্কার করেছি, সেই সাধনা করলে দেবতার বাবা পর্য্যন্ত এসে দেখা দেবেন। দাড়ী আর দেখতে হবে না, দশ বারো হাত লম্বা হয়ে যাবে।

কন্দর্প। আমায় তাহলে আজই শিখিয়ে দিন প্রভু!

বিভাণ্ডক। তার জন্য চিন্তা নেই। মাভৈঃ! বলো বৎস, তুমি কি জন্য আমার কাছে এসেছ?

কন্দর্প। প্রভু, আমার স্ত্রী বড়ই প্রখরা। আপনারা মুনি ঋষি, অনেক কিছু ওস্তাদি বিদ্যে জানেন। স্ত্রী যাতে আমার বশীভূত হয় তার একটা ওষুধ দিতে হবে। আমি না হয় কিছু প্রণামী দেবো। দোহাই প্রভু, ওষুদ দিতেই হবে। প্রাণ যে তেঁতো হয়ে গেল। মাগী আমার গায়ে মাছি বসতে দেয় না।

বিভাণ্ডক। উত্তম! তবে কি জানো বৎস! তোমার স্ত্রীকে একবার না দেখলে ঔষধ প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে উঠ্‌বে।

কন্দর্প। বেশ, তাহলে আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন চলুন। তবে কি জানেন স্ত্রী আমার বড়ই দজ্জাল। শেষকালে যদি আপনাকে মিষ্টি মুখ করিয়ে দেয়।

বিভাণ্ডক। মাভৈঃ! চলো, আমার এতাদৃশ দাড়ী অবলোকন করলেই তোমার স্ত্রী আমায় যথেষ্ট ভক্তি করবে।

কন্দর্প। তা যা বলেছেন, তাহলে আসুন।

বিভাণ্ডক। চলো—চলো। (স্বগতঃ) দেখিস্ বাবা দাড়ী! যেন কিছু বেফাঁস করিস্ নে।

কন্দর্প। আসুন প্রভু!

বিভাণ্ডক। তুমি এগিয়ে যাও—আমি পশ্চাতে গমন করছি।

কন্দর্প। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

বিভাণ্ডক। দেখাই যাক না ব্যাটার বাড়ীতে গিয়ে। অন্ততঃ ভোজনটা তো উচ্চাঙ্গের হবে। ব্যাটা আমায় একদম চিনতে পারেনি। একটা ভাবনা—কেউ যদি ফস্ করে দাড়ী ধরে টানে, তাহলেই গেছি আর কি।

ধুরন্ধর ও চপলার প্রবেশ

ধুরন্ধর। কই মা, বাবা কই? তুই যে বললি বাবা ঋষিঠাকুরের আশ্রমে গেছে। আজ বাবাকে একবার পেলে হয় কি রকম ধুনবো।

চপলা। চুপ কর, ঋষিঠাকুর শুনতে পাবে। (প্রণাম হই ঋষিবর)

ধুরন্ধর। আমিও প্রণাম করি ঠাকুর!

বিভাণ্ডক। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ ঘটালে দেখ্‌ছি। এরা আবার কারা? (প্রকাশ্যে) তোমাদের পরিচয় দাও।

ধুরন্ধর। দেখুন ঋষিঠাকুর, আমি কন্দর্প শ্রেষ্ঠীর পুত্র, ইনি আমার মা। আজ সাতদিন হলো মায়ের ঝাঁটা খেয়ে বাবা শালা রাগ করে বাড়ী থেকে চলে এসেছে। শুনলাম, গর্গ ঋষির আশ্রমে এসেছে। আপনি দয়া করে তাকে দেখিয়ে দিন, আমি বেশ করে তাকে ধুনে দিই।

বিভাণ্ডক। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার পিতা একটু আগে এখানে এসেছিল। এতক্ষণ সে বাড়ী পৌছে গেছে। আমায় তোমাদের বাড়ীতে যাবার জন্যে নেমন্তন্ন করে গেলো।

চপলা। তাই নাকি? বেশ ঠাকুর—বেশ! তাহলে আপনি আসুন। চ'রে ধুরু।

ধুরন্ধর। চলো। দেখুন ঋষিঠাকুর! আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যেন যাবেন ভুলবেন না। চ মা। [উভয়ের প্রস্থান।

বিভাণ্ডক। যাক্, কন্দর্প ব্যাটার স্ত্রী-পুত্রকেও দেখা হলো। পুত্রটী সাক্ষাৎ কুল-মুষল। ওহো প্রকাণ্ড পিতৃভক্ত! একবারে শ্রীরামচন্দ্র। আচ্ছা দাড়ী লাগিয়েছি বাবা, যে দেখে সেই পেন্নাম র। ওরে আমার দাড়ীরে—এবার তোরি দিন এসেছে রে। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কুরুসভা

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি

দুর্য্যোধন। বৃথা অনুরোধ—বৃথা অনুরোধ—
বৃথা অনুরোধ করে সদা
ভীষ্ম পিতামহ আর আচার্য্য মহান্
পাণ্ডবে দানিতে রাজ্য। না না,
নাহি হবে তাহা। শুনিব না
কোন কথা—রাখিব না কারো অনুরোধ,
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের
নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী

গীত কণ্ঠে কর্ম্মফলের প্রবেশ

গীত

যাহার যখন কপাল ভাঙ্গে
বিবেক বুদ্ধি যায় যে চলে তার।
তার জ্ঞানের আলোক যায় যে নিভে
ধেয়ে আসে অন্ধকার॥
কেন তুমি মোহের বশে,
মরুর পথে যাচ্ছো হেসে,
কাঁদতে হবে নয়ন জলে করবে হাহাকার॥

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। দূর হও উন্মাদ সাধক,
প্রলাপ সঙ্গীতে হত বল
নাহি কর মোরে,
আমি রাজা দুর্য্যোধন,
ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর,
অতুল প্রতাপ মোর,
অতুল সম্পদ, আমি কি ডরাই কভু
ভিখারী পাণ্ডবে?
যায় যদি অস্তিত্ব আমার,
শত ভ্রাতাসহ দুর্য্যোধন
হয় যদি সবংশে নিধন,
তবু পণ —
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব
সূচাগ্র মেদিনী।

দুঃশাসন। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।
কি ভয় মোদের? আছে যথা
ভীষ্ম, দ্রোণ, বীর শ্রেষ্ঠ কর্ণ মতিমান্,
অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য,
আর অগণিত ক্ষত্রিয় রাজন্।
কি ভয় পাণ্ডবে? নিপাণ্ডবা
হইবে ধরণী কৌরবের শাণিত কৃপাণে।

শকুনি। ঠিক কথা—ঠিক কথা বলেছ বাবাজী! কৌরব পক্ষে এত সব বড় বড় বীর থাক্‌তে পাণ্ডবদের রাজ্যের ভাগ দিতে হবে। রামচন্দ্র! না বাবাজী! পাণ্ডবদের এক পা ভূমি দেবে না। (স্বগতঃ) নিয়তি! নিয়তি! ওঃ বড় জ্বালা—বুক যে আমার যায়।

দুর্য্যোধন। সখা! সখা! অঙ্গেশ্বর!
অনুরোধ তোমারে সুহৃদ,
মম প্রতি হয়ো না বিমুখ।
যেই ভাবে মম সনে
সখ্যতা বন্ধনে তুমি হয়েছ আবদ্ধ,
সেই মত থাকো সখা
মিনতি আমার! হেরিতেছি
প্রত্যক্ষ নয়নে কৌরব-পাণ্ডবে
বাধিবে তুমুল রণ, শোণিতের
বহিবে তরঙ্গ, তুমি মোর
থাকিলে সহায় অবহেলে
জিনিব পাণ্ডবে।

কর্ণ। হে রাজন্!
কেন চিন্তা তাহে?
অনুরোধে কিবা প্রয়োজন।
অনল অনিলে সম্বন্ধ যেমন,
দেহ সনে প্রাণের সম্বন্ধ
হয় যেইরূপ, সেইরূপ
তব সনে মোর অবিচ্ছিন্ন হয়েছে সম্বন্ধ।
সমাজ-ঘৃণিত কর্ণ হয় নাই
বিস্মৃত রাজন্।
নিরাশ্রয় নিঃসহায় হয়ে
ভ্রমিতাম এ জগতে।
সূতপুত্র ছিল মোর মাত্র পরিচয়,
ছিনু আমি সমাজের বহু নিম্নস্তরে

হেয় ঘৃণ্য অস্পৃশ্য হইয়া,
তুমি সখা সেই দিন
ভুলে গিয়ে সমাজ শাসন,
সখ্যতার আলিঙ্গনে বক্ষে নিলে মোরে।
কেমনে তা হবো বিস্মরণ,
অকৃতজ্ঞ নাহি হবে রাধার নন্দন।
আজীবন তব অন্নে
পুষ্ট দেহ মোর, তোমারি কৃপায়
অঙ্গরাজ্য হয়েছে আমার।
তুমিই দিয়াছ মোরে
গৌরবের উচ্চাসন ভুলি ভেদাভেদ,
তব ঋণ শুধিব কেমনে ?
নাহি ডর, করে ধরি
শাণিত কৃপাণ
পঞ্চপাণ্ডবের শির করিয়া ছেদন
চরণ কমলে তব দিব উপহার

দুর্যোধন। ধন্য ধন্য বীর বীরত্ব তোমার।
তোমার সহায়ে অবহেলে
জিনিব পাণ্ডবে। ধর সখা
আলিঙ্গন মোর, ত্রাণ কর
দুশ্চিন্তা হইতে।

(কর্ণসহ আলিঙ্গন)

শকুনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! কি ভয় পাণ্ডবে ?
মহাবীর কর্ণ যার প্রধান সহায়,
তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ—পাণ্ডব তথায়।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন!
অহঙ্কারী দর্পিত তনয়!
কেন তুমি করিছ বঞ্চিত
পাণ্ডব ভ্রাতারে তব
পিতৃরাজ্য হতে।
পরিণাম ভেবেছ কি তার?
ছারখার হইবে হস্তিনা,
সব যাবে—সব যাবে—
ওরে পুত্র অভিমানী
জ্ঞানহীন, কেন তব অসার কল্পনা?

দুর্য্যোধন। কেন পিতা বারবার
কর মোরে বৃথা অনুরোধ?
সঙ্কল্প আমার হবে না বিচ্যুত
প্রকৃতির শত বিপর্য্যয়ে।
পুত্র তব নহেক দুর্ব্বল,
ধরিয়া পুরুষাকার হবে আগুসার
উন্নতির উন্নত সোপানে।
হোক তাহে বজ্রপাত অথবা প্রলয়,
উঠুক গগনভেদী ঘোর হাহাকার,
বহে যাক্ রঙ্গে ভঙ্গে
হস্তিনার বুকে শোণিত সাগর,
কুরুকুল ধ্বংস হোক সে মহা আহবে,
তবু পণ করিব পূরণ—
বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।

কি ভয় আমার।
অগণিত বীর শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় নৃপতি
সহায় আমার। আছে তাহে
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতান্ত সমান,
আছে এই দেবজয়ী কর্ণ মহাবীর,
আর আছি মোরা শত ভ্রাতা
সমরে দুর্দ্ধর্ষ! উড়ে যাবে
ধূলি সম সে পঞ্চ পাণ্ডব,
জয়লক্ষ্মী আমাদের
করিবে বিজয় দান জানিও নিশ্চয়।

ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু আমি মানস নয়নে
হেরিতেছি স্পষ্টভাবে
পরাজয় অবশ্য তোমার।
বৃথা হবে অহঙ্কার তব,
তাই বারবার করি অনুরোধ—
ভাই তারা, স্নেহের সম্পদ তারা,
সৌভ্রাত্রের দিয়ে আলিঙ্গন
হস্তিনার সাধহ কল্যাণ।
নতুবা যে সব যাবে—যথা ধর্ম্ম
তথা জয় শাস্ত্রের বচন।

শকুনি। উন্মাদ! উন্মাদ তুমি হয়েছ রাজন্!
তাই শুনি তব মুখে প্রলাপ বচন।
তুচ্ছ সে পাণ্ডব ভয়ে
কৌরবের উচ্চশির হইবে আনত?
না-না, হইবে না তাহা,

রাজ্য হেতু যুদ্ধ যদি হয়, হউক রাজন্।
কৌরবের হবে জয় সুনিশ্চয় তাহে।

দুঃশাসন। সত্য কথা কহেছ মাতুল!
পাণ্ডবের সাধ্য কিবা
পরাজিত করিবে কৌরবে?
কি আছে তাদের? নাহি সৈন্য—
নাহি অস্ত্র— নাহি রথী
সহায়ে তাদের। মাত্র পঞ্চ ভাই,
তুচ্ছ গণি তাহাদের।
একদিনে নিশ্চিহ্ন করিয়া পাণ্ডবে—
শত্রুশূন্য হইবে কৌরব।

শকুনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ধন্য ধন্য
তুমি বাবাজী আমার!
বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো
মার্কণ্ড সমান।

ধৃতরাষ্ট্র। যদিও এ ধরায় ভিখারী পাণ্ডব,
তবু তারা মহাধনী জানিও জগতে।
কি ছার ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
অগণিত সৈন্যবল অস্ত্র শস্ত্র
রথী মহারথী। স্বয়ং সে যদুপতি
বান্ধব যাদের, তাহাদের
পরাজিত করা স্বপ্নের অতীত!
দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন! ওরে পুত্র,
এখনো সময় আছে,
সন্ধি কর পাণ্ডবের সনে।

দুর্য্যোধন। অচল প্রতিজ্ঞা মোর হস্তিনা ঈশ্বর!
যতদিন দুর্য্যোধন রহিবে জীবিত, ততদিন
সন্ধি কভু নাহি হবে
পাণ্ডব সংহতি। যে পথে চলেছে আজি
কর্ম্মরথ মোর, সেই পথে
হইবে চালিত। দৈব যদি
প্রতিকূল হয় মোর সেই অভিযানে,
ক্ষতি নাহি তায়, অবহেলে
সে প্রতিজ্ঞা করিব পূরণ,
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।

ধৃতরাষ্ট্র। বুঝিলাম মতিচ্ছন্ন ঘটেছে তোমার।
কুবুদ্ধি নাশিল তব
বিবেক মহত্ত্ব। ভগবান!
অন্তর্য্যামী! মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও মোর।
জীর্ণ বক্ষে পুত্র শোক নারিব সহিতে।
শোন—শোন পুত্র অভিমানী,
হবে না বিজয়ী কভু অন্যায় সমরে।
অধর্ম্মে করেছ সাথী
ফল তার হবে বিষময়।
পাপভার সর্ব্বংসহ সহে না কখনো।

[প্রস্থান

শকুনি। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বাতুল—বাতুল তুমি
হয়েছ রাজন্। বয়েসের সাথে
জ্ঞান-বুদ্ধি তব হয়েছে বিলীন।
নাহি চিন্তা কর দুর্য্যোধন,

হেরিতেছি প্রত্যক্ষ নয়নে
পাণ্ডবের হইবে নিধন।
হাঃ-হাঃ-হাঃ! মরিবে পাণ্ডব—
মরিবে পাণ্ডব।
(পাঞ্চজন্যের শব্দ)

সকলে। ওকি! ওকি!

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আজি পাণ্ডবের দূতরূপে
তব পাশে এসেছি হে
রাজা দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। কিবা তব অভিলাষ
কহ জনার্দ্দন?
কি উদ্দেশ্যে পাণ্ডবের
দূতরূপে এসেছ হেথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। শোন হে হস্তিনাপতি!
কেন মিছে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে
হয়েছ উদ্যত? ভেবে দেখ
কিবা ভয়াবহ পরিণাম তার।
অনুরোধ করিহে তোমায়
অর্দ্ধরাজ্য দাও পাণ্ডবেরে।

দুর্য্যোধন। বারবার কেন মোরে করহে বিরক্ত?
কহিয়াছি বহুদিন—
সূচাগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।
তাহে যদি শত ভ্রাতাসহ

ধ্বংস হয় রাজা দুর্য্যোধন,
তাহাতেও হইবে আনন্দ।
তবু বিনাযুদ্ধে নাহি দিব
সূচাগ্র মেদিনী।

শকুনি। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

দুঃশাসন। অতি সত্য কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাজন্! পাণ্ডব যে ভাই তোমাদের,
স্নেহের সম্পদ। স্বার্থবশে
কেন তুমি তাহাদের
ন্যায্য অধিকারে করিবে বঞ্চিত?
কিবা দোষ করিল তাহারা?
হাতে ধরি মতিমান্ করি অনুরোধ,
অর্দ্ধরাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
মাত্র পঞ্চখানি গ্রাম ভিক্ষা তুমি
দাও তাহাদের।

শকুনি। হাঃ! হাঃ! হাঃ! পঞ্চখানি গ্রাম!
বাপ্! তাও কি সম্ভব।

দুর্য্যোধন। এক তিল ভূমি দিব না তাদের।
চলে যাও যদুনাথ—
শুনিব না কোন কথা প্রতিজ্ঞা অচল,
নাহি ডরি ভিখারী পাণ্ডবে।

শ্রীকৃষ্ণ। আরে আরে অহঙ্কারী
রাজা দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। সাবধান! সাবধান যদুপতি!
দূত বলি তাই আজি পাইলে নিস্তার,

আজি এই কৌরব সভায়।
যাও—যাও ক্ষমিলাম ঔদ্ধত্ব তোমার।

শ্রীকৃষ্ণ। কি! কি! আরক্ত লোচন তুমি
কাহারে দেখাও।
নাহি জানো পরিচয় মোর।
শোন—শোন হে দর্পিত!
ধ্বংস তবে হবে সুনিশ্চিত।

দুর্য্যোধন। বন্দি কর—বন্দি কর—চতুর শৃগালে।
সিংহের বিবরে পশি
করে আস্ফালন।

(সহসা শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করিতে উদ্যত)

শ্রীকৃষ্ণ। বন্দি কর—বন্দি কর মোরে।

(সহসা ধ্বংসমূর্ত্তি ধারণ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান,
সকলে ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল)

ঐক্যতান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

গীতকণ্ঠে সৈনিক ও সৈনিক পত্নীর প্রবেশ

গীত

সৈনিক। বাপ্‌রে বাপ্‌ কি যুদ্ধু বাধ্‌লো মাগী
প্রাণটা যাবে এইবার।
হবে না আর তোকে নিয়ে
ঘর-কন্না করা আমার॥

পত্নী। ও মিন্সে পালিয়ে চল্‌,
প্রাণটা কেন দিবি বল?
কাজ নাই আর যুদ্ধু করে
কি হবেরে তখন আমার॥

সৈনিক। ধরা পড়লে প্রাণটা যাবে,
শূলে তখন বসিয়ে দেবে,

পত্নী। সাজিয়ে তোকে মেয়ে মানুষ
করবো সুখে সংসার॥

[উভয়ের প্রস্থান।

৩

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুষ্পোদ্যান

সখিগণ গাহিতেছিল

গীত

পুষ্পিত কুঞ্জে এস তুমি প্রিয়বর
তোল তোল তোল তান হৃদয় বীণায়।
ঘুচে যাক্ হৃদয়ের সঞ্চিত যত ব্যথা
ক'রে হৃদি বিনিময় তোমাতে আমায়॥
কুঞ্জে ফুটেছে প্রিয় মনোমত কত ফুল,
উতল বাতাসে সখা দোলে ওই দুল দুল,
ভ্রমরের গুঞ্জনে সব যেন ভুলে যাই
চিতহারা হই সখা তোমারি নেশায়॥

[প্রস্থান।

উত্তরা ও অভিমন্যুর প্রবেশ

অভিমন্যু। চেয়ে দেখ উত্তরা প্রকৃতির কি সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি! কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে দেখ্‌লে মনে হয় ভগবানের কি অপার মহিমা—উর্দ্ধে নীলাকাশ—নিম্নে শ্যামায়িত বসুন্ধরা—মলয় বাতাসের মধুবর্ষণ! মনে হয় এ জগৎ বড় সুন্দর। কিন্তু প্রকৃতির ওই বিশ্বভোলা সৌন্দর্য্য স্বর্গীয় হলেও আমার চক্ষে সে সৌন্দর্য্য কিছুই না।

উত্তরা। কেন নাথ?

অভিমন্যু। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কাছে তোমার সৌন্দর্য্য যে অতুলনীয় প্রেয়সী! মনে হয় বিরামবিহীন নেত্রে তোমার সৌন্দর্য্যের দিকে আমি চেয়ে থাকি। উত্তরা, তুমিই যে আমার সৌন্দর্য্যকাননে লাবণ্যলতা। সংসারের

কোন দুশ্চিন্তাই তুমি জানো না। নিশ্চিন্তে পুতুল খেলা কর—প্রীতির স্বপ্নে বিভোর থাকো। জীবনতোষিণী উত্তরা আমার! (চুম্বন)

গীত

উত্তরা। ওগো জীবন দয়িত দেবতা আমার!
দলিত করোনা আর।
প্রীতির বাঁধনে বাঁধিয়া আমারে
রেখে দাও প্রিয় অনিবার॥
আমি তোমারি স্বপনে থাকি যে বিভোরা,
তোমারি স্মৃতিতে হই দিশেহারা,
তোমারি রাগিনী হৃদয় বীণায়
তোলে কত সুর প্রেমাধার॥

অভিমন্যু। উত্তরা! উত্তরা! হেরিয়া প্রকৃতি রাজ্যে
বিপ্লব অনল, আতঙ্কে হৃদয় মোর হইয়াছে
অভিভূত। মনে হয় তোমাতে আমাতে
হবে বুঝি—না না, কেন ভাবি
দুঃস্বপ্নের কথা।

উত্তরা। আতঙ্ক? কিসের আতঙ্ক নাথ?
বীর তুমি, ক্ষত্রিয় নন্দন,
প্রাণে তব কেন হয়
আতঙ্ক উদয়? এ যে
বড় আশ্চর্য্যের কথা! লজ্জা হয়
শুনি ইহা ক্ষত্রিয়ের মুখে।
রণক্ষেত্র যাহাদের মহাতীর্থস্থান,
হত্যায় যাদের হয় আনন্দ সঞ্চার,
যাহাদের প্রাণে নাহি

মমতা-করুণা, তাহাদের
প্রাণে কেন আতঙ্ক উদয় ?

অভিমন্যু। আসি নাই কয়দিন তব পাশে,
তাই বুঝি অভিমান হয়েছে উত্তরা ?
না না, করিও না অভিমান,
তুমি যদি অভিমানে ফিরাও বদন,
কোন্ সুখে রহিব বাঁচিয়া ?
তব ওই সুধামাখা মুখখানি পানে,
শয়নে স্বপনে চেয়ে থাকি
অতৃপ্ত নয়নে, তবু মোর তৃপ্তি
নাহি হয়। যত দেখি তত যেন
ইচ্ছা হয় দেখিবারে তাহা।

উত্তরা। যাও—যাও, বুঝিয়াছি ভালবাসা তব।
ছেড়ে দাও চলে যাই—

অভিমন্যু। কেন তুমি কর অভিমান ?
ক্ষত্রিয় নন্দন আমি,
নহেক উচিৎ মোর অন্তঃপুরে
রমণীর সাথে মগ্ন থাকা
বিলাস সাগরে ; নহেক উচিৎ
সুবাঞ্ছিত ক্ষাত্রধর্ম্মে
দিয়ে জলাঞ্জলি রমণীর প্রেম পানে
থাকিতে বিভোর।

উত্তরা। তবে দাঁড়াও ক্ষণেক,
লয়ে আসি পুষ্পমাল্য
পূজিবারে ইষ্টদেবে মোর। [প্রস্থান।

অভিমন্যু। উত্তরা! হৃদয়তোষিণী!
দেবী না মানবী তুমি!
এত প্রেম তোমাতে সুন্দরী?
জানিনা কি পুণ্যফলে
পত্নীরূপে লভেছি তোমায়।
ওকি! কেবা তোলে বেদনা ঝঙ্কার,
মনে পড়ে অতীতের কত কথা যেন।
কে—কে?

গীতকণ্ঠে ভিখারিণী বেশে রোহিণীর প্রবেশ

গীত

পথে পথে আমি কাঁদিয়া বেড়াই
হারায়ে গিয়াছে মোর জীবন-সাথী।
সাথী-হারা জীবন বেদনাঘাতে,
মরম জ্বালায় কাঁদে দিবস রাতি।
তাহারি সন্ধানে ঘুরি দেশান্তরে
নাহি জানি কোথায় সে করে বসতি।

অভিমন্যু। কে তুমি রমণী?
রোহিণী। আমি ভিখারিণী।
অভিমন্যু। তুমি ভিখারিণী?
রোহিণী। হাঁ কুমার, আমি ভিখারিণী।
অভিমন্যু। কিন্তু হেরিয়া তোমায় মনে হয়
নহ তুমি ভিখারিণী।
অপরূপ সৌন্দর্য্য যে
ফুটে উঠে তব অঙ্গ হতে।

কহ নারী! দুর্লভ লাবণ্য লয়ে
কোথা হতে এসেছ এখানে?
সত্যই কি ভিখারিণী তুমি?
না না—

রোহিণী। হে কুমার, ভিখারিণী আমি!
পরিচয় কি দিব তোমায়?
নাহি মোর পিতা-মাতা,
আত্মীয়-স্বজন, নাহি গৃহ মোর,
জনম দুখিনী আমি,
পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াই।

অভিমন্যু। কহ বরাননে, কি কারণে
উপনীত হেথা?

রোহিণী। আশ্রয় লভিতে বীর
এসেছি হেথায়।
আশ্রয়ের তরে ঘুরিলাম
সমগ্র ভারত কিন্তু কেহ
দিল না আশ্রয়। তারপর
গিয়েছিনু কৌরব শিবিরে
লভিতে আশ্রয়।
কিন্তু হায়!
না পেলাম আশ্রয় তথায়।
তাই শেষ আশা লয়ে
আসিয়াছি পাণ্ডব শিবিরে।
শুনিলাম পাণ্ডবের অপার করুণা,
কৃপণতা করিবে না আশ্রয় দানিতে মোরে।

অভিমন্যু। পাণ্ডব যে চিরদিন
উদার সুন্দরী! ত্যজ খেদ,
পাইবে আশ্রয় তুমি পাণ্ডব শিবিরে।
পাণ্ডবের শত্রু যারা
তারা যদি যাচেলো আশ্রয়,
বঞ্চিত না হইবে তাহারা।
বিপন্নে আশ্রয় দানে
পাণ্ডব যে চিরদিন আছেলো অভ্যস্ত।
চল লো সুন্দরী পাণ্ডবের অন্তঃপুরে,
রহিবে আদরে তথা তনয়া অধিক
মম সুভদ্রা মাতার পাশে।
আর মম জীবনসঙ্গিনী উত্তরার
হবে তুমি খেলিবার সাথী।
হ্যাঁ, কহ নারী কি নাম তোমার?

রোহিণী। নাম? নাম নাহি মোর,
কে রাখিবে মোর নাম?
কে আছে আমার?
তবে জানিও কুমার—
নাম মোর হয় ভিখারিণী।

অভিমন্যু। ভিখারিণী নহ তুমি,
রূপে গুণে তুমি রাজরাণী।
চল অন্তঃপুরে, নাহি হবে
আশ্রয় বিচ্যুতা।

পুষ্পমাল্য হস্তে উত্তরার প্রবেশ

উত্তরা। একি। একি নাথ! কেবা এই নারী?

অভিমন্যু। ভিখারিণী নারী, আসিয়াছে
আশ্রয়ের তরে। এ জগতে
কেহ এরে দেয় নাই একটু আশ্রয়।
হেরি এর বিশুষ্ক বদন,
অশ্রুভরা ও-দুটী নয়ন,
দিলাম আশ্রয় প্রিয়ে! আজি হতে
এই ভিখারিণী হবে তব
খেলার সঙ্গিনী, ভগ্নি সমা
ভালবেসো এরে।

উত্তরা। বেশ! বেশ! নাহি ছিল
খেলার সঙ্গিনী! আজি
ভাগ্যগুণে ভগবান দিল মিলাইয়া,
এস ভগ্নী সাথে মোর।
হ্যাঁ, ধর নাথ পুষ্পমাল্য
তব হেতু এনেছি যতনে।

[অভিমন্যুর গলায় পুষ্পমাল্য দিয়া রোহিণীসহ প্রস্থান।

অভিমন্যু। উত্তরা! উত্তরা! এতই সরলা তুমি!
ধন্য তুমি হৃদয়তোষিণী!
কিন্তু একি—একি হেরি অকস্মাৎ
কিবা মূর্ত্তি হইল তোমার।
কোথা গেল সিঁথির সিঁদুর,
কোথা গেল করের বলয়,
একি তব দীনা বেশ! না না,
একি হেরি দুঃস্বপ্ন আজিকে।
কেবা ওই ভিখারিণী!

হেরি ওরে প্রাণে যেন
জাগে মোর অতীতের গুপ্ত শিহরণ।
কেবা আমি—কোথায় আবাস—
কিবা হেতু এসেছি হেথায়।
আন্দোলিত কেন হৃদি
সংশয় দোলায়? না না,
আমি যে ক্ষত্রিয় সুত,
চঞ্চলতা কেন মোর অন্তর মাঝারে।
জগন্নাথ! শক্তি দাও—বল দাও মোরে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণের শিবির

গীতকণ্ঠে বৃষকেতুর প্রবেশ

গীত

আমার মনো বীণায়।
কেন তুমি তোল সুর সাঁঝের বেলায়॥
আমি খুঁজে সারা হই,
তবু দেখা কই,
হয়েছে আকুল প্রাণ দেখিতে তোমায়॥
ওগো তুমি দেখা দাও,
বাঁশরী বাজাও,
কতদিন রবে দূরে ওহে শ্যামরায়॥

[প্রস্থান।

কর্ণ ও পদ্মার প্রবেশ

কর্ণ। সত্যই পদ্মা, বৃষকেতু আমাদের আদর্শ দেবভক্ত সন্তান। ওর আচার-ব্যবহারে মনে হয় একদিন ওরি জন্য আমরা সেই ভূভারহারী ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করবো।

পদ্মা। সত্যই স্বামী! বৃষকেতু আমাদের স্বর্গের সম্পদ। আমরা বহু পুণ্য ফলে ওরকম পুত্রের জনক-জননী হয়েছি।

কর্ণ। যাও পদ্মা, আমার সূর্য্য পূজার আয়োজন করগে।

পদ্মা। যাই, যুদ্ধের কি সংবাদ নাথ?

কর্ণ। কৌরব পাণ্ডবে তুমুল সংঘর্ষণ আরম্ভ হয়েছে প্রিয়ে! কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে প্রতিদিন কত লক্ষ লক্ষ বীর জীবন আহুতি দিচ্ছে।

পদ্মা। আমার যে বড় ভয় হচ্ছে স্বামী!

কর্ণ। ভয়? ক্ষত্রিয় নারী তুমি, যুদ্ধের নামে কেন শঙ্কিতা হচ্ছো? যাও, বিলম্ব করো না। [পদ্মার প্রস্থান]

রে দাম্ভিক দুর্য্যোধন!
এখনো জয়ের আশা
করিছ পোষণ? রাজ্যভোগ
অভিলাষ এখনো প্রবল তব
কুটীল অন্তরে? ভেবে দেখ—
কতদিন নিদারুণ অত্যাচারে—
নিষ্ঠুর প্রহারে—কালসর্পে
পদতলে করেছ দলিত,
মুক্ত এবে সেই বিষধর,
উত্তেজিত নিদারুণ ক্রোধে,
কালফণা করিয়া বিস্তার
উদ্যত হয়েছে মূর্খ দংশনে তোমায়,

কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল।
অহংজ্ঞানে মুগ্ধ তুমি
দর্পিত রাজন্, নাহি জানো
ধর্ম্মের প্রভাব।
নাহি জানো মূঢ়মতি!
বিশ্বপতি আপনি শ্রীহরি
মিলিত যে পাণ্ডবের সনে,
ধর্ম্মের রক্ষণে, পাপ বিনাশনে।
যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিকপ্রবর,
ভাবি সহোদর কাতরে তোমার পাশে
মাত্র পঞ্চখানি গ্রাম ভিক্ষা যে মাগিল,
তবু তাহা দিলে না তাহারে,
উপহাসে গর্ব্বভরে ব্যথিলে সবারে।
কিন্তু তব পরিণাম জানোনা দুর্ম্মতি!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। জয় হোক্—জয় হোক্ কর্ণ মতিমান্!
সুমহান্ অঙ্গ অধিশ্বর।

কর্ণ। সহস্র প্রণাম পদে দ্বিজবর!
অপার সৌভাগ্য মম,
তাই আজি প্রভাত সময়ে
হলো মোর দ্বিজ দরশন।
কহ দ্বিজ কি কামনা লয়ে এসেছ হেথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। কামনা আমার কহিতেছি দানী!
শুনিলাম অঙ্গেশ্বর কর্ণ মতিমান্,
অকাতরে করে দান প্রার্থীজনে

সানন্দ অন্তরে। ভিখারী ফেরে না তথা
বিফল অন্তরে। তাই লভিতে তোমার দান
এসেছি হেথায়।

কর্ণ। কহ ত্বরা দেব, কি প্রার্থনা তব?
অবশ্য পূরাবো, তবে সাধ্যাতীত যদি হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। সাধ্যাতীত কেন দান করিব প্রার্থনা।
অগ্রে সত্যে তুমি হও হে আবদ্ধ,
তবে কহিব দানের কথা।

কর্ণ। একি কথা শুনি দ্বিজবর!
সত্যে বদ্ধ কেন হতে হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যে বদ্ধ নাহি হলে
পুরিবে না কামনা আমার।
অনেকেই দিতে চাহে কিন্তু
কেহ কেহ সেই দানে করে
কৃপণতা যখন সে প্রার্থী
চাহে দান।

কর্ণ। বটে! তাই তুমি করিছ সন্দেহ মোরে,
পাছে যদি ফিরাই তোমায়
শুনিয়া দানের কথা?
না না দ্বিজবর! প্রার্থী কভু
নাহি ফেরে কর্ণের দুয়ার হতে।
কহ, কিবা চাহ তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যে বদ্ধ হও তুমি অঙ্গের ঈশ্বর।

কর্ণ। শোন দ্বিজবর! এইরূপ
একদিন সত্যে বদ্ধ করিয়া আমারে

কপটী সে দেব পুরন্দর,
অর্জ্জুনের জীবন রক্ষণে লয়ে গেছে
কবচ কুণ্ডল মোর।
তাই আজি ভয় হয়
হেরিয়া তোমায—শুনি তব মুখে
সত্যের ভাষণ।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কি চলিয়া যাবো
বিফল অন্তরে? আশা পূর্ণ
হবে নাকি মোর? মহাদানী
অঙ্গেশ্বর আজি দানে
করে কৃপণতা! কলঙ্কে ঘোষিবে তব
সমস্ত জগৎ, অস্তমিত হইবে গৌরব।

কর্ণ। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ! সত্যে আমি
হতেছি আবদ্ধ। সত্য—সত্য—সত্য।
ত্রিসত্যে হইনু বদ্ধ, এইবার
করহ প্রার্থনা হবে না বঞ্চিত।
ব্রাহ্মণ অতিথি তুমি, তুমি যদি
ফিরে যাও বিশুষ্ক বদনে,
কহ দ্বিজ হবে নাকি নিরয়ে আবাস মোর

শ্রীকৃষ্ণ। হলাম সন্তুষ্ট! সাবধান,
শুনিয়া দানের কথা
হয়োনা চঞ্চল, সত্য রক্ষা কর হে ধীমান্।

কর্ণ। সত্য রক্ষা চিরদিন
কর্ণের অভ্যাস। কহ ত্বরা বিপ্রবর!
কিবা তব অভিলাষ অন্তর মাঝারে?

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি,
সুকোমল শিশু মাংস
করাও ভক্ষণ মোরে—তবে মোর
জুড়াবে জঠর জ্বালা, ইহাই প্রার্থনা মোর
তোমার সকাশে।

কর্ণ। সুকোমল শিশু মাংস
পাইব কোথায়? এ যে বিপ্র
স্বপ্নাতীত প্রার্থনা তোমার।
আছে মৃগমাংস ক্ষুধা তাহে—
হবে না নির্ব্বাণ। চাই দানী
শিশু মাংস মোর।

কর্ণ। কোথায় পাইব শিশু,
কে দিবে সন্তানে তার
রাক্ষস কবলে?
আছে তব বৃষকেতু নামে পুত্র,
তাহারে ছেদন করি
করাও ভক্ষণ মোরে।

কর্ণ। ব্রাহ্মণ!
নহে সাধ্যাতীত প্রার্থনা আমার।
সত্যে বদ্ধ তুমি, কর এবে
সে সত্য পালন। হ্যাঁ, শোন অঙ্গরাজ!
স্বামী-স্ত্রী দুইজনে পুত্র মুণ্ড
করিয়া ছেদন, রন্ধন করিয়া তাহা
দাও মোরে করিতে ভক্ষণ।
তবেই বুঝিব এ জগতে

যথার্থই দানী তুমি, দান তব
হইবে সার্থক।

কর্ণ। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! পদে ধরি
অন্য ভিক্ষা কর হে প্রার্থনা।
লহ তুমি ঐশ্বর্য্য-সম্পদ মোর,
লহ মোর অঙ্গরাজ্য
বিনিময়ে এর। ওগো দ্বিজ!
পিতা হয়ে নিজ পুত্রে
কি বিধানে করিব ছেদন?
নেমে আসে আঁখি হতে
অশ্রুর প্রবাহ,
আন্দোলিত হয় হিয়াখানি,
ধরা যেন সঘনে কাঁপিছে।
স্নেহের সম্ভার, কামনার পূর্ণ মূর্ত্তি,
হয় যে সন্তান ওগো মতিমান,
অতিথির সন্তোষ বিধানে
কেমনে তাহারে আজি করিব ছেদন।

শ্রীকৃষ্ণ। কাজ নাই ভিক্ষায় আমার,
চলে যাই আপন আলয়ে।
তবে জেনো অঙ্গেশ্বর,
দিয়ে যাবো অভিশাপ ঢেলে,
ধ্বংস হ'বে সবংশে তখন।

[প্রস্থানোদ্যত।

কর্ণ। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ! সত্যভঙ্গ
মহাপাপ, সত্যের পূজায়

এ ভারতে হয়ে গেছে
কত অভিনয়, তাই সে ভারত
এত গরীয়ান্, জগতের শ্রেষ্ঠস্থান
হয় যুগে যুগে। দাঁড়াও ক্ষণেক
লয়ে আসি তনয়ে আমার।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য তুমি অঙ্গেশ্বর।
দেখি তুমি এ কঠোর পরীক্ষায়
কি ভাবে উত্তীর্ণ হও।
আজি যদি পরীক্ষায় হও হে উত্তীর্ণ,
আপ্রলয় তোমার কীর্ত্তির গাথা
ঘোষিবে জগৎ। ধন্য হবে
জনম তোমার, ধন্য হবে
দান কার্য্য তব। চিরদিন এই বিশ্বে
রহিবে অমর। স্থান তব
হবে স্বর্গধামে।

বৃষকেতুকে লইয়া কর্ণের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ
রোরুদ্যমানা পদ্মাবতীর প্রবেশ
কর্ণের হস্তে করাত ছিল

কর্ণ। বাধা দিও না—বাধা দিও না পদ্মা। অতিথি সৎকার ধর্ম্মের গরিষ্ঠ সাধনা। আজ যদি অতিথি বিমুখ হয়ে ফিরে যায়, তাহলে যে কর্ণের কলঙ্কে পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে, তার উন্নত শির যে নত হবে।

পদ্মা। না না, অতিথির সন্তোষ বিধানে স্নেহের সম্পদকে কালের কবলে তুলে দিতে পারবো না। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও নিষ্ঠুর—আমি পালিয়ে যাই আমার বক্ষ রত্নকে নিয়ে সৃষ্টির অন্তরালে।

শ্রীকৃষ্ণ। শীঘ্র কর তনয়ে ছেদন।

পদ্মা। ওগো ব্রাহ্মণ! ওগো করুণার অবতার! এ তোমার কি ভিক্ষা প্রার্থনা? তুমি কি ব্রাহ্মণ, না ব্রাহ্মণের বেশে কোন রক্তপিপাসু রাক্ষস? তাই এসেছ আজ ছলনার মূর্ত্তি ধারণ করে আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করতে। ওগো! তোমার কি পুত্র কন্যা নেই? তুমি কি জানো না পিতা মাতার কাছে সন্তান কত স্নেহের সামগ্রী? যাও—যাও—চলে যাও—না হয় অন্য কিছু চাও, এ ভিক্ষা পাবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। অঙ্গেশ্বর!

কর্ণ। নীরব—নীরব—কণ্ঠভাষা না জুয়ায়!
বজ্রপাত বুঝি হয় কর্ণের শিরেতে।
ওগো বিধি! কেন তুমি এতই নিষ্ঠুর,
কর্ণের জীবন পথে কেন এত
বিপর্য্যয় করেছ রচনা?
ছলনার অভিনয়ে চলে গেছে
কবচ কুণ্ডল জীবন আমার।
পুনঃ আজ কেন শক্তিশেল
জীর্ণ বক্ষে হানিছ দয়াল?
পদ্মা! পদ্মা! কেন মিছে
করিছ রোদন? কার তরে এত
মায়া করলো প্রেয়সী?
চেয়ে দেখ এ ধরায় কেহ কারো নয়,
সার মাত্র শ্রীহরি চরণ।
আমার সম্পদ সুখ অসার বৈভব,
অসার এ পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন,
জ্ঞান চক্ষু করি উন্মিলন

দেখলো প্রেয়সী, কি মোহ মায়ায়
মোরা দিবারাত্র করি বিচরণ।
দৃঢ়তায় বক্ষ বাঁধি
পুত্র শির করিয়া ছেদন,
এস প্রিয়ে করি আজি
অতিথির সন্তোষ বিধান।
অতিথি যে নারায়ণ!
তাঁহার সেবায় হইলে বিমুখ,
পরলোক হবে যে দুঃখের।

বৃষকেতু। মা! মা! কেন তুমি কর মা রোদন?
তুচ্ছ এ জীবন মোর,
হোক্ তাহে তোমাদের
মহিমা বিকাশ,
পিতৃমুখ হউক উজ্জ্বল।
দানবীর পিতা মোর
ভুবন বিখ্যাত,
সামান্য পুত্রের তরে
আজ যদি দান কার্য্যে
হয় মা বিমুখ, তাহলে যে
ব্যর্থ হবে দান কার্য্য তাঁর।
জন্মেছি যখন হইবে মরিতে,
নশ্বর এ জীবনের তরে,
অপার্থিব পুণ্যের সম্পদে
কেন মাগো বিসর্জ্জিবে
নিরাশ সাগরে?

পদ্মা। ওরে—ওরে পুত্র জীবন আধার,
একি শুনি নিদারুণ বাণী !
দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে
সহেছি যে অসহ্য যন্ত্রণা,
ভুলে গেছি সব তাহা
হেরি তোর ও-চাঁদ বদন।
ওরে পুত্র ! সেই রত্নে
কেমনে তুলিয়া দেবো
মরণের কোলে ? না না,
পারিব না। অতিথি ফিরিয়া যাক্,
জ্বলে যাক্ বিশ্বভূমি
অভিশাপে তার,
ছারখার হয়ে যাক্ ধাতার রাজত্ব,
তবু তোরে পারিব না তুলে দিতে
মৃত্যুর কবলে। রেখে দেবো
সযতনে স্নেহনীড়ে মোর।

[বৃষকেতুকে বক্ষে করতঃ প্রস্থানোদ্যতা।

কর্ণ। কোথা যাও পদ্মাবতী
দুর্গন্ধ নরক কুণ্ডে ফেলিয়া স্বামীরে ?
সতী তুমি, সতীর কর্ত্তব্য নহে
পতি প্রাণে দানিতে যাতনা,
নহেক কর্ত্তব্য স্বামীর গরিষ্ঠ কর্ম্মে
হতে অন্তরায়। এস প্রিয়ে,
দুইজনে অতিথি সেবার তরে
করি হর্ষে সন্তানে ছেদন।

পদ্মা। ওঃ! ভগবান! তাই হোক্—
তাই হোক্! অতিথি সৎকার তরে
বিশ্বজুড়ে উঠুক সঘনে ক্রন্দনের রোল।
(কর্ণ ও পদ্মা করাত লইয়া বৃষকেতুর মস্তক ছেদন
করিতে লাগিল। বৃষকেতু গাহিতে লাগিল)

গীত

আজি এই বিদায় বেলায়।
কোথা তুমি বাঞ্ছিত, কোটী শশী লাঞ্ছিত
দেখা দাও দেখা দাও
আসিয়া হেথায়॥
ওই বুঝি বাজে তব বাঁশরী মধুর,
ওই বুঝি রুণু ঝণু বাজিছে নূপুর,
ওই জাগে শিহরণ মলয় হাওয়ায়
বুঝি তুমি দেখা দিতে এসেছ আমায়॥

(বৃষকেতুর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল)
ধন্য—ধন্য তুমি কর্ণ মতিমান্—
ধন্য তব কর্ম্মের গরিমা!
প্রীত আমি হেরি তব দান।
আজি হতে এই বিশ্বে পরিচিত হও তুমি
দানবীর দাতাকর্ণ নামে।
হের হের ভক্ত, কেবা আমি
বিপ্রের আকারে আজি তব দ্বারে।
হরিভক্ত পুত্র বৃষকেতু
হউক জীবিত পুনঃ আমার কৃপায়।
(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান। শূন্যে শ্রীকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি)
(বৃষকেতু মা-মা রবে পদ্মার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল)

কর্ণ। বাঃ! বাঃ! চমৎকার! চমৎকার!
হের রাণী কি সৌভাগ্য মম!
বিশ্বপতি এসেছিল নিতে মম দান।
ওই হের মগাশূন্যে যুগল মূরতি তাঁর।
ধন্য—ধন্য আজি আমি, ধন্য মোর দান।
নমোঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোঃ নমোঃ।

[বৃষকেতুকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কন্দর্পের বাটী

কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। আজ আমার পরম সৌভাগ্য, স্বয়ং মহর্ষি গর্গ আমার বাটীতে পদার্পন করবেন। গিন্নী! ও গিন্নী! শুনে যাও—শুনে যাও—শিগ্‌গীর শুনে যাও।

চপলার প্রবেশ

চপলা। কি গো! ব্যাপারখানা কি বলোতো? অত চেঁচামেচি করছো কেন? কি হয়েছে?

কন্দর্প। মহর্ষি গর্গ যে দয়া করে আজ আমার বাড়ীতে আসবেন। তুমি আজ যেন বেশী চেঁচামেচি করোনা, আর আমার বাপান্তও করোনা। ঋষি লোক—ভয়ঙ্কর লোক! খুব খাতির করবে, তাঁর বরে দেখবে আমরা মস্ত বড়লোক হয়ে যাবো।

চপলা। আমিও তাঁকে আমাদের বাড়ীতে আসতে নেমন্তন্ন করে এসেছি।

কন্দর্প। সেকি! তোমার সঙ্গে ঋষিঠাকুরের দেখা হয়েছে নাকি? কি করে দেখা হলো?

চপলা। তুমি বাড়ী থেকে রাগ করে চলে গিয়েছিলে মনে নেই? খুবতো তোমার রাগ। হ্যাঁগা, তোমার অত রাগ কেন গা? মেয়ে মানুষে সোয়ামীর বাপন্ত করবে না তো কার বাপন্ত করবে গা? সেদিন খুকুকে নিয়ে তোমায় খুঁজতে খুঁজতে একবারে ঋষি ঠাকুরের আশ্রমে গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর মুখে শুনলাম তুমি বাড়ী ফিরে এসেছ। আমরাও তখন ফিরলাম, আর ঋষিঠাকুরকে নেমন্তন্ন করে এলাম।

কন্দর্প। বেশ! বেশ! তাহলে ভালভাবে তাঁর আহারাদির বন্দোবস্ত করগে। আর ছোঁড়াটাকে একটু সাবধান করে দিও, ঋষিঠাকুরের সামনে যেন আমার সঙ্গে ইয়ারকি টিয়ারকি করে না।

চপলা। আচ্ছা। হ্যাঁগা, ঋষি ঠাকুরের কৃপায় আমরা বড়লোক হবো?

কন্দর্প। নিশ্চয়! নইলে তাঁর অমন প্রকাণ্ড দাড়ী হবে কেন? দাড়ীর কি যে মাহিত্মি তা তুমি আমি বুঝবো কি করে। দেখবে দু'দিন না যেতে যেতেই আমরা ভীষণতর বড়লোক হয়ে যাবো।

চপলা। বড়লোক হলে একবার সবাইকে দেখবো। আমরা গরীব বলে কেউ গ্রাহ্যি করে না। যাই, আমি ঋষিঠাকুরের সেবার যোগাড় করিগে। ওরে ও খুকু, তুই যেন আজ বাড়ী থেকে কোথাও যাসনি। [প্রস্থান।

কন্দর্প। বড়লোক হয়ে কাজ নেই বাবা। আগে তোমায় বশ করবার ওষুদটা নিই, তারপর বড়লোক হবার ব্যবস্থা করা যাবে। দিনরাত বাবা বাপন্ত। আবার বলে কিনা মেয়ে মানুষে সোয়ামির বাপন্ত করবে না তো কার বাপন্ত করবে। শোন কথা—দাঁড়াও ওষুদ নিই তারপর তোমার দেমাক ভাঙবো গিন্নী! এইবার তোমায় কুঁচে হয়ে থাকতে হবে, আমার কত খোসামোদ করতে হবে।

বিভাণ্ডকের প্রবেশ

বিভাণ্ডক। ভো—ভো বৎস কন্দর্প!

কন্দর্প। আসুন—আসুন প্রভু—আসুন। (প্রণিপাত)

বিভাণ্ডক। আয় আয়রে ভক্ত, তোর সর্ব্বশরীরে অখণ্ড ভৃগুপদ চিহ্ন এঁকে দিই। (ডান পা তুলিয়া মস্তকে দিল) বৎস রে! তুই দীর্ঘজীবি হ!

কন্দর্প। প্রভু! বহুবার তো আপনার আশ্রমে গেছি, কই এরকম ভাবে তো কোনদিন আশীর্ব্বাদ করেননি? আজ এ রকম ঠ্যাং তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন কেন?

বিভাণ্ডক। বৎস রে! অধুনা আমি বহু সাধনার দ্বারা এইরূপ সম্পূর্ণ নূতন রুচিকর আশীর্ব্বাদের নমুনা আবিষ্কার করেছি, আজ থেকে এই রকম আশীর্ব্বাদ জগতে চলিত হবে।

কন্দর্প। প্রভু! এ রকম আশীর্ব্বাদ আমার স্ত্রী বহুদিন আবিষ্কার করেছে।

বিভাণ্ডক। সে কিরে ভক্তাধম?

কন্দর্প। আজ্ঞে সত্যি কথা। আমার স্ত্রী যখন খুব প্রচণ্ডভাবে রণ-চণ্ডিত্ব প্রাপ্ত হন, তখন অতি দ্রুতবেগে সগর্জ্জনে আমার দিকে ধাবিত হয়ে ওইরূপ ভাবে আমায় বারম্বার আশীর্ব্বাদ করে থাকেন। আহা প্রভু! সেইরূপ আশীর্ব্বাদ বড় মধুর—কি মোলায়েম।

বিভাণ্ডক। বটে! সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী কিনা তোমার স্ত্রী। যাক্, এখন সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো?

কন্দর্প। বসুন প্রভু! গিন্নী! গিন্নী! ও গিন্নী! ওরে ধুরন্ধর! এদিকে আয়—এদিকে আয়—ঋষিঠাকুর এসেছেন।

চপলা ও ধুরন্ধরের প্রবেশ

চপলা। ঋষিঠাকুর এসেছেন। পেন্নাম বাবা পেন্নাম। (প্রণাম করিল)

ধুরন্ধর। আমারও প্রণাম গ্রহণ করুণ ঋষিঠাকুর! (হস্তদ্বারা প্রণাম)

চপলা। হ্যাঁরে ওরকম কি প্রণাম করতে আছে? মাটীতে মাথা পেতে পেন্নাম কর্।

ধুরন্ধর। হ্যাঁ, আমার এমন সখের টেরী ভেঙ্গে যাক্।

বিভাণ্ডক। ওহো পুত্রটীও দেখছি ভয়ানক সাবধানী। বেশ—বেশ হয়েছে, আমি ওতেই সন্তুষ্ট হয়েছি। আহা ভক্তরে! তোর বাড়ীতে এসে এ সব আমি কি দেখছি, নয়ন তুমি সার্থক হও।

কন্দর্প। যাও—যাও গিন্নী, প্রভুর সেবার যোগাড় করগে। ধুরন্ধর তুইও যা। একা কি সব যোগাড় করে উঠ্তে পারে?

চপলা। আয় বাবা!

[ধুরন্ধর ও চপলার প্রস্থান।

কন্দর্প। প্রভু, আমার স্ত্রীকে বশ করবার ওষুধ আমায় দেবেন তো। প্রভু গো, খুবই আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

বিভাণ্ডক। মাভৈঃ! মাভৈঃ! অদ্ভুত ক্ষমতাশালী সদ্য ফলপ্রদ ঔষধ প্রয়োগ করবো। আমি তোমার স্ত্রীকে বিশদভাবে নিরীক্ষণ করেছি, কিন্তু কিছুদিন আমায় এখানে অবস্থান করতে হবে, কারণ ঔষধের বিশেষভাবে পুরশ্চরণ করতে হবে, নইলে আশুফলপ্রদ হবে না।

কন্দর্প। যে আজ্ঞে। তবে জানেন কি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ বেধে জিনিষ পত্তরের দাম বড্ড্ চড়ে গেছে। ঘি ময়দার বড় অভাব, কি করে আপনার সম্মান রক্ষা করবো।

বিভাণ্ডক। মাভৈঃ! বৎস রে! তুই ভক্তি চিতে যদি একবাটী কলায়ের ডাল দিয়ে আউস চালের ভাত দিস আমি আনন্দে তাই আহার করবো। আমি যে ভক্তকে অত্যন্ত ভালবাসি।

কন্দর্প। আহা! এমন প্রভু কি সবাইকার হয়।

বিভাণ্ডক। বৎস! পথপর্য্যটনে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তুই শীঘ্র আমার আহারাদির ব্যবস্থা কর্।

কন্দর্প। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে। আমি দেখি। গিন্নী! ও গিন্নী! হলো—হলো। [ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

বিভাণ্ডক। আচ্ছা মাথা খেলিয়ে দাড়ীর ব্যবস্থা করেছি। চালাকী! এতদিন আমার দাড়ী ছিল না বলে বাজারে মোটেই খাতির ছিল না, কিন্তু বাবা দাড়ী লাগাতেই সব ঠাণ্ডা। যে দেখে সেই ছুটে এসে পেন্নাম করে। যাই হোক্, শ্রেষ্ঠী ব্যাটার বাড়ীতে থেকে দিন কতক ভাল-মন্দ আহার করা যাক্, তারপর অন্যত্র গমন করা যাবে, কিন্তু বাবা ধরা পড়লেই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। বেশ বাগিয়ে বাগিয়ে চলতে হবে। তাই তো! যা, সব মাটী করে ফেলেছি যে। ছোট্ট কলকেটা যে আনতে ভুলে গেছি। সময়ও তো হয়ে এলো, এখন থেকেই গা টিস্ টিস্ করছে, একটান না খেলে চাঙ্গা হবো কি করে। তাই তো—

ধুরন্ধরের প্রবেশ

ধুরন্ধর। আসুন ঠাকুর! আপনার আহারের যোগাড় হয়েছে।

বিভাণ্ডক। যাই। এস—এস মাণিকধন—একবার আমার কাছে এস। আহা! তোমায় অবলোকন করে তোমাকে কোলে করে আমার নাচাতে ইচ্ছে করছে। আহা! তুমি বড় ভাল ছেলে। ভক্ত পুত্ররে, তুই যে আমার পুত্রের চেয়েও অধিক। (ধুরন্ধরের মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল) তোমার নাম কি মাণিক?

ধুরন্ধর। শ্রীমান্ ধুরন্ধর শেঠ্।

বিভাণ্ডক। তুমি কতদূর অধ্যয়ন করেছ?

ধুরন্ধর। সব শেষ করে ফেলেছি। সরস্বতী বটিকা খেয়ে লেখাপড়ায় চূড়ান্ত হয়ে গেছি।

বিভাণ্ডক। সরস্বতী বটিকা। সে আবার কি?

ধুরন্ধর। আজ্ঞে ঋষিঠাকুর, আমার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে একদিন শিক্ষক মশায় বললেন—আর তোমায় এরূপ কষ্ট স্বীকার করে অধ্যয়ন করতে হবে না। অত্যধিক অধ্যয়ন করলে তোমার পরকাল টনটনে হয়ে যাবে। তুমি

তোমার পুস্তকগুলি বেশ করে পুড়িয়ে সেই পুস্তক ভস্ম গুড়ের দ্বারা মিশ্রিত করে বটিকা তৈরী করে সেবন কর গে। ব্যস তাহলে আর ভাবতে হবে না, মা স্বরস্বতী স্বয়ং দোয়াত, কলম, পুস্তকাদি নিয়ে হুড়্ মুড়্ করে তোমার পেটে ঢুকে পড়ে ডেরা গেড়ে বসবেন! আমি তাই করলাম। ব্যস।

বিভাণ্ডক। ব্যস্।

ধুরন্ধর। সেই বটিকার নামই হচ্ছে সরস্বতী বটিকা।

বিভাণ্ডক। বেশ বেশ! খাসা ছেলে খাসা ছেলে। কলিকালে তোমার মত ছেলের অভাব হবে না। তারা তোমার মত হরদম সরস্বতী বটিকা সেবন করবে। যাক্, তারপর আর কিছু শিক্ষা করেছ বৎস?

ধুরন্ধর। আজ্ঞে—আজ্ঞে!

বিভাণ্ডক। আহা লজ্জা কি ধন! আমি তোমার পিতৃতুল্য! বলো—বলো।

ধুরন্ধর। আজ্ঞে একটু আধটু নেশা টেশাও করতে শিখেছি।

বিভাণ্ডক। বেশ! বেশ! পরকালের কাজ করছো।

ধুরন্ধর। বলেন কি ঋষিঠাকুর! বাবা কিন্তু আমায় যাচ্ছেতাই করে, এক একদিন মারতে আসে।

বিভাণ্ডক। তোমার বাবার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই। ওতো তোমার মত সরস্বতী বটিকা সেবন করেনি। কি করে পরকালের কাজ জানবে বলো ধন? আচ্ছা, কি কি নেশা করতে শিখেছ? বলো, লজ্জা কেন গোপাল? আমি তোমার পিতৃতুল্য। ওহো হো ভক্ত নন্দন রে!

গীত

ধুরন্ধর। আমি গাঁজা গুলি চণ্ডু চরস সবই খেতে শিখেছি।
চুপি চুপি মামার বাড়ী তাও যেতে শিখেছি।

বিভাণ্ডক। বাঃ! বাঃ! চমৎকার! আর কিছু শিখেছ?

গীত

ধুরন্ধর। আর শিখেছি ইয়ারকি,
জেঠামি, ফোক্কুড়ি,
আবার অন্ধকারে পদীর বাড়ী
যাবার রাস্তা চিনেছি॥

বিভাণ্ডক। বটে! বটে! তুমি দেখ্ছি বিদ্যায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছ। যাক, তোমাকেই আমার প্রধান ভক্ত করবো। দেখ বৎস! তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে—আহারে বিহারে সব সময়ে। আমি যেখানে যেখানে পরিভ্রমণ করবো তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার তল্পী নিয়ে অনুসরণ করবে। আমার এই ভয়ঙ্কর দাড়ীর প্রভাবে তুমি একজন দিগ্গজ পণ্ডিত হয়ে উঠ্বে।

ধুরন্ধর। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে। আসুন এখন।

বিভাণ্ডক। গাজার কলকে আছে?

ধুরন্ধর। কি হবে?

বিভাণ্ডক। আমায় শিবশম্ভুর আরাধনা করতে হবে।

ধুরন্ধর। মাইরি ঋষিঠাকুর? পেসাদ পাবো তো?

বিভাণ্ডক। অবশ্য অবশ্য পাবে।

ধুরন্ধর। আসুন—আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কৌরব মন্ত্রণাগার

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি

শকুনি। বাবাজী! কেন তুমি অত ভাবছো বলোতো? আহা, মুখখানা যেন শুকিয়ে গেছে। নর্ত্তকীদের ডাকি?

দুর্য্যোধন। না না, নৃত্যগীতে প্রয়োজন
নাহিক মাতুল!
দারুণ দুশ্চিন্তা জালে জড়িত হৃদয়।
বুঝি এতদিনে শক্তিহারা
হলো দুর্য্যোধন।
ইচ্ছা মৃত্যু যাঁর রণে, যেবা
শমন সদৃশ, সেই ভীষ্ম পিতামহে
হারাইলাম সমর প্রাঙ্গণে।
হিমাচল অন্তরালে ছিনু এতদিন,
কিন্তু হেরি আজ—
বিচূর্ণিত সেই মেরু মিলাইল
ধরণী ধূলায়। কুরুক্ষেত্র মহারণে
কাহার ভরসা আর করিব মাতুল?
হুহু রবে ছুটে আসে বিপদ বারিধি,
গর্জ্জিছে ভীষণ রোলে,
ভাসাইয়া লয়ে যেতে
কৌরবের সব। মনে হয়
পরাজয় অবশ্য আবার।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মফলের প্রবেশ

গীত

পরাজয় তব বিধির লিখন
ওই যে আসিছে অন্ধকার।
ওই যে নিয়তি অট্টহাস্তে
করে যে নৃত্য প্রাসাদে তোমার॥
ওই যে আসিছে মরণ-সিন্ধু
সুখের ইন্দু ডুবিয়া যায়,
কান্নার রোলে ছেয়েছে আকাশ
উড়িছে গৃধিনী আকাশ গায়,
উল্লাসে ওই শিবানির দল
করে দিবানিশি চীৎকার॥

[প্রস্থান।

শকুনি। আরে যাও—যাও বাবা! তোমার গান শুনে আমরা অম্নি হাল ছেড়ে দিই। বাবাজী! ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন? ভীষ্মদেব মরেছে তো হয়েছে কি! ভীষ্মের মত কত বীর তোমার সাহায্য করতে আছে—দ্রোণাচার্য্য, অশ্বথামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, শল্য, দুঃশাসন ইত্যাদি—অসংখ্য বীর যার করতল-গত তার হবে পরাজয়। ভারিতো ভীষ্ম।

দুঃশাসন। ঠিক বলেছ মাতুল!
ভীষ্ম পিতামহ বিনা আমাদের কি
নাহি হবে জয়?
অযথা ভীষ্মের কেন গৌরব বর্দ্ধন?
কিবা হেতু অসম্মান কর আর্য্য
ক্ষত্রিয় সমাজে?
পক্ষপাতি ছিল পিতামহ,
যদিও কৌরব পক্ষে আছিলেন তিনি।

পাণ্ডবের মত স্নেহ পাত্র
কেহ নাহি ছিল তাঁর।
অন্তরে অন্তরে তিনি
বাসিতেন ভাল পাণ্ডবদের।
নতুবা ইচ্ছা মৃত্যু যাঁর—
কিবা হেতু শরের শয্যায় তিনি
হলেন শায়িত? ক্ষত্রধ্বংসী ভৃগুরামে
যেইজন করিল পরাস্ত,
সেইজন হল হত পার্থের শরেতে?

শকুনি। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ বাবাজী! পিতামহের স্নেহের পক্ষপাতিত্ব ওইখানেই ধরা পড়ে গেছে। বলি ভীষ্মই কি ছিল জগতে মহাবীর? ভীষ্ম মরেছে বলে কুরুকুল বীরশূন্য হয়ে পড়লো? এত সব মহা মহারথী থাকতে—ভীরু অপদার্থ।

কর্ণ। ত্যজ চিন্তা কৌরব ঈশ্বর!
যতক্ষণ রহিবে জীবন
ততক্ষণ কার্য্য তব করিব সাধন।
ভীষ্ম যাক কিবা ক্ষতি তায়,
এখনো জীবিত আছে
শার্দ্দুলের দল। হইবে সহায় তব।

দুর্য্যোধন। ক্ষমা কর বীরেন্দ্র প্রধান!
পিতামহের মরণে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য
হয়েছিনু আমি। দুর্ব্বলতা
করেছিল আশ্রয় আমায়।
প্রাণে জাগে অবিরত
অমঙ্গল কথা।

নিবিড় নিরাশা মেঘে
ছেয়ে গেছে হৃদয় গগন,
নাহি হৃদে উদ্যম উৎসাহ।
সর্ব্বক্ষণ অন্তরেতে হতেছে উদয়
বুঝি মোর হবে পরাজয়।
তোমরা সকলে মোর আশা ও ভরসা,
শক্তি বল যা কিছু আমার।
মান রক্ষা কর মোর সবে।

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ

দ্রোণাচার্য্য। মান রক্ষা করিবে তোমার
যত রথীগণ। দিবে প্রাণ
তোমারি কারণ জেনো দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন। প্রণিপাত চরণে আচার্য্য!
ধৈর্য্যহারা দুর্য্যোধনে
দাও দেব নূতন জীবন।

দ্রোণাচার্য্য। শোন দুর্য্যোধন! তব অন্নে পুষ্ট দেহ,
তোমারি অধীন—চিরদিন
তব পাশে বিক্রীত জীবন।
কিন্তু অন্তরের বিবেক মহত্ত্ব
অপরের আজ্ঞাবাহী নাহি হয় কভু।
তোমারি তরেতে শতবার পশিব সমরে,
অম্লান বদনে রণক্ষেত্রে ত্যজিব জীবন।
কিন্তু কহি ন্যায় বাণী—
আপনারে মহাবীর ভাবিব না কভু।

বহুবার যেই কথা কহেছি তোমারে,
আজিও সে কথা কহি বারবার,
পাণ্ডবের সনে কর
মিত্রতা স্থাপন। হয় যদি
বাচালতা মোর, গুরু ভাবি
করহ মার্জ্জনা।

দুর্য্যোধন। হে আচার্য্য! বারবার
কেন সেই হতাশ বচন?
প্রতিজ্ঞা আমার—বিনা যুদ্ধে
নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।
রাখিব মানের অদ্রি অচল ধরায়।
কহ হে আচার্য্য!
কেমনে জানিলে স্থির
এই বিশ্বে অজেয় পাণ্ডব?

শকুনি। বলীযান মহাবলী ভাগিনেয়
দুর্য্যোধন মোর।
অদ্বিতীয় সৈন্যবল অতুল সম্পদ যার,
পরাজয় হবে তার?
মিথ্যা—মিথ্যা—হে আচার্য্য!
কিবা হেতু হইয়াছ ভীত তুমি
বুঝিতে না পারি।

দ্রোণাচার্য্য। ভ্রান্ত তুমি হয়েছ সৌবল।
অজ্ঞাত কি পাণ্ডব শকতি?
বিশ্বজয়ী মহাশক্তি
আছে যে পাণ্ডবে।

ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠির মূল ভিত্তি তার।
আপনি শ্রীহরি তথা
জ্ঞানরূপে করেন বিরাজ।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম,
তথা জয় হয় চিরকাল।
সেই হেতু পাণ্ডবের সনে রণে
জয়-আশা কেমনে সম্ভব?

দুঃশাসন। প্রলাপ বচন সম কহেন আচার্য্য!
জানি আমি—দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ চিত্ত হয় চিরকাল।
কৌরব পক্ষেতে যথা বীরেন্দ্র সকল,
তথা হবে পরাজয়?
পিতামহ করেছে প্রয়াণ,
কিবা ক্ষতি তাহে?
তাঁহার বিহনে বীরগণ হয়নি কাতর।
তবে সম্বন্ধ কারণে
গুরু বলি মানিতাম তাঁরে।
তাই তাঁর সম্মান রক্ষায়
সৈন্যাপত্য পদ প্রদানিল রাজা দুর্য্যোধন।
তাঁহারে বিনাশ করি
বিশ্বজয়ী হইল পাণ্ডব?
পার্থ হলো অদ্বিতীয় বীর?

শকুনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রলাপ বচন—প্রলাপ বচন।

দ্রোণাচার্য্য। মদগর্ব্বে গর্ব্বিত অন্তর,
তাই বীর বলি ভাবো
আপনারে। ঈর্ষানলে

জ্বলিছে পরাণ, তাই হীন ভাবো
পাণ্ডু পুত্রগণে। বিস্মৃত কি
অর্জ্জুনের বীরত্ব কাহিনী?
ভাবো সেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর,
সুভদ্রা হরণ, খাণ্ডব দাহন,
পাশুপাত অস্ত্র লাভ, নিবাতকবচ নাশ।
ভাবো তারে হীনবল?
আর যেই জন উদ্ধারিল
রাজা দুর্য্যোধনে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের কবল হইতে?
আর কে করিল বিরাটের
গোধন উদ্ধার অবহেলে
কৌরব কবল হতে?
সে জনারে ক্ষুদ্র বলি
কর ঘৃণা তুমি দুঃশাসন?

দুঃশাসন। আচার্য্য!

দ্রোণাচার্য্য। আরে রে গর্ব্বিত!

দুর্য্যোধন। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও ভাই!
ক্ষান্ত হন আচার্য্য প্রধান!
বাক্ বিতণ্ডার নহে এ সময়,
পড়েছে বিপদে রাজা দুর্য্যোধন!
ভীম ঝঞ্ঝা গর্জ্জিছে সঘনে,
বিদীর্ণ গগন ওই অরাতি হুঙ্কারে,
বিশৃঙ্খল সৈন্যগণ মোর
সেনাপতি বিনা! কহ হে আচার্য্য,
কারে আজি সৈন্যাপত্যে করিব বরণ?

শকুনি। মহাবীর কর্ণই তবে হোক্ সেনাপতি
আজিকার রণে। কি কহ বাবাজী ?

দুঃশাসন। ঠিক! ঠিক কথা কহিলে মাতুল।

কর্ণ। বিরাজে যথায় সমর কুশল
বীরেন্দ্র সকল, তথায় কর্ণের
নেতৃত্ব ভার সমর প্রাঙ্গণে হয় না উচিৎ।
যোগ্য জনে কুরুনাথ
যোগ্য পদে করহে বরণ।

দুর্য্যোধন। হে সুহৃদ! অতুলন বীরত্ব তোমার ত্রিভুবন খ্যাত।
তব সম কে আছে ধরায় ?
তোমাতেই আছে সখা
বীরত্ব মহত্ত্ব সর্ব্বগুণ যত,
একাধারে এত গুণ কে দেখেছে কোথা ?
মাত্র তোমাতে সম্ভব।
কহ সখা তোমা বিনা
অন্যে কারে সৈন্যাপত্য পদে
করিব বরণ ? মোর পক্ষে
আছে যত বীরেন্দ্র মণ্ডলী,
সকলেই যোগ্য হয় নিতে সৈন্য ভার।
তবে বাঞ্ছা মোর—
উচ্চপদে অভিসিক্ত
করিতে তোমায়।

কর্ণ। উচ্চপদে অভিলাষী
কর্ণ নহে কভু। ভাবিয়াছ
উচ্চপদ করিলে প্রদান মোরে,

প্রাণ দিয়ে কার্য্য তব
করিব সাধন? অনুমান ভুল তব।
কর্ত্তব্য পালনে কর্ণ কভু নাহি
হইবে বিমুখ। উচ্চপদ
সম্মান প্রতিষ্ঠা অন্তরে যাহার,
সে বাসনা লয়ে করে যেবা
কার্য্য রণাঙ্গনে, জয় তথা হয় কি সম্ভব?
নিঃস্বার্থ ভাবেতে কর্ম্ম যেই জন করে,
তারি কর্ম্মে বিজয় নিশ্চয়।

দুর্য্যোধন। তবে কহ বীর! কোন্ বীরে
দেবো আজ সৈন্যভার করিয়া বিচার?

কর্ণ। ধনুর্ব্বিদ দ্রোণাচার্য্য বীরে
দেহ সখা গুরুকার্য্য ভার।
তাঁর সম যোগ্যজন বল কেবা আছে?

দুর্য্যোধন। ধন্য ধন্য তুমি অঙ্গরাজ
কৌরব বান্ধব!
ধন্য তব মহত্ব গরিমা।
যে জন মহৎ হয়
সেই রাখে মহতের মান।
হে আচার্য্য! সর্ব্ববাদী
সম্মত প্রস্তাবে আজিকার রণে
সৈন্যাপত্য পদে তোমা করিনু বরণ।
কৃপা করি সেই ভার করিয়া গ্রহণ,
কৌরবের রক্ষা কর মান।
(দ্রোণাচার্য্যকে সৈন্যাপত্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিল)

গীতকণ্ঠে নিয়তির প্রবেশ

গীত

হা-হা-হা দেখে এদের কাণ্ডখানা
আমার হাসি পায়।
আমি হাসবো কত, হেসে হেসে নাড়ী ছিঁড়ে যায়॥
এরা ভাবছে মনে আকাশ ছোঁবে,
(হবে) এক লাফেতে সাগর পার,
সোনার কমল আনবে তুলে এম্নি আশা রংবাহার,
এদের ধাষ্টপনা হবে সার,
ডুবে তরী দরিয়ায়॥

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। কে—কে তুই রাক্ষসী, ঘূর্ণিবায়ু রূপে আসি
শুভকার্য্যে বাধা দিতে চাস্?

নিয়তি। (নেপথ্যে—

গীত

আমি নিয়তি! আমি নিয়তি! আমি নিয়তি!

দুর্য্যোধন। নিয়তি!

শকুনি। নিয়তি! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দুর্য্যোধন। রে নিয়তি! নাহি ভয় হৃদয়ে আমার।
স্বকরে জ্বেলেছি আজি
চিতার অনল—স্বকরে তা
করিব নির্ব্বাণ।
প্রলয় পয়োধিনীরে ডুবে যাক
বিশাল ধরণী, ভারতের
ইতিহাসে মূর্ত্তিমান অভিশাপ

থাক্ দুর্য্যোধন,
তবু পণ করিব পূর্ণ—
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।

দ্রোণাচার্য্য। নাহি ভয় কৌরব প্রধান!
পূরাইতে অভিলাষ তব,
হর্ষ মনে সৈন্যভার করিনু গ্রহণ।

সকলে। জয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের জয়।

দুর্য্যোধন। ওগো গুরু মিনতি দাসের!
রণাঙ্গণ হতে ধর্ম্মরাজে
জীবন্তে বন্ধন করি
এনে দাও মোরে।
পূর্ণ কর কামনা আমার।

দ্রোণাচার্য্য। মনোবাঞ্ছা পূরাবো তোমার!
সত্য কথা জানিও ধীমান!
তাহে যদি হয় মোর
জীবন বিনাশ, ক্ষতি নাহি তায়।
কিন্তু বৎস! রণস্থলে
থাকে যদি বীর ধনঞ্জয়,
সাধ্য নাই ছলে বলে অথবা কৌশলে
যুধিষ্ঠিরে বন্দি করি
আনিতে হেথায়। কার সাধ্য
ত্রিভুবনে সে কার্য্য সাধনে।

দুর্য্যোধন। শোন বীরেন্দ্র কেশরী আচার্য্য প্রধান!
পাঠাইব দুর্জ্জয় ভীষণ সেই
সংসপ্তকগণে সমর প্রাঙ্গণে।

অৰ্জ্জুন বিহনে কে বোধিবে
গতি তাহাদের ?
স্থানান্তরে গেলে সে অৰ্জ্জুন,
অবহেলে যুধিষ্ঠিরে
বন্দি তুমি পারিবে করিতে।

দ্রোণাচার্য্য। তাই হবে হস্তিনা ঈশ্বর !
যুধিষ্ঠিরে বন্দি করি
তব করে দেবো উপহার।

দুর্য্যোধন। চল শীঘ্র ত্রিগর্ত্ত অধীপ পাশে,
সংসপ্তকগণে রণাঙ্গণে
করিতে নিয়োগ। হর্ষনাদে
জয় দাও আচার্য্য দ্রোণের,
পাণ্ডব শিবির তাহে হউক কম্পিত।

সকলে। জয় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের জয়।

[শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শকুনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! মরিবে পাণ্ডব !
পিতা ! পিতা ! জ্বেলেছে শকুনি
কুরুকুল ধ্বংস যজ্ঞানল !
পূর্ণাহুতি দিতে ওই এসেছে নিয়তি !
হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

[প্রস্থান।

ঐক্যতান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গাতীর

যাত্রিণীগণ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল

গীত

নমি নমি নমি পদে পতিতপাবনী।
ভগীরথ জননী মুক্তি-প্রদায়িনী॥
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা অযোনীসম্ভবা
কলুষনাশিনী মহেশ ঘরণী॥
মন্দাকিনী ধারা অমর ধামে,
ভাগীরথী জাহ্নবী ভারত ভূমে,
বহতি ভোগবতী দুর্জ্জয় পাতালে
কীর্ত্তি গরিমাযুত সন্তাপনাশিনী॥

[প্রস্থান।

পট্টবস্ত্র পরিহিত কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। জগতের জীবন্ত দেবতা
দেব দিবাকর! তব পদে
সহস্র প্রণাম। (উদ্দেশ্যে প্রণাম)

কুন্তীর প্রবেশ

কুন্তী। কর্ণ!

কর্ণ। দেখা দাও—দেখা দাও
ইষ্টদেব, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা,
পূরাও কামনা।
উদ্বেলিত হৃদি মোর
তব সে সজীব মূর্ত্তি করিতে দর্শন।

কুন্তী। কর্ণ! খোল আঁখি, চেয়ে দেখ
কেবা আজি সম্মুখে তোমার?

কর্ণ। য়্যাঁ একি! প্রত্যক্ষ নেহারি যেন ইষ্টদেবে জননীরূপে!
না না, শান্ত হও অশান্ত অন্তর।
কর্ণ সনে কেন কর বৃথা প্রতারণা।

কুন্তী। কর্ণ! চিনিতে কি পারো মোরে?

কর্ণ। পেরেছি চিনিতে তুমি হও
অর্জ্জুন জননী। মনে পড়ে
হস্তিনানগরে অস্ত্র পরীক্ষার দিনে
রঙ্গস্থলে ধীরে ধীরে করিলে প্রবেশ।
বাক্যহীনা মূর্ত্তি লয়ে
আশিস্ দানিলে মাগো সর্ব্বাঙ্গে আমার,
তুমি সেই অর্জ্জুন জননী!
তারপর কৃপাচার্য্য আসি,
করিয়া বিদ্রূপ মোরে,
শুধাইয়া পিতৃ পরিচয়,
কহিল তখন সেই রঙ্গস্থলে
রাজকুলে নহে জন্ম যার,

নাহি তার অধিকার
অর্জ্জুনের সহ রণ। শুনি সেই
বজ্রবাণী—আঁখি দুটী হলো মা আরক্ত,
নির্ব্বাক চিত্তের মত রহিলে দাঁড়ায়ে।
হেরেছি তখন লজ্জানত
বিশুষ্ক বদন তব। আজও তাহা
আছে মনে তুমি সেই অর্জ্জুন জননী।
সার্থক সেদিন মাগো
হইল জীবন অযাচিত কৃপা
তব লভি।
সাক্ষাৎ করুণাময়ী তুমিগো জননী,
সূতপুত্র বলি মোরে
কর নাই ঘৃণা।

কুন্তী। ওরে বৎস! কেমনে করিব ঘৃণা তোরে?
বিধাতার লয়ে অধিকার
এই কোলে একদিন এসেছিলি তুই।
বুঝেছি সন্তান অভিমানে
পূর্ণ তোর প্রাণ। ভুলিয়া সে
লোকলজ্জা মান অপমান,
তৃষিত বক্ষের মাঝে
দিতে তোরে স্থান,
আয় আয়রে মাণিক!
মা মা বলি ডাক বারবার।

কর্ণ। আমি যে মা নীচ ঘৃণ্য,
নগণ্য ধরার—সূতপুত্র—

ক্ষুদ্র কুল-শীলে। ভাগ্যবতী
পাণ্ডব জননী তুমি—ধন্ত তুমি
লভি পঞ্চপুত্র বীর।
সূতপুত্রে কোথা দেবে স্থান ?

কুন্তী। এই বক্ষে—পঞ্চ তনয়ের
শীর্ষস্থানে দিব স্থান তোরে।
ওরে কর্ণ তুই যে রে জ্যেষ্ঠপুত্র মোর।

কর্ণ। একি স্বপ্ন দেখি আজ,
একি শুনি মধুময়ী বাণী সুকণ্ঠে তোমার !
বুঝিতে পারি না মাগো
কেন তুমি নিয়ে এলে মোরে
অন্ধকার বিস্মৃতি আলয়ে ?
আজি সহসা মা চেতনা প্রত্যূষ্যে
তব ওই অতীতের:সত্যবাণী
স্পর্শিছে মা মুগ্ধ চিত্তে মোর।
আজি যেন এলো মাগো
হারাণো শৈশব কাল
সম্মুখে আমার। এ কি মা সত্যের দ্বার
দিলে আজি খুলি ? ছিনু এক
স্বপন তন্দ্রায়
জগতের ঘন অন্ধকারে,
কেন মা আনিলে আজি জ্যোৎস্না আলোকে ?
মিথ্যা হোক্—সত্য হোক্,
অথবা স্বপন শিরস্পর্শী মোর,
সুকোমল করে কর মা আশিস্।

জননী গো ! কত দিন হেরেছি স্বপন—
গভীর নিশীথে অলস শয্যায়
যেন মোর জননীরে দেখেছি কোথায় !
জানাইয়া মরম বেদনা তাহারে,
কহেছি কাঁদিয়া—
খোল মা গুণ্ঠন হেরি আমি জননী বদন।
অমনি তখন ভেঙ্গে গেল
সুখের স্বপন। সেই মূর্ত্তি
অন্ধকারে হইল বিলীন।
আজি যেন সেই স্বপ্ন—
পাণ্ডব জননী সাজে এসেছে মা
প্রতারণা করিতে আমায়।

কুন্তী। প্রতারণা নহে পুত্র সত্যবাণী মোর,
মোর গর্ভে জনম তোমার।
বিধি বিড়ম্বনে মাতাপুত্রে
আজি হায় বহু ব্যবধানে।

কর্ণ। সত্য আমি তনয় তোমার?
সূতপুত্র নহে কর্ণ নগণ্য ধরায়
আভিজাত্যে হীন ?
সত্য যদি তুমি মোর হওগো জননী,
সত্য যদি গর্ভে মোরে করহ ধারণ,
মাতা-পুত্র সম্বন্ধ যথায়—
তবে কেন মোরে ফেলে দিলে
অগৌরব অন্ধকারে আবর্জ্জনা স্তূপে ?
কেন মাগো অবজ্ঞার গুরুভার

চিরতরে তুলে দিলে
শিরেতে আমার ?
কে শুনিবে আমার এ স্বপন কাহিনী,
উপহাসে জর্জ্জরিত করিবে তখন।
কহ মাগো কোন্ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে
অতুলন মাতৃত্ব তোমার
দিলে বিসর্জ্জন দানবী আচারে ?
দেবদত্ত অমূল্য সন্তান রত্নে
পীযুষ দানিতে কেন হলে মা কৃপণা ?
দুর্ভাগ্য আমার মাগো,
তুমি বর্ত্তমানে অপরে মা, মা-মা বলে ডাকি।

কুন্তী। ওরে পুত্র চুপ কর,
বজ্রসম তোর বাণী বাজে যে অন্তরে।
সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার তরে,
যদিও বর্জ্জন তোরে করেছি সন্তান,
পঞ্চপুত্র লভিয়াছি যদি,
তবু হৃদি তোরি তরে ওঠে যে কাঁদিয়া।
সারা বিশ্বে কোথা তুই খুঁজিয়া বেড়াই।
আজি ভাগ্যগুণে পেয়েছি সন্ধান,
ক্ষমা কর জননীরে তোর।

কর্ণ। হেন বাণী কহিও না জননী গো,
মহাপাপ হইবে আমার।
নহ তুমি দোষী মাগো তায়,
অদৃষ্টের দোষে আমি
নগণ্য ধরায়, ভুঞ্জি দুঃখ রাশি।

কুন্তী। ওরে পুত্র বড় আশা করে
এসেছি দ্বারেতে তোর।
লয়ে যেতে পুনঃ সেথা,
যেথা পঞ্চপুত্রে দিছি স্থান।

কর্ণ। ক্ষমা কর জননী আমার!
এ জীবনে প্রকাশ্য আলোকে
পারিব না মা-মা বলি
ডাকিতে তোমায়।
পরজন্মে ডাকিবার দিও মাগো অধিকার
এ দীন সন্তানে।

কুন্তী। এতই নিষ্ঠুর তুমি হইবে সন্তান?
জ্যেষ্ঠ হয়ে কনিষ্ঠের বধিবে পরাণ,
বাজিবে না অন্তরে তোমার?

কর্ণ। বাজিবে এবার! এতদিন
ছিল যে পাণ্ডব-পরিচয় অন্ধকারে মোর!
কিন্তু তুমি শুনাইয়া অতীতের
বাস্তব কাহিনী ভেঙ্গে দিলে
নয়নের বাঁধ। লোকচক্ষু অন্তরালে
বরষিবে শ্রাবণ বরিষা,
বিদীর্ণ হইবে বক্ষ পাণ্ডব বিনাশে,
কিন্তু কি করিব নাহিক উপায়।
নারী হয়ে তুমি যদি
পার মা ভুলিতে সন্তানের স্নেহ অনুরাগ,
এ জগতে ভ্রাতৃস্নেহ ভোলা মোর
নহে অসম্ভব। তুমি যদি

সদ্যোজাত স্নেহের সন্তানে,
নির্ম্মমা রাক্ষসীসমা গঙ্গানীরে
পারো মা ভাসাতে—
তবে কেন আমি ভ্রাতৃবধে
হবো কাতর ?

কুন্তী। সুপণ্ডিত তুমি পুত্র,
নারিবে রক্ষিতে আজি
মাতৃ অনুরোধ ?

কর্ণ। দাও মাগো অভিশাপ
এ দীন সন্তানে—
মিশে যাক্ ধূলি সনে
অস্তিত্ব তাহার।
তবু আজ্ঞা তব নারিব পালিতে।
এ জগতে—এ জীবনে
হবে না পাণ্ডব সনে মিলন আমার।
পারিব না দিতে কভু স্নেহ আলিঙ্গন।
যে সম্পদে তুমি মোরে
করিলে বঞ্চিত—
পারিবে না ফিরাইয়া দিতে মোরে তাহা।
কর্ণ যে গো সূতপুত্র,
রাধা হয় জননী তাহার।
উচ্চাসনে আভিজাত্যে
প্রয়োজন নাহিক আমার।
সূতপুত্র—এ হতে গৌরবে মোর
নাহি আকিঞ্চন। [প্রস্থানোদ্যত।

কুন্তী। কর্ণ! কর্ণ! দুর্ভাগ্য আমার!
বিধাতৃ লিখন—হেরিব না ছয় পুত্রে
একত্রিত কভু। উঃ বিধি! একি বিধি
নিয়মে তোমার?
যার লাগি দশ মাস দশ দিন
সহিলাম অশেষ যন্ত্রণা,
এ জীবনে নারিলাম
নিতে তারে কোলে।
অঙ্গীকার কর স্নেহাধার।
তোমা হতে পঞ্চ পাণ্ডবের কভু
হবে না অহিত।

কর্ণ। তাই হবে জননী আমার!
তবে প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জ্জুন আমার!
তাহার বিনাশ সঙ্কল্প আমার,
অন্য পুত্রে তব স্পর্শ না করিব।
ধরা হতে যাবে কর্ণ অথবা অর্জ্জুন।
রবে তুমি পঞ্চপুত্র মাতা।
জননী গো কেন কর ভয়!
জেনো স্থির—যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
পাণ্ডবের জয় চিরদিন।
ওই হের রক্তময় পূরব গগনে
রোষদীপ্ত আরক্ত নয়নে
দিনমণি ব্যক্ত করে যুদ্ধ ফলাফল।
যে পক্ষের পরাজয় হইবে নিশ্চিত,
সেই পক্ষ ত্যজিবার কেন অনুরোধ।

হউক বিজয়ী তব পাণ্ডব সন্তান,
হোক্‌ রাজা তারা,
আমি রবো চিরদিন
হতাশের দলে।
জন্মমাত্রে দেছো ফেলে মোরে
বিস্মৃতির ঘন অন্ধকারে,
আজিও তেমনি ত্যজ মোরে
জননী আমার! এই মাত্র কর আশীর্ব্বাদ,
হয় যেন পরলোক সুখময় মোর। [প্রণাম করতঃ প্রস্থান।

কুন্তী। কর্ণ! কর্ণ! উঃ কেশব!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

রোহিণী গাহিতেছিল

গীত

ছিঁড়ে যায় বুঝি বীণার তার!
বাঁধিয়া রাখিতে পারিনাকো আর
নয়নের জলভার।
কবে মুক্তির আলো দেখা দেবে,
ফিরে যাবো সেই জ্যোছনায়,
কবে পারিজাত ফুলে সাজাবো তাহারে
হবে সেই মধু অভিসার।

[প্রস্থান।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভিমন্যু। কে—কে—কেবা তুমি গাহ গান
নিরালা নিশায়!
জাগাইয়া দাও মোর অতীত স্বপন।
কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত,
বহুবার শুনিয়াছি কোথা।
কাছে এস, কেবা তুমি দেখি।

ভীমের প্রবেশ

ভীম। অভিমন্যু! অভিমন্যু! শোন বৎস!
আজি মহাদায়ে পড়েছে পাণ্ডব,
নাহি জানি কি আছে অদৃষ্টে।
পিতা তব নিয়োজিত
কালান্তক সংসপ্তক রণে,
আজি তাহার বিহনে
কে রক্ষিবে পাণ্ডবের যশোমান
না পাই ভাবিয়া।

অভিমন্যু। কহ আর্য্য কি কারণ
হে ভয় অন্তরে জাগিল তব?
ব্যাঘ্র হেরি বন্যপশু কাঁপে নিরন্তর,
কেশরীর ডর্ কিবা তায়?
প্রবল ব্যাতায়—ঘন ঘন
অশনি সম্পাতে—পারে কি টলাতে তাতঃ
অটল ভূধরে?

ভীম। রে পুত্র জানি তাহা!
বীর যোগ্য বাক্য তব করিয়া শ্রবণ
চিত্ত মোর হলো হরষিত।
শোন বৎস, আজি রণে
দুর্য্যোধন সৈন্যাপত্য পদে
দ্রোণাচার্য্যে করেছে বরণ।
মদমত্ত আচার্য্য প্রধান,
দুর্ভেদ্য সে চক্রব্যূহ করিযা নির্ম্মাণ,
করিল ভীষণ পণ বিনাশিবে
পাণ্ডুপুত্রগণে। তাই ভয় হয়
আজিকার রণে কেমনে হইব জয়ী
অর্জ্জুন বিহনে।
নাহি জানি ব্যূহভেদ — ব্যূহের নির্ম্মাণ—
নাহি জ্ঞান কি কৌশলে হয়।
রণনীতি সবার হইতে
স্বতন্ত্র আমার। ভীম প্রভঞ্জন সম
গদাহস্তে পশি রণস্থলে,
অবিরাম ভীষণ প্রহারে
চূর্ণ করি যা হেরি সম্মুখে।
তাই ভয় হয—অর্জ্জুন বিহনে
আচার্য্য রচিত ব্যূহ কে করিবে ভেদ?
হয়েছে চঞ্চল চিত্ত
আজি রণে পরাজয় অবশ্য হইবে।

অভিমন্যু। হে তাতঃ! চিন্তা কর দূর।
আমি জানি চক্রব্যূহ

ভেদের কৌশল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার
আগম ব্যতীত নির্গমের না জানি সন্ধান।

ভীম। অদ্ভুত রহস্য! সমস্যার কথা!
জানো শুধু প্রবেশ সন্ধান,
নাহি জানো নিষ্ক্রমণ.
উপায় তাহার?
হেন অসম্পূর্ণ বিদ্যা কে তোমারে
করিল প্রদান? কেবা তব
শিক্ষাগুরু কহ প্রিয়তম?

অভিমন্যু। তাতঃ! আশ্চর্য্য ঘটনা তাহা।
ছিনু যবে মাতৃগর্ভে আমি,
একদিন নিশাকালে জননী আমার,
সুধান জনকে রণনীতি কৌশল তাহার।
যুদ্ধজয় প্রণালী কৌশল
সবিস্তারে কহিলেন পিতা।
পরিশেষে চক্রব্যূহ কথা
হলো উত্থাপিত, শুনি মাত্র
ভেদতত্ব জননী আমার
হলেন নিদ্রিতা, নাহি হলো
নিগমের কথা।
তাই আমি নহি জ্ঞাত
নিগম প্রণালী।

ভীম। ধন্য ধন্য তুমি পাণ্ডবের বংশের প্রদীপ।
তব হেতু পিতৃকুল
হইবে উজ্জ্বল।

ত্রিলোক বিজয়ী তুমি
পার্থের নন্দন, রক্ষা কর
বংশের গৌরব।
আগম উপায় যদি জানা আছে তব,
তাহলে তোমারে আজি করিয়া সহায়,
আগুসার হবো মহাগণে।
বীরদর্পে ব্যূহ মাঝে প্রবেশিবে তুমি,
আমি যাবো পশ্চাতে তোমার,
সাথে সাথে রহিব তখন।
এই ভীম গদার আঘাতে
বিচূর্ণিত করি চক্রব্যূহ
বিনাশিয়া প্রতিপক্ষগণে,
সগর্জ্জনে নিষ্ক্রমণ করাবো তোমারে।
আজি এই দারুণ সঙ্কটে
রক্ষা কর পাণ্ডববাহিনী।

অভিমন্যু। কেন তাতঃ! এত অনুরোধ দাসে?
যেই আজ্ঞা করিবে আমারে,
নতশিরে হর্ষভরে করিব পালন তাহা।
তাহে যদি যায় প্রাণ হইবে সুখের।
ক্ষত্রিয় নন্দন কভু যুদ্ধে নাহি ডরে।
রণে মৃত্যু বাঞ্ছিত তাহার।
শিরে লয়ে তব আশীর্ব্বাদ
রণসাধ মিটাইব মোর।
কৌরব রথীন্দ্র সবে উঠিবে চমকি
রণস্থলে হেরি এই সিংহের শাবকে।

দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ ব্যর্থ করি,
অদ্ভুত বীরত্বে পিতৃমুখ
করিব উজ্জ্বল।

ভীম। চিরজয়ী হও প্রাণাধিক!
কহি গিয়া সমাচার ধর্ম্মরাজ পাশে।

[আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রস্থান।

অভিমন্যু। এতদিনে পূর্ণ হবে
মনস্কাম মোর।
ক্ষত্রিয় জীবনে এর চেয়ে
কি আছে সৌভাগ্য।
হবো আমি সপ্ত অক্ষৌহিণী
সেনার নায়ক। প্রলয়ের ভূকম্পনে
কুরুক্ষেত্র করিব কম্পিত।
কুরুক্ষেত্র ভেসে যাবে
কৌরবের শোণিত প্রবাহে।

রোহিণীর প্রবেশ

রোহিণী। কুমার! তুমি নাকি পাণ্ডবদের সেনাপতি হয়ে দ্রোণাচার্য্যের চক্রব্যূহ ভেদ করতে যাবে? আমি তোমায় মিনতি করি কুমার, তুমি আমার সঙ্গে নাও।

অভিমন্যু। তুমি বলছো কি ভিখারিণী! দুর্ব্বলা রমণী তুমি, রণস্থলে কোথায় যাবে?

রোহিণী। কেন বীরবর! হয়ে পাণ্ডুবংশধর
হেন বাক্য কহিছ কেমনে?
ক্ষত্রিয় রমণী আমি—
রণক্ষেত্রে সারথীর কার্য্য আমি

জানি ভালমতে। নারী শক্তি
জানোনা কুমার? বীরাঙ্গনা দ্রৌপদী সুভদ্রা
হয় কি স্মরণ?

অভিমন্যু। সত্যই তুমি কি কভু
রণস্থলে করিয়াছ সারথীর কাজ?

রোহিণী। করিয়াছি বহুবার,
জিজ্ঞাসার নাহি প্রয়োজন।
রণস্থলে পরীক্ষায় হবে সন্দেহ ভঞ্জন।
যোগ্যা যদি হই আমি
লবে সাথে করহে প্রতিজ্ঞা,
নহে চলে যাবো পাণ্ডব শিবির ত্যজি।

অভিমন্যু। অদ্ভুত রমণী তুমি!
এত তেজস্বিনী! দেখিনি এমন কভু।
ভাল—লয়ে যাবো রণক্ষেত্রে তোমা,
হবে তুমি সারথী আমার।
চলিয়াছি আমি আজ
দ্রোণাচার্য্য ব্যূহ ভেদ তরে
কিন্তু তব বৃত্তান্তের রহস্যভেদে
হইনু অক্ষম।

রোহিণী। বুঝিবে তখন শুনিবে যখন,
তার লাগি দুঃখ কেন বীর!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কৌরব শিবির

শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও দ্রোণ

শকুনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। হায়! হায়! হায়! সুভদ্রা দেবীর বোধ হয় এইবার কপাল ভাঙ্গলো।

কর্ণ। দুর্য্যোধন! পূরেছে কামনা তব।
দুর্জ্জয় সে সংসপ্তকগণ সহ
ঘোরতর করে রণ তৃতীয় পাণ্ডব।
এইবার পাণ্ডব বিনাশে
উপস্থিত সুবর্ণ সুযোগ।

দুর্য্যোধন। অদ্ভুত রহস্য কথা শোন হে সুহৃদ!
শিশু পুত্র অভিমন্যু ষোড়শ বর্ষীয়
আজি রণে পাণ্ডবের
হবে সেনাপতি। যুজিবারে
শস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য্য সনে।
থাকিতে পাণ্ডব পক্ষে কত বীরগণ
একি হায় পাণ্ডবের নীতি?
দুর্ব্বল শিশুর প্রতি
কেন সবে হইল নির্দ্দয়?

দ্রোণাচার্য্য। অভিমন্যু বয়সে বালক
কিন্তু বীরত্বে প্রবীন।

শিশু ভাবি হেয় জ্ঞান নাহি কর তারে।
পিতা যার পার্থ মহাবীর,
শ্রীকৃষ্ণ মাতুল যার,
সেই কৃষ্ণার্জ্জুন বর্ত্তমান দেহেতে তাহার।
অদ্ভুত বীরত্ব তার।

শকুনি। হে আচার্য্য! কি কারণ
আসন্ন সময়ে ভীষ্ম সম
পাণ্ডুকুলে এত অনুরাগ?
আজি তুমি কৌরবের সেনাপতি,
নির্ভর তোমার প'রে
কৌরবের জয় পরাজয়।
কিন্তু হেরি একি তব
বিপরীত ভাবের আধার?

দ্রোণাচার্য্য। পাণ্ডবের প্রতি যদি থাকে
অনুরাগ মোর, নহে সে কলঙ্ক,
গৌরব আমার।
যাহাদের প্রতি তুষ্ট সদা
অমর নিকর—তুচ্ছ নর
রুষ্ট হয়ে তাহাদের
কি করিবে অনিষ্ট সাধন?
পাণ্ডব কৌরব দুই পক্ষ
শিষ্য মোর, দুই পক্ষ
সমান স্নেহের পাত্র মোর পাশে।
কিন্তু আজি কৌরবের সনে
হয়েছি মিলিত স্নেহ অনুরাগে।

পুত্র হতে প্রিয়তম অর্জ্জুন ধীমানে,
দুর্য্যোধন হেতু বহুবার
করিয়াছি অস্ত্রের আঘাত।
আজি পুনঃ কিশোর সন্তানে তার
করিতে নিধন চলিয়াছি কুরুক্ষেত্র রণে।

শকুনি। ভীষ্ম সম যেন দেব
নাহি হয় পরাজয় তব।

দ্রোণাচার্য্য। কি—কি—উপহাস
আমারে সৌবল,
অবিশ্বাস দ্রোণাচার্য্য প্রতি ?

শকুনি। সাবধান আচার্য্য প্রধান!
নাহি আমি মন্ত্র শিষ্য তব।
রক্ষিবারে আপন সম্মান
ব্রহ্ম হত্যা করিব সহাসে।

দ্রোণাচার্য্য। সৌবল!

দুর্য্যোধন। না না না—কৌরবের
জয়-আশা সুদূর পরাহ।
নিতান্তই দুরদৃষ্ট মোর,
আত্মদ্বন্দ্বে হয়ে হত বল
কুরুকুল করিবে বিনাশ।
তার চেয়ে যাবো আমি
একাকী সমরে,
কাজ নাই সাহায্যে কাহারো। [প্রস্থানোদ্যত

কর্ণ। অভিমান ত্যাগ কর কৌরব ঈশ্বর!
তর্কে শুধু বাড়িতেছে কথা।

হে আচার্য্য ! পুত্র সম যেই জন তব,
তার প্রতি ক্রোধ করা হয় না উচিৎ ।

দ্রোণাচার্য্য । অবিশ্বাস কেন মোর প্রতি ?
আজি হবে সুভীষণ রণ,
তাই দুর্ভেদ্য সে চক্রব্যূহ
করেছি নির্ম্মাণ । ব্যূহদ্বারে
সিন্ধুরাজ থাকিবে আজিকে,
অঙ্গরাজ তুমি রবে
দক্ষিণ পাশেতে, শত্রুগণ
যাবে না সে দিকে ।
দুর্য্যোধন ! রবে তুমি ব্যূহকেন্দ্রে
পশ্চাতে আমার নির্ভয় অন্তরে ।

দুর্য্যোধন । যথা আজ্ঞা দেব !
এস সবে আচার্য্যের পিছু ।

শকুনি । চলো—চলো—বীরদর্পে
চলো সবে আজ ! সুনিশ্চয়
আজি রণে মরিবে পাণ্ডব ।

[সকলের প্রস্থান ।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভিমন্যু। প্রণিপাত জ্যেষ্ঠতাত! আশীর্ব্বাদ কর মোরে
ফিরি যেন জয়ী হয়ে রণে।

যুধিষ্ঠির। ওরে পুত্র বাঞ্ছিত দুলাল,
পাণ্ডবের আশার তরণী,
কি দিয়ে আশিষ আজি
করিব তোমারে?
নাহি তাহা মানব ভাষায়।
দুর্ব্বল অন্তরে আজি
মহাসিন্ধু করে তোলপাড়!
তবু করি আশীর্ব্বাদ—
পূর্ণ যেন হয় সাধ,
অচলা শ্রীকৃষ্ণে মতি থাকে যেন সদা।
ভুবন বিজয়ী পিতা সম
বীরত্ব গৌরব বৎস করহ অর্জ্জন।

অভিমন্যু। জ্যেষ্ঠতাত! নাহি ভয়,
সুনিশ্চিয় লভিব বিজয়,
ভুজবলে চক্রব্যূহ করিব লঙ্ঘন,
বীরদর্পে পশিব তথায়,
দেখাইব অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য বীরে
পার্থপুত্র অভিমন্যু পিতার সমান।
দানহ বিদায় যাইতে সমরে।
ওই বাজে রণডঙ্কা
প্রকৃতির নীরবতা করিয়া বিচূর্ণ,
ওই সৈন্য কোলাহল ভরেছে আকাশ।

বাণে বাণে অন্ধকার সুনীল অম্বর,
নাচে আজি বীরের হৃদয়,
গৈরিক স্রাবের মত ছুটিয়াছে উদ্বেল বাসনা।
বিদায়—বিদায় আজি দাও এ সন্তানে।

ভীম। ধর্ম্মরাজ! কর ত্বরা আদেশ প্রদান,
উৎকণ্ঠিত পাণ্ডব বাহিনী,
কালব্যাজে ফলিবে কুফল।

যুধিষ্ঠির। নাহি আর ভয়!
ক্ষত্রধর্ম্ম শাণিত কৃপাণে
বাৎসল্য মমতা সবে
করেছি ছেদন। বজ্র সম
গড়েছি অন্তর অচল হিমাদ্রী।
এস বীর পুত্র অভিমন্যু!
লহ আজি প্রাণ ভরে বিদায়ের আলিঙ্গন।
লহ এই শিরস্ত্রাণ, নিজ হস্তে
সযত্নে পরায়ে দিই—হওরে বিজয়ী।

অভিমন্যু। শ্রীচরণে প্রণিপাত করি দোঁহাকার!
আজি যদি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে
আসে সেই বৃত্রজয়ী পুরন্দর
বজ্র করে নাশিতে পাণ্ডবে,
দলিবে তাহারে আজি পার্থের নন্দন। [প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। নারায়ণ শ্রীমধুসূদন! পাণ্ডব বান্ধব!
রক্ষা কর আজি রণে অভিরে আমার।

ভীম। জয় পাণ্ডবের জয়! জয় পাণ্ডবের জয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

উপবন

সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

গীত

আজ ফুলের বনে চাঁদ ভেসে যায়
বাতাস বহে ছন্দে।
ছড়িয়ে পড়ে ফুলের রেণু
উতল পরাণ গন্ধে॥
পাপিয়া ওই আকুল তানে, ডাকছে প্রিয়া গানে গানে,
ফুলের বুকে ভ্রমরা বঁধু
পরছে যেন বন্ধে॥

[প্রস্থান।

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। একি শুনি আচম্বিতে
বজ্রের নিনাদ! ঘন ঘন
এ অন্তর কেন কেঁপে ওঠে।
চতুর্দ্দিকে হেরি কার ভয়াল মূরতি,
কেবা যেন অন্তরাল হতে
কহে মোরে বারবার—
সুভদ্রা! সুভদ্রা! কাঁদিবার আসে দিন তব।
হে কেশব! আজি কেন
জাগাও অন্তরে শঙ্কা,
শঙ্কাবিনাশন শ্রীমধুসূদন!

তোমারি কৃপায় লভিয়াছি
বীরেন্দ্র কেশরী সম পতি-পুত্রে আজি,
তাহাদের রক্ষা কর তুমি,
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কর তুমি দূর,
ব্যাকুলতা কাড়ি লও মোর।

যুদ্ধসাজে অভিমন্যুর প্রবেশ

অভিমন্যু। বিদায় দাওগো মাতা সন্তানে তোমার!
যেতে হবে রণে আজি
নাহিক সময় আর।
পিতৃগুরু দ্রোণাচার্য্য বীর,
ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ,
মহোল্লাসে করে রণ
কৌরব সপক্ষে। পিতা মোর
নিয়োজিত সংসপ্তক রণে,
সে কারণে ধর্ম্মরাজ
আজি মোরে সেনাপতি পদে
করিলা বরণ। আজি যুদ্ধে
পাণ্ডবের সেনাপতি আমি।
আশিস্ কর মা পুত্রে
পিতৃবংশ যেন মাগো
মম হেতু হয় মা উজ্জ্বল,
যেন পারি রক্ষিবারে
পিতার গৌরব। পদধূলি
দাও শিরে মোর, পুত্র যেন
ফিরে আসে জয়লক্ষ্মী লয়ে।

সুভদ্রা। বীর পুত্র তুমি বৎস !
ব্রতী এবে বীর কার্য্যে তুমি ।
ক্ষত্রিয় নন্দিনী, বীর পত্নী,
বীরাঙ্গনা আমি,
কোন্ প্রাণে আজি তোরে
নিবারিব যাইতে সমরে ?
শুনিয়াছি ওরে পুত্র
কৌরব মন্ত্রণা, অন্যায়ে আশ্রয় করি
আজি রণে ঘটাবে প্রমাদ ।

অভিমন্যু। তাহারা যে অন্ধের সন্তান,
চিরদিন পাপে অন্ধ
রহিবে তাহারা ।
ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম
শুনিয়াছি তব মুখে মাতা,
ধর্ম্মযুদ্ধে হবে জয়ী সন্তান তোমার ।

সুভদ্রা। এতক্ষণে বুঝিলাম
ভীষণ পরীক্ষা আজি
উপস্থিত সম্মুখে আমার ।
পাষাণে বেঁধেছি হৃদি,
নাহি তথা মায়া ও মমতা ।
বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ ।
যাও রণে ক্ষত্রিয় তনয়,
বীর ধর্ম্ম করিতে পালন ।
ধর্ম্মকার্য্যে অন্তরায়
নাহি হবে জননী তোমার ।

বীরদর্পে সিংহনাদে
যাও বৎস পিতৃমুখ করিতে উজ্জ্বল,
বুকখানা ভরুক আমার
সহস্র গৌরবে। পুত্র গর্ব্বে
গরবিনী হোক তব সুভদ্রা জননী।
যাও গুণমণি! মায়ের আশিস্
অক্ষয় কবচ সম তব অঙ্গে দিলাম বাঁধিয়া।
বিকম্পিত করি রণস্থল
কীর্ত্তি তব ধরামাঝে রাখরে অক্ষয়।

[আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রস্থান।

অভিমন্যু। সানন্দে জননী মোরে
দানিল বিদায়,
বাড়িল তাহাতে আজি
শতগুণে বাহুবল মোর।
পরম সৌভাগ্য মম,
পাণ্ডবের সেনাপতি আমি।
ধর্ম্মরাজ নিজ হস্তে
বরিলেন সৈন্যাপত্য পদে।
অর্জ্জুন নন্দন আমি সুভদ্রা কুমার,
শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ভাগিনেয়,
কিবা সাধ্য হবে আচার্য্যের
রোধিবে আমার গতি?
এই ভূজে আছে মোর
দুর্জ্জয় পার্থের ·ল শিক্ষা গোবিন্দের,
দ্রোণাচার্য্যে নাহি করি ডর্।

বালির বন্ধন সম চক্রব্যূহ
করি চুরমার উপাড়িব
একটী ফুৎকারে। একি!

উত্তরার প্রবেশ

উত্তরা। একি নাথ! একি সাজে তব?
বজ্রাঘাত হলো আজি
উত্তরার কুসুমিত বনে।

অভিমন্যু। কেন প্রিয়ে হেন অমঙ্গল বাণী
শুনি তব মুখে?
কিবা দুঃখে, কি বিষাদে
প্রাণ কেন কাঁদে?
কাজল যুগল আঁখি
কেন ছল ছল? না পারি বুঝিতে।

উত্তরা। কেন ছল কর প্রাণনাথ
অবলার সনে?
মিষ্টভাষে কেন তুষ্ট
করহ দাসীরে?
হেরিতেছি যোদ্ধৃবেশ,
মস্তকে উষ্ণীষ,
কক্ষে দোলে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,
বর্ম্মচর্ম্ম আবৃত শরীর,
পৃষ্ঠে রাজে তূণ ধনুর্ব্বাণ।
ও বেশে কি উত্তরার
হয় হে সান্ত্বনা?

অভিমন্যু। আজি সৌভাগ্য তোমার প্রিয়ে!
পতি তব আজি সেনাপতি
কুরুক্ষেত্র রণে।
আশীর্ব্বাদে ভূষিত এ উষ্ণীষ আমার,
গলে দোলে বীরের বাঞ্ছিত হার,
প্রতিদ্বন্দ্বী আমি যে দ্রোণের।
সুদুর্ল্লভ সম্মানের অধিকারী আজ।

উত্তরা। ভুল—মহাভুল তব প্রিয়তম!
দেয় নাই ধর্ম্মরাজ
বিদায় তোমারে যেতে রণাঙ্গনে
বধিতে আমায়,
স্বইচ্ছায় চলেছ সমরে তুমি
প্রেম প্রীতি ভুলিয়া আমার।
ওঃ! কে জানিত এতই নিঠুর তুমি,
তাহলে কি মনপ্রাণ
সঁপিতাম তোমার চরণে?
বলো নাথ! তুমি যদি
চলে যাবে দলি মোর
বসন্তের নিকুঞ্জ কানন,
কোন্ প্রাণে একাকিনী
শ্রীহারা নিকুঞ্জে বসি
মনোসুখে দেখিব স্বপন।
না না, নহ তুমি উত্তরার
জীবন আধার। নিষ্ঠুর নির্ম্মম তুমি
বুঝিলাম এতদিনে আমি।

অভিমন্যু। বরাননে! সত্য আমি নির্ম্মম নিঠুর,
তাই দলিয়া চরণে আজি
বিশ্বভোলা নিকুঞ্জ তোমার
চলিয়াছি সমর প্রাঙ্গণে।
দাও লো বিদায় মোরে
প্রেয়সী আমার, নাহিক সময় আর।
আজি দ্রোণ সেনাপতি
ছারখার করে ওই পাণ্ডব বাহিনী।
মায়ার বন্ধনে বাঁধিয়া আমারে
কর্ত্তব্যে কেন লো প্রিয়ে
হও অন্তরায়? দাও মোরে
হাসিয়া বিদায়।

উত্তরা। ওগো প্রিয় জীবন বল্লভ!
কেমনে তোমারে আজি
দানিব বিদায়। বুক ফেটে যায়
তব মুখে শুনি এই নিদারুণ বাণী।
জানি প্রভু বীরধর্ম্ম ক্ষত্রিয় আচার,
কিন্তু মম যৌবনের নব অভিসারে
তুমি হও শান্তির নির্ঝর।
মিনতি আমার নিষ্ঠুরতা কর পরিহার।

অভিমন্যু। একি প্রিয়ে, যুদ্ধবার্ত্তা
শুনিয়া শ্রবণে কেন তুমি
হতেছ অধীরা?
ক্ষত্রিয় নন্দিনী তুমি, ক্ষত্রিয় বনিতা,
বীর শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পুত্রবধূ,

অভিমন্যু প্রিয়া। নাহি কি অন্তরে তব
ক্ষত্রিয় শোণিত—জানো নাকি
এ সংসারে প্রেম বিনা রমণীর
নাহি কি কর্ত্তব্য অন্য? একবার
হের প্রিয়ে কর্ত্তব্য নয়নে—
রণক্ষেত্রে পিতা মোর নিদারুণ
সংসপ্ত করণে কি ভাবে তথায়
করে রণ রাখিবারে পাণ্ডবের
গৌরব গরিমা। আর সেই
দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ
ধর্ম্মরাজে বন্দি করিবারে করেছে প্রয়াস।
সম্মুখীন পাণ্ডবের ভীষণ বিপদ!
হয়ে আমি পাণ্ডু বংশধর,
পাণ্ডব শোণিত সিক্ত এ দেহ লইয়া
রমণী অঞ্চল ধরি অন্তঃপুরে
ভাসিব বিলাসে?

উত্তরা। জানি নাথ জানি তব বীরত্ব অদ্ভুত!
রথী শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নন্দন তুমি,
বীরত্ব তোমার নহে অবিদিত।
এই ভাবে ওগো প্রিয়
প্রতিদিন যাও রণস্থলে, নিত্য কর রণ,
ক্ষত্রধর্ম্ম করহ পালন,
কিন্তু আমি এইভাবে
কোন দিন করিনি বারণ,
করি নাই কোন অনুরোধ।

কিন্তু আজি কেন মোর অন্তরের অন্তস্তলে
কি এক অশুভ স্বপ্ন উঠিছে জাগিযা,
অস্থির করিছে মোরে।
তাই আজি শতবার করি অনুরোধ,
কাজ নাই আজি প্রভু রণস্থলে গিয়ে।

অভিমন্যু। উত্তরা! কেন তুমি হতেছ চঞ্চল?
রুদ্ধ কর হৃদয়ের বেগ।
আমার কি সাধ প্রিয়ে কাঁদাতে তোমারে?
ছেদিতে তোমার ওই প্রণয় বন্ধন?
কি করিব—কর্ত্তব্য কঠোর,
ক্ষত্রিয়ের বাঞ্ছনীয় যাহা—শিখিয়াছি তাহা,
কর্ত্তব্য পালন শুধু জীবনের সার।
তাই প্রিয়ে চায প্রাণ যাইতে সমরে।
মুছলো আঁখির জল,
করো না চঞ্চল, হাসিমুখে
দাওলো বিদায় যাই রণাঙ্গনে।

উত্তরা। (অভিমন্যুর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া)

গীত

কুসুমিত মম চারু উপবনে
তুমি যে প্রিয় মধুকর।
শিহরণ জাগে পরশে তোমার
আপন হারাই প্রিয়বর ॥
আমায় দলিত করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,
কোথা যাবে তুমি আমারে ছাড়িয়া,
থাকো তুমি মোর রূপেরই বাসরে
আমি সাজায়ে রেখেছি ঘর ॥

রোহিণীর প্রবেশ

রোহিণী। কুমার!

অভিমন্যু। একি! ভিখারিণী, তুমি এখানে?

রোহিণী। দেখিতে এলাম ক্ষত্রিয় নন্দন
রম্যবনে সঙ্গিনীর সহ
কি ভাবে করিছে আজি
প্রেম অভিনয়। বাঃ বাঃ চমৎকার!
চমৎকার ক্ষত্রিয় আচার!
ওই বাজে রণবাদ্য গভীর নিক্কণে,
মদমত্ত করীসম ছুটিতেছে
সৈনিক নিকর, কোদণ্ড টঙ্কারে
ত্রিভূবন হতেছে কম্পিত,
জলদ গর্জ্জনসম ভীম শঙ্খনাদ,
আর তুমি ক্ষত্রিয় নন্দন হযে
এহেন সময়ে প্রিয়াসনে উপবনে
করিছ বিহার? কুমার! ইহাই কি
ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালন?

অভিমন্যু। ভিখারিণী! ভিখারিণী!
আর না কহিও মোরে
বিদ্রূপের বাণী। উত্তরা! উত্তরা!
না হও কাতর, চলিলাম রণস্থলে
রাখিবারে ক্ষত্রিয় গৌরব। [প্রস্থানোদ্যত।

উত্তরা (বাধা দিয়া) না না, কোথা যাও প্রাণেশ্বর
কাঁদাযে আমারে? এতই নিঠুর তুমি,
কোমলতা নাহিক অন্তরে?

ওলো ভিখারিণী ! কেন এলি তুই
শত্রুতা সাধনে ? কেন তুই ভেঙ্গে দিলি
সুখের স্বপন, কেন তুই কেড়ে নিস্
বাঞ্ছিত রতনে মোর দানবী আচারে ?
নাহি জানি কেবা তুই,
কি কারণ এলি এই পাণ্ডব শিবিরে।
যেন মোর প্রতি ঈর্ষা তোর
হেরি অবিরত। বল্ ভিখারিণী,
কেন তুই এতই নিদয়া ?

রোহিণী। কি দিব উত্তর উত্তরা !
আমারও ভেঙ্গে গেছে
সুখেব স্বপন, তাই আজি ভিখারিণী,
কেঁদে কেঁদে ঘুরি মর্ত্ত্যলোকে।

উত্তরা। বল্ বল্ ভিখারিণী কেন তুই
হইলি নীরব ?

রোহিণী। ওলো ভগ্নি কেন মিছে
দূষিছ আমায় ?
অন্যায় কেমনে হেরি চক্ষের ওপর ?
কই, এতদিন ঐ হেন কর্কশ বাণী
কহি নাই স্বামীরে তোমার।
কিন্তু আজি নহেক সময়
প্রেম অভিনয়ে। স্বামী তব
ভুবন বিখ্যাত বীর অর্জ্জুন নন্দন,
কেন তার কর্ত্তব্যের মহিমামণ্ডিত পথে
হও অন্তরায় ? ক্ষত্ররাজ পুত্রবধূ তুমি,

বীরকার্য্য সম্পাদনে
কেন দাও বাধা? ক্ষত্রিয় বনিতা তুমি,
স্বামী গর্ব্বে গরবিনী হওলো সুন্দরী।
যাও বীর! বিপুল পাণ্ডব সৈন্য
চেয়ে আছে আশাপথ তব।
ধর্ম্মরাজ বৃকোদর হতেছে চঞ্চল।
তুমি আজ পাণ্ডবের সেনাপতি,
আমি তব হইব সারথী।

অভিমন্যু। উত্তরা! বিদায়।

উত্তরা। ধর তবে প্রণাম দাসীর!

রোহিণী। ওই হের আসিতেছে শূন্য হতে
দেববালাগণ জয়মাল্য দানিতে তোমারে।

পুষ্পমাল্য হস্তে গীতকণ্ঠে চন্দ্রকলাগণের প্রবেশ

গীত

ধর এই ফুলহার বিদায় বেলার।
তোমারে দানিতে আজি নাহি কিছু আর।
তোমার তরেতে হায় কত দিন কেঁদে যায়,
চেয়ে আছি আশাপথ আমরা তোমার।
তাই আজি এসেছি তোমারে নিয়ে যেতে
জ্যোছনা হসিত সেই প্রেমের আগার॥

[ফুলমালা অভিমন্যুকে পরাইয়া দিয়া প্রস্থান।

[অভিমন্যুকে লইয়া রোহিণীর প্রস্থান।

উত্তরা। স্বামী! স্বামী! হৃদয় দেবতা!

(মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল)

ঐক্যতান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৌরব শিবির

দ্রুতপদে শকুনির প্রবেশ

শকুনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বিরাট ধ্বংস যজ্ঞ জ্বলে উঠেছে—বিরাট ধ্বংস যজ্ঞ জ্বলে উঠেছে। ওই—ওই তার গগনস্পর্শী লেলিহান শিখা। ওই কৌরবের অন্তঃপুরে কান্নার রোল—কুরুকুল ধ্বংস হবে—ধ্বংস হবে। পিতা! পিতা! ওরে—ওরে পাশা—বল্ বল্—শকুনি প্রাণপাত পরিশ্রমে যে যজ্ঞের উদ্বোধন করেছে সে যজ্ঞ কি আমার পূর্ণ হবে? নিয়তি! নিয়তি! তুই কি আমার কামনা পূর্ণ করবি না?

গীতকণ্ঠে নিয়তির প্রবেশ

গীত

আমি গাহিব তোমার জয়ের গান।
অট্টহাস্যে এ মহা আহবে ওড়াবো তোমার
জয়ের নিশান॥
তোমারি যজ্ঞে আহুতি দানিব,
কুসুম কানন দলিত করিব,
নাহি ভয় তব নাহি ভয়
করিব তোমারে সুফল দান॥

(অন্তর্দ্ধান)

শকুনি। নিয়তি! নিয়তি! আয় তবে
ধেয়ে আয় প্রলয় প্লাবনে,
ভাসাইয়া নিয়ে যা মা
কুরুকুলে অজ্ঞাত প্রদেশে।
দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন!
অহঙ্কারী দুর্ম্মদ পিশাচ!
এখনো শকুনি ভোলে নাই
সেদিনের স্মৃতি! যেই দিন
কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল,
সেইদিন এ জ্বালার হবে উপশম।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ

ধৃতরাষ্ট্র। কে কাঁদে—কে কাঁদে
প্রাসাদ শিখরে মোর
গভীর নিশায়! কেবা যেন
কহে মোরে অন্তরে পশিয়া—
সব যাবে—সব যাবে—
ইন্দ্রের নন্দন হবে মরুভূমি।
দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন!
হেথায় কি আছে দুর্য্যোধন?

শকুনি। কি চাও মহারাজ?

ধৃতরাষ্ট্র। কে শকুনি? তুমি এখানে?

শকুনি। হ্যাঁ রাজা?

ধৃতরাষ্ট্র। আমার দুর্য্যোধন কোথায়?

শকুনি। রণস্থলে।

ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডবদের সেনাপতি আজ কে হয়েছে শকুনি।

শকুনি। অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যু।

ধৃতরাষ্ট্র। সেই ষোড়শ বর্ষীয় শিশু? হায়! জানি না পাণ্ডবেরা কি জন্য সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সেনাপতি পদে বরণ করেছে।

শকুনি। দুর্জ্জয় সংসপ্তক রণে অর্জ্জুন ব্রতী হয়েছে। এদিকে আমাদের সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য মশায় যে অদ্ভুত ব্যূহ রচনা করেছেন সে ব্যূহ ভেদ করে আমাদের পরাজিত করা কারো সাধ্য নেই। সে ব্যূহ প্রবেশের সঙ্কেত জানে অর্জ্জুন আর জানে অভিমন্যু, তাই অর্জ্জুনের অনুপস্থিতিতে পাণ্ডবেরা অভিমন্যুকেই সেনাপতি পদে বরণ করেছে।

ধৃতরাষ্ট্র। উঃ! শকুনি কেন তুমি এই কালানল জ্বাললে? আমার সাজানো বাগান তুমি ছারখার করে দেবে ভাই! এ বৃদ্ধ বয়সে আমায় নিদারুণ বজ্রাঘাত সহ্য করতে হবে। আমি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি কুরুকুল ধ্বংস হবে। যথা ধর্ম্ম তথা জয়। আমি তোমার হাতে ধরে অনুরোধ করছি ভাই! তুমি এ আগুন নিভিয়ে দাও।

শকুনি। তুমি কি বলতে চাও রাজা, এ আগুন আমিই জেলেছি? তুমি কি বলছো রাজা?

ধৃতরাষ্ট্র। আমি সত্য কথাই বল্‌ছি সৌবল, তোমারি চক্রান্তে এই মহাসমরের সূচনা। জানিনা তোমার অন্তরের উদ্দেশ্য কি?

শকুনি। আমার অন্তরের উদ্দেশ্য —না না থাক্। শোন রাজা! তোমারি জন্য এ মহাযুদ্ধের সূচনা!

ধৃতরাষ্ট্র। আমারি জন্য?

শকুনি। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমারি জন্য। তোমারি অপত্যস্নেহ আজ ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তুমি যদি শৈশবে তোমার পুত্রদের উপর শাসনের বেত্রদণ্ড তুলে ধরতে তাহলে আজ তোমায় এমন ভাবে কাঁদতে হতো না। কিন্তু তা করোনি, পুত্রদের ন্যায় অন্যায় সবই অম্লান বদনে সহ্য করে গেছ, তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছ, এখন আর কাঁদলে কি হবে।

ধৃতরাষ্ট্র। তুমি দুর্য্যোধনকে নিষেধ কর ভাই! আমি বড় ভুল করে ফেলেছি, এ জীবনে আর সে ভুলের সংশোধন হবে না। উঃ দুর্য্যোধন! তুমি করলে কি? শকুনি! শকুনি! তুমি আমার হস্তিনা রক্ষা কর ভাই!

শকুনি। আমি রক্ষা করবো? না না, শকুনি তা পারবে না। তুমি ঠিক ধরেছ রাজা, আমিই এই কালানল জ্বেলে দিয়েছি। মনে পড়ে বৃদ্ধ রাজা—আমার উনশত ভ্রাতা ও বৃদ্ধ পিতাকে—ওঃ কি নির্ম্মম ভাবে দুর্য্যোধন হত্যা করেছে। আজও তাদের মর্ম্মভেদি ক্রন্দন আমি নিশীথ রাত্রে শুনতে পাই—আজও তাদের কঙ্কালসার প্রেতাত্মাগুলো আমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা আমায় বল্‌ছে প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ নাও—আমাদের মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।

ধৃতরাষ্ট্র। শকুনি! শকুনি!

শকুনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি শকুনি নই বৃদ্ধ রাজা—আমি শকুনি নই—তোমার আত্মীয় নই—তোমার বান্ধব নই। আমি প্রলয়—আমি জলোচ্ছ্বাস—আমি বিকরাল মৃত্যু! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে ওরে—কে আছিস্—কে আছিস—বধ কর্—বধ কর্ ওই বিভীষণটাকে। ও আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছে। ওঃ ভগবান! তোমার মনে কি এই ছিল। ওই—ওই—কে কাঁদছে না? কে—কে কাঁদে?

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। দাদু! দাদু!

ধৃতরাষ্ট্র। কে লক্ষ্মণ? আয়—আয় ভাই আমার বুকে। তুই কাছ ছাড়া হলে আমার যে পৃথিবীটা শূন্য বলে মনে হয়। ওরে ভাই জানি না তোর মুখখানি কত সুন্দর! স্পর্শেই যেন স্বর্গের সুখ উপভোগ করি, দর্শনে না জানি কত সুখ হতো।

লক্ষ্মণ। দাদু, আমি যে অভিদার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি।

ধৃতরাষ্ট্র। সে কি রে ভাই ?

লক্ষ্মণ। পাণ্ডবেরা অভিদাকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছে, সেইজন্য বাবাও আমায় যুদ্ধে যাবার জন্য আদেশ দিয়েছে দাদু! তাই আমি যুদ্ধে যাবো বলে বেরিয়েছি। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর দাদু, যেন আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি।

ধৃতরাষ্ট্র। না না, তোকে যুদ্ধে যেতে দেবো না। ওরে কেন তুই আমাকে কাঁদাতে চাস লক্ষ্মণ! ওরে ভানুমতীর জীবন সর্ব্বস্ব ধন! তোকে আমি সে কাল সমরে যেতে দেবো না।

লক্ষ্মণ। সে কি দাদু! আমারি সমবয়সি অভিদা যুদ্ধ করতে এসেছে—পাণ্ডবেরা তাকে যুদ্ধে পাঠালে কেন? আর তুমি আমায় যুদ্ধে যেতে দেবে না? না দাদু, আমি যুদ্ধ করতে যাবোই। তুমি আমায় বাধা দিও না। আমি যে বীরের তনয়—ক্ষত্রিয় বংশধর! আজ আমি তোমারি মুখ উজ্জ্বল করতে যুদ্ধে যাচ্ছি দাদু!

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন! ওরে নিষ্ঠুর, তোর মনে কি এই ছিল? ওঃ! কেশব!

লক্ষ্মণ। কাঁদছো কেন দাদু! আজ যদি আমার জন্য কুরুকুল উজ্জ্বল হয়, আমার পিতার গৌরব যদি ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে, আমি তা কেন করবো না দাদু! ক্ষত্রিয় সন্তান যদি যুদ্ধ স্থলে জীবন ত্যাগ করে, সে তো মহাগৌরবের দাদু! তুমি দুঃখ করোনা—কেঁদোনা—আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও। ওই রণ দামামা বেজে উঠ্‌লো! আমি চল্লাম দাদু—বিদায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করতঃ প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! ওরে যাস্‌নে ভাই—যাস্‌নে! চলে গেল—চলে গেল—কোন কথা শুন্‌লে না। দুর্য্যোধন! জানি না তুই কি সর্ব্বনাশ করতে আজ কুমার লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পাঠালি? তাইতো আমি যেন এ রাজ্যের কেউ

নই! আমার কথা কেউ শুনতে চায় না। বাঃ চমৎকার! সুন্দর! না না, আমি যে সেই হস্তিনাপতিধৃতরাষ্ট্র! আমি জন্মান্ধ বলে আমার কি বাহুবল নেই? আছে—আছে—কে আছিস্ আমায় একখানা অস্ত্র এনে দে, আমি সেই কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনকে আগে হত্যা করি, সে আমার সর্ব্বনাশ করবে—সর্ব্বনাশ করবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্যূহদ্বার

রোহিণী ও অভিমন্যুর প্রবেশ

অভিমন্যু। অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব তব রথ সঞ্চালন,
নিমিষে সমর ভূমি করিনু দর্শন।
এবে তুমি আনিলে কোথায় নারী?

রোহিণী। চক্রব্যূহ দ্বারে। হের ওই
চক্রব্যূহ অত্যাশ্চর্য্য দ্রোণের রচিত,
ওই হের কুরুগণ অবিরাম
শর বৃষ্টি করিছে বর্ষণ,
কিন্তু অক্ষম পাণ্ডব সৈন্য
দুর্ভেদ্য পর্ব্বত অতিক্রমে।
নারী পারে কোন মতে
ব্যূহ মধ্যে করিতে প্রবেশ।

অভিমন্যু। ওই চক্রব্যূহ! এইবার
বীর দর্পে পশিব ব্যূহেতে,
অনিবার্য্য বেগ মম
কুরুসৈন্যগণ না পারিবে
বাধা দিতে মোরে।

রোহিণী। হে বীর কুমার! পারিবে কি
চক্রব্যূহে করিতে প্রবেশ?
সত্যই কি কুরুগণে পারিবে ধ্বংসিতে?

অভিমন্যু। কেন পারিব না নারী?
ভুবন বিখ্যাত বীর অর্জ্জুন নন্দন আমি,
শৈশব ক্রীড়ায় এতদিন
কাটায়েছি কাল, আজি যুদ্ধ ক্রীড়া
দেখিবে আমার। অসি মুখে
অরাতি শোণিতে কালের পাষাণ বক্ষে
রাখিব লিখিয়া—পিতা মম
বীরেন্দ্র অর্জ্জুন—মাতুল গোবিন্দ!
বজ্র যথা চূর্ণ করে পর্ব্বত নিকরে,
সেইরূপ অস্ত্রাঘাতে বিচূর্ণিব ব্যূহের প্রাচীর।

রোহিণী। তব বীরদর্পে ব্যূহ মধ্যে
করহ প্রবেশ, পিতৃকুল
করহ উজ্জ্বল। [প্রস্থান।

অভিমন্যু। আচার্য্যের চক্রব্যূহ শতচূর্ণ
হবে আজি অভিমন্যুর অস্ত্রেতে।
জয় জনার্দ্দনের জয়—জয় পাণ্ডব সখার জয়।

[প্রস্থান।

দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথের প্রবেশ

দুর্য্যোধন। প্রবল ঘূর্ণির মত হে আচার্য্য,
ওই বুঝি অভিমন্যু পশিল ব্যূহেতে।
হায়! হায়! কি হবে এখন,
নাহি জানি কি আছে অদৃষ্টে।

দ্রোণাচার্য্য। স্থির হও দুর্য্যোধন! শোন সিন্ধুরাজ!
শঙ্করের বর—তব সহ রণে
ভীমের যে পরাজয়।
অভিমন্যু সহ বৃকোদর পশিবে ব্যূহেতে।
ব্যূহদ্বার রক্ষা কর তুমি।
হবে আজি ভীষণ সমর।
বালক বলিয়া অর্জ্জুন নন্দনে
নাহি কর হেলা। ব্যূহদ্বার
রক্ষার ভার আজিকে তোমার।
চলো দুর্য্যোধন ব্যূহকেন্দ্রে মোরা।

[উভয়ের প্রস্থান।

জয়দ্রথ। অসহ্য বৃদ্ধের বাক্য!
অনুক্ষণ চাহে মোরে রণ শিক্ষা দিতে।
অকর্ম্মণ্য শক্তিহীন ভীরু
দুর্য্যোধন গুরু বলি সহি অপমান।
নতুবা কি—ক্ষত্রিয় সন্তান আমি
জীবিত কি রাখিতাম স্থবির ব্রাহ্মণে?
হে শঙ্কর! আজি তব আশীর্ব্বাদ
হয় যেন গৌরব মণ্ডিত।
হিংসানলে জ্বলিছে অন্তর,

পাণ্ডব শোণিতে আজি
করিব শীতল। পাণ্ডব নিধন বিনা
অন্য সুখ-শান্তি
নাহিক কামনা।
আরে আরে ঘৃণ্য মূর্ত্তিধারী ভীম,
আজি তোরে পাঠাইব শমন সদনে।
হরের প্রসাদে প্রতিশোধ
করিব গ্রহণ। ওই! ওই আসে অভিমন্যু।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভিমন্যু। সিন্ধুরাজ! গুরুজন তুমি মম,
আত্মীয় এ পাণ্ডবের,
প্রণাম চরণে তব।

জয়দ্রথ। আরে আরে হীনমতি
দুরন্ত বালক!
পরিহাস জয়দ্রথ সনে?

অভিমন্যু। সিন্ধুরাজ! পরিহাস
তব সনে সম্ভব কি মোর?
ক্ষত্রিয় সন্তান আমি,
দেব দ্বিজ গুরুজন প্রতি
ভক্তি প্রদর্শন অথবা সম্মান করা
কর্ত্তব্য আমার। কহ
ব্যূহদ্বারে কিবা হেতু আজি?

জয়দ্রথ। ব্যূহদ্বার রক্ষার ভার
আমার উপর, ব্যূহমধ্যে
নারিবে পশিতে।

ভাবিয়াছ মিষ্টভাষে তুষ্ট করি মোরে
ব্যূহ মধ্যে করিবে প্রবেশ ?
হইবে না তাহা, পাণ্ডব শমন
সাক্ষাৎ এ জয়দ্রথ। ওরে শিশু
ফিরে যারে মাতৃঅঙ্কে,
কর্ গিয়ে স্তন্য দুগ্ধ পান।
কেন তুই ক্ষুদ্র হয়ে
এসেছিস্ এ কাল সমরে।
তর্জ্জনী আঘাতে তব নিশ্চয় মরণ।

অভিমন্যু। রসনা সংযত কর অধর্ম্ম আচারী,
রমণী মর্য্যাদানাশী ঘোর অত্যাচারী,
এখনি উপাড়ি লবো ও পাপ রসনা তোর।
নাহি জানো ভদ্র আচরণ,
ভদ্রতার বাণী ? কলঙ্কিত
হবে মোর অসি পাপ দেহ
স্পর্শিলে তোমার।

জয়দ্রথ। উদ্ধত বালক! বুঝিলাম
কালে তোরে ধরেছে নিশ্চয়।
নহে কি পতঙ্গ চায় অনল নির্ব্বাণে ?
শোন হিতবাণী—
থাকে যদি প্রাণের মমতা
ফিরে যারে তুই,
প্রাণ ভিক্ষা দানিলাম তোরে।

অভিমন্যু। বটে ? এতই করুণা তব
অভিমন্যু প্রতি ?

কিবা ফল দম্ভের ব নে,
বাধা দাও কার্য্যেতে আমার।
(জয়দ্রথসহ যুদ্ধ ও জযদ্রথকে পরাজিত করন, জযদ্রথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল)
নমস্কার সিন্ধুরাজ! এইবার খোঁজ তুমি
নিরাপদ স্থান।

[প্রস্থান।

জযদ্রথ। ওঃ! একি মোর হীন পরাজয়!
শিশু হস্তে এত অপমান!
হে শঙ্কর! বরদানে করিলে ছলনা?
মোরে পরাজিযে অভিমন্যু
ব্যূহ মধ্যে করিল প্রবেশ।
ওকি! ওই আসে বীর বৃকোদব —

ভীমের প্রবেশ

ভীম। কে বে তুই ব্যূহদ্বারে
মৃত্যু অভিলাষী?
জয়দ্রথ। আমি তব মূর্ত্তিমান কাল।
ভীম। কাল? হাঃ-হাঃ হাঃ! কাল তুই।
কালে নাহি ডরে কভু
বীর বৃকোদর। আরে আরে
নির্লর্জ্জ কুকুর! কোন্ মুখে
কহ তুমি দম্ভের বচন?
একদিন এ ভীমের ভীম গদাঘাতে
প্রাণ লয়ে পলায়ন করেছিলি তুই,
নাহি কি স্মরণ তাহা?
পুনঃ আজি আস্ফালন করিস্ দুর্ম্মতি?

ভেবে দেখ কি দুর্গতি
হবে তোর আজি। মৃত্যু সাধ
হীন প্রাণে এতই প্রবল ?
দূর হও ঘৃণিত কুকুর,
তব সাথে কি করিব রণ ?

জয়দ্রথ। কি ? আরে আরে দর্পিত বৃকোদর,
ভুলি নাই সেই অপমান,
এখনো জাগ্রত আছে শিরায় শিরায়।
আজি তোরে বিনাশিয়ে
প্রতিশোধ লইব তাহার।
যেই করে একদিন ধরেছিলি
কেশমুষ্টি মোর, সেই কর
কাটি তোর ফেলে দেবো দূরে।

ভীম। আয় তবে হীনমতি
ক্ষত্রিয় অধম, পাঠাইয়া
দিই তোরে শমন সদনে।
শীঘ্র ছাড় দ্বার, অভিমন্যু
ব্যূহ মধ্যে করেছে প্রবেশ,
আমি যাবো তার পাশে,
আনন্দে মথিব আজি
কুরুসৈন্য সিন্ধু। ছাড়ো দ্বার।

জয়দ্রথ। ছাড়িব না কভু দ্বার জানিও দুর্ম্মতি !
বিফল প্রয়াস তোর হবেরে আজিকে।

ভীম। এত শক্তি ধর সিন্ধুরাজ !
দুঃশলা ভগ্নীরে মোর সাজাবে বিধবা ?

প্রাণ লয়ে শীঘ্র তুমি কর পলায়ন,
নতুবা এই ভীম গদাঘাতে
বিচূর্ণিব সর্ব্ব অঙ্গ তব।

(জয়দ্রথ সহ যুদ্ধ)

একি! একি! এ যে স্বপ্ন!
আজি এত শক্তি জয়দ্রথ করে।

জয়দ্রথ। আরে আরে মূর্খ ভীম!
ভাবো তুমি অজেয় জগতে?
এই বলে জিনিবে সমর?
স্নেহভরে ছাড়িয়াছি ক্ষুদ্র সে বালকে,
কিন্তু সে কি এতক্ষণ আছেরে জীবিত?
কই, কোথা সেই গর্ব্বী ধনঞ্জয়,
ডাক্ ডাক্ তারে আজি,
আর ডাক্ সেই গোপের নন্দনে,
দেখি কোন্ মায়াবলে
জয়দ্রথে করে পরাজয়।

(পুনরায় যুদ্ধ)

ভীম। এইবার নাহি রক্ষা তোর।

রোহিণীর প্রবেশ

রোহিণী। বৃথা চেষ্টা কর তুমি
মধ্যম পাণ্ডব, শিব বরে
বলীয়ান জয়দ্রথ আজি,
পরাজয় করিতে নারিবে।
নাহি ভয়, বীরেন্দ্র কুমার
একাকী জিনিবে রণ আজিকার রণে।

যাও শীঘ্র—ধর্ম্মরাজ
হয়েছে বিপন্ন, শীঘ্র গিয়ে
রক্ষা কর তাঁরে। [প্রস্থান।

ভীম। ধর্ম্মরাজ হয়েছে বিপন্ন ?
কে তুমি বালিকা দিলে সমাচার ?
থাক্ থাক্ তুই ক্ষত্রিয় অধম
পুনঃ আমি আসিব হেথায়। [প্রস্থান।

জয়দ্রথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রণাম চরণে শম্ভু!
ক্ষমা কর মোরে, বর তব হয়েছে সার্থক,
মাত্র তোমারি প্রসাদে জয়দ্রথ
আজি রণে হইল বিজয়ী। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কন্দর্পের বাটী

বিভাণ্ডক

বিভাণ্ডক। দাড়ীর জোরে দিনগুলো বেশ চল্‌ছে বাবা। এরা আমায় মোটেই চিনতে পারেনি। দুটী বেলা খাওয়া দাওয়া বেশ চল্‌ছে, আবার কন্দর্পের ছেলেটীর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়েছে। ছোকরা আমায় ভারী পছন্দ করেছে, ভক্তিও যথেষ্ট করে, মোটেই আমার কাছ ছাড়া হয় না। ওদিকে কন্দর্পের স্ত্রী আগেকার মত আর কন্দর্পকে গালাগালি বড় দেয় না, সেই জন্মে কন্দর্পেরও আমার উপর ভারি ভক্তি হয়েছে। ওহো দাড়ীরে তোর মহিমা অপার! ওই না ছোকরা আসছে।

একটা পুঁটলী বগলে ধুরন্ধরের প্রবেশ

ধুরন্ধর। ঋষিঠাকুর! আজ আপনাকে একটা নতুন জিনিষ খাওয়াবো, রোজ রোজ গাঁজা আর ভাল লাগে না।

বিভাণ্ডক। তা বই কি! ওহো! ছোকরা, তোমার কি গুরুভক্তি! মার্কণ্ড হও বৎস—মার্কণ্ড হও।

ধুরন্ধর। দেখুন, আপনার সঙ্গে যখন আমার এত ভাব সাব হয়েছে, তখন আমার কথা একটা রাখতেই হবে আপনাকে।

বিভাণ্ডক। বৎসরে প্রহ্লাদ, তোর প্রতি আমি ভয়ানক খুসী হয়েছি। আয়, আবার ভাল করে তোর সর্ব্বাঙ্গে ভৃগুপদ অঙ্কিত করে দিই।

ধুরন্ধর। দেখুন প্রভু! ও রকম ঠ্যাং তুলে অসভ্যপনা আশীর্ব্বাদ আমাকে করতে হবে না। জানেন না আমি রাগলে ভয়ানক হই। কোন দিন রাগের বশে আপনার ঠ্যাং মুচড়ে দেবো।

বিভাণ্ডক। ওহো-হো কি প্রগাঢ় ভক্তি! বেশ! বেশ! হস্তদ্বারাই তোকে ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করবো। যাক্, শিবশম্ভুর আয়োজন করেছ তো?

ধুরন্ধর। আজ্ঞে, তা করেছি বই কি! তবে আজ আর স্থলপথে যাবো না, জলপথে যেতে হবে ঠাকুর! হুঁ হুঁ! এই দেখুন— (পুঁটলী হইতে মদের বোতল ও গ্লাস বাহির করিল) চলবে তো?

বিভাণ্ডক। সর্ব্বনাশ! মদ এনেছ ভক্ত?

ধুরন্ধর। আপনাকে খাওয়াবো বলে এনেছি। মাইরি ঋষিঠাকুর, আজ আপনাকে একটু মদ খেতে হবে।

বিভাণ্ডক। মদ তো আমি কখনো খাইনি রে বৎস! শুনেছি মদ খেলে মাতাল হয়ে যায়। তবে শিবশম্ভু আমি যথেষ্ট ভক্ষণ করতে পারি।

ধুরন্ধর। তা হোক্, একগ্লাস খান না, তাতে আর দোষ কি? কিচ্ছু হবে না। দেখুন, না খেলে আপনার সঙ্গে আমার আর ভাব থাকবে না, আমি আর আপনার কাছে থাকবো না।

বিভাণ্ডক। বৎসরে! আমি তোর জন্ম সব করতে পারি। ওহো! তোর কি ভয়ঙ্কর ভক্তি! আমি তোর প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হয়েছি। তবে একটু-খানি দে গুরুপ্রসাদি করে দিই।

ধুরন্ধর। তাহলে ধরুন। দেখুন ঋষিঠাকুর! আপনার দাড়ীর ভেতর তো বেশ রস আছে?

বিভাণ্ডক। বৎসরে! তুই ঠিক ধরেছিস্।- এ দাড়ীর অসম্ভব গুণ, পরে এর মহিমা বুঝ্‌বি। (মদ্যপান)

ধুরন্ধর। ধরুন।

বিভাণ্ডক। বেশী দিস্ না বুক জ্বলে যাচ্ছে।

ধুরন্ধর। আর একগ্লাস খান না, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বিভাণ্ডক। ওহো! ভক্ত প্রহ্লাদের অনুরোধ! (মদ্যপান) ভক্তরে! ধন্ম তুই। তবে আর একটু দে। (মদ্যপান)

ধুরন্ধর। কেমন ঋষিঠাকুর?

বিভাণ্ডক। মাইরি ভাই ভারী, চমৎকার!

ধুরন্ধর। তবে আর একগ্লাস খান।

বিভাণ্ডক। দাও দাদা, যত পারো দাও। (মদ্যপান) ওহো-হো-হো! ওরে ওরে সখি কি দিলি আমারে। (ধুরন্ধরের হস্ত ধারণ)

ধুরন্ধর। আহা-হা-হা করেন কি ঋষিঠাকুর! এখুনি বাবা এসে পড়বে।

বিভাণ্ডক। আসুক—আসুক বাবা—নাহি ক্ষতি তায়,
ভৃগুপদ চিহ্ন তার সর্ব্বাঙ্গে আঁকিয়া দিব।
বৎসরে—ভাইরে—দাদারে!
একি চিজ্ খাওয়ালি আমারে।
আমার যে বাহুতুলে
নৃত্য করিবার হইতেছে ইচ্ছা।
(বাহু তুলিয়া নৃত্য)

ধুরন্ধর। বাহবা! বাহবা ঋষিঠাকুর! (দাড়ী ধরিল)
নাচরে গোপাল আমার
ধিনাক্—ধিনাক্—ধিন!

বিভাণ্ডক। ভয়ঙ্কর ভাবে আজ আনন্দে নাচিব।
বহু নৃত্য জানি আমি ভাই! (নৃত্য)

ধুরন্ধর। দাঁড়ান—দাঁড়ান ঋষিঠাকুর! আমার বাবাকে একবার ডেকে এনে দেখাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

বিভাণ্ডক। আন্ আন্—ডেকে আন
তোর বাবাকে—তোর মাকে।
অবাক হইয়া দেখুক তাহারা
অপূর্ব্ব নৃত্য আমার। (নৃত্য)

চপলার প্রবেশ

চপলা। আজ মিন্সেকে ভিটেছাড়া করে তবে কাজ। কোথা থেকে একটা রাম ছাগলকে ধরে এনেছে, বলে কিনা গর্গ ঋষি! আমিও প্রথম প্রথম তাই বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু তাতো নয়, মিন্সে একবারে ভণ্ড! আমার ধুরোর সঙ্গে গাঁজা খায়, সেদিন স্বচক্ষে দেখেছি। মিন্সে আজ বাড়ী এলে তাকেও তাড়াবো আর ওই আঁটকুড়ির ব্যাটা ঋষিঠাকুরকেও তাড়াবো। ওমা ওকি গো! ঋষিঠাকুর যে নাচছে।

বিভাণ্ডক। কে—কে তুমি লো ললনে!
কিবা নাম তব, কাহার নন্দিনী?
অয়ি বিনোদিনী কাছে এস মোর। (ধরিতে উদ্যত)

চপলা। য়্যাঁ! মদের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, মিন্সে মদ খেয়েছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আবার আমায় ধরতে আস্‌ছে। দাঁড়াও, ঝাঁটা আনি।

[প্রস্থান।

বিভাণ্ডক। কোথা গেলে—কোথা গেলে
সুবদনী বাবা ? কেন, দাড়ী আছে বলে
হলো না পচ্ছন্দ মোরে ?

কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। প্রভু! অধমকে আর কতদিন বঞ্চনা করবেন, আমাকে এইবার ভগবান দেখান।

বিভাণ্ডক। কে—কে তুমি লো বামা
সুলোচনা সুন্দরী কামিনী!
এসেছ কি প্রেমদান করিবারে মোরে ?

কন্দর্প। য়্যাঁ একি! মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। গুরুদেব! আপনি কি মদ খেয়েছেন ?

বিভাণ্ডক। ভক্ত মোরে ভক্তিভরে
করিল প্রদান, তাই আমি
করিয়াছি পান।

কন্দর্প। সেকি প্রভু! আপনি মদ খেয়েছেন ?

বিভাণ্ডক। সখিরে! কেন তুই প্রভু প্রভু
বলিস্ আমারে ?

কন্দর্প। একদম মাতাল হয়ে গেছে দেখছি। সর্ব্বনাশ, ঋষি মানুষ মদ খায় কি! প্রভু! আপনি কি আমার সঙ্গে ছলনা করছেন ?

বিভাণ্ডক। ছলনা ? না না প্রিয়ে নহেক ছলনা!
আজ মোর বড়ই আনন্দ
তোর সনে মনোসুখে করিব রে কেলি।

কন্দর্প। য়্যাঁ! সর্ব্বনাশ!

ঝাঁটা হস্তে চপলার প্রবেশ

চপলা। হ্যাঁরে সর্ব্বনেশে মিন্সে, তুই কাকে ঋষিঠাকুর বলে বাড়ীতে এনেছিস্? আজ তোকেও তাড়াবো—তোর ঋষিঠাকুরকেও তাড়াবো। আঁটকুড়ির ব্যাটা ঋষিঠাকুর আমায় বলে কিনা যা তা। বল্—বল্ দেখি আভাগীর ব্যাটা। (বিভাণ্ডককে ঝাঁটা প্রহার)

কন্দর্প। আহা-হা-হা! করছো কি—করছো কি গিন্নী?

চপলা। পোড়ারমুখো মিন্সে! তুই-ই যত নষ্টের গোড়া। (ঝাঁটা প্রহার)।

কন্দর্প। আঃ! আঃ! কর কি! কর কি!

[পলায়ন।

চপলা। বেরো— বেরো বল্‌ছি মিন্সে! (বিভাণ্ডককে প্রহার)

ধুরন্ধর প্রবেশ করিল

ধুরন্ধর। দাঁড়া মা, আমি দাড়ীটা ধরি। (বিভাণ্ডকের দাড়ী ধরিল) চলে এস—চলে এস রামছাগল!

বিভাণ্ডক। ব্যা! ব্যা!

[চপলা প্রহার করিতে লাগিল ও ধুরন্ধর দাড়ী ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

শূন্য পথ

চন্দ্রকলাগণ গাহিতেছিল

গীত

এস চাঁদ এস চাঁদ তোমার বিহনে মোরা
যাই যে মরে।
তোমারি বিরহ জ্বালা পারি না সহিতে আর
কতদিন রবে তুমি দূরে দূরে॥
সাজায়ে রেখেছি প্রেমেরি ডালা,
গাঁথিয়া রেখেছি কুসুম মালা,
তুমি ধরহে পরহে ঘুচুক জ্বালা
মোরা চেয়ে আছি পথ পানে তোমারি তরে॥
বসন্ত চলে যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কুঞ্জে গাহে না আর পাপিয়া,
হয়েছে আঁধার, বিহনে তোমার
এস তুমি এস প্রিয় আপন ঘরে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ব্যূহ মধ্য

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। অদ্ভুত বীরত্ব অর্জ্জুন পুত্রের,
বীর দর্পে পশি ব্যূহে
সিংহ সম করিতেছে রণ।

চমৎকার। চমৎকার!
হেরি ওই নবীন শিশুরে
প্রাণে জাগে নিদারুণ ব্যথা,
কেমনে উহার সনে করিব সমর।
ওযে মোর স্নেহের সম্পদ প্রাণাধিক
বৃষকেতু সম, মমতায়
ভরে যায় হৃদি, কিন্তু হায়
নাহিক উপায়। কি করি এখন—
এক দিকে স্বর্গাদপী গরিয়সী মাতা,
অন্যদিকে অন্নদাতা রাজা দুর্য্যোধন!
কর্ত্তব্য নির্ণয় করা বড়ই জটিল।
আজি কেন কর্ণের এ বীর চিতে
দুর্ব্বলতা করিছে আশ্রয়।
না না, দুর্ব্বলতা যাও দূরে মোর,
পাণ্ডবের সনে নাহিক সম্বন্ধ;
জননীগো ক্ষমা কর অবোধ সন্তানে,
নাহি দোষ মোর, তোমারি আচারে
কর্ণ আজি সেজেছে পিশাচ।
কেবা সেই অভিমন্যু মোর।
অর্জ্জুন নন্দন মহাশত্রু মম,
তাহার বিনাশ অবশ্য কর্ত্তব্য।
মৃগ শিশু শার্দ্দূলের ভক্ষ্য চিরদিন,
তবে কেন কর্ত্তব্যের পথে আজি
সন্দেহের ছায়া। যাও দূরে
ভ্রাতৃস্নেহ, মাতৃভক্তি, প্রীতি অনুরাগ!

দৃঢ় হও অন্তর আমার,
বধ কর অরাতি নন্দনে।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভিমন্যু। অঙ্গেশ্বর! কিবা হেতু
একাকী নির্জ্জনে বিরস বদনে?
জয়দ্রথের বীরত্ব শুনি
বোধ হয় ত্রাসে এই দশা ঘটেছে তোমার?

কর্ণ। আরে আরে চপল বালক—
হীনপ্রাণ শিশু! স্তব্ধ হও!
এত বাক্যছটা শিখেছ কোথায়?
বোধ হয় পিতার সকাশে?
জানি ভাল পাণ্ডবের বংশরীতি
বীরত্ব গরিমা। বৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহে
নপুংসক শিখণ্ডীরে সম্মুখে রাখিয়া অস্ত্রহীনে
করিল নিধন। সেই বীরবর
পার্থ পুত্র তুমি, ঘৃণা হয় তব সাথে
করিতে সমর। যাও—চলে যাও—
জননীর পাশে বড় দুঃখ হতেছে আমার।

অভিমন্যু। হীন সূতপুত্র! এতখানি
কোমলতা পাইলে কোথায়?
এস তবে অঙ্গপতি,
দেখি মহারথী নাম তুমি
পাইলে কোথায়?

কর্ণ। পরিচয় পাইবে এখনি তার,
পলকে নিভিবে তব জীবন প্রদীপ

অভিমন্যু। কৌরব পক্ষের রথীন্দ্র সকল,
প্রথম সাক্ষাতে করে আস্ফালন।
তারপর পরাজিত হয়ে
করে পলায়ন শৃগালের মত।

[যুদ্ধ ও কর্ণের পলায়ন, অভিমন্যুর পশ্চাদ্ধাবন।

রোহিণীর প্রবেশ

রোহিণী। আর কতক্ষণ! আর কতক্ষণ!
কতক্ষণ পরে ওগো ঋষি
শাপমুক্ত হবে শশধর!
ওই! ওই! ভয়ঙ্কর চলিতেছে রণ!
নিয়তি! নিয়তি! দেখা দে মা—
দেখা দে সত্বর। আর কতদিন
অশ্রুরাশি করিব বর্ষণ।

গীতকণ্ঠে নিয়তির প্রবেশ

গীত

আর দেরী নাই আর দেরী নাই
আমি বিছাবো আঁধার আলোকে।
আমি নিয়ে যাবো তারে হাত ধরে ওগো
জ্যোছনা হসিত চন্দ্রলোকে॥
ওই মুক্তির ভেরী বাজে,
কেন আর এই সাজে,
মুছ মা অশ্রু কেঁদো নাকো আর
মাতিবে আবার পুলকে॥

[প্রস্থান।

রোহিণী। তোমার চরণে মাগো কোটী নমস্কার,
শাপমুক্ত হোক্ ত্বরা বল্লভ আমার। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির সম্মুখ

ভীমের উন্মত্তভাবে প্রবেশ

ভীম। ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ! কোথা গেল
ধর্ম্মরাজ! না পাই সন্ধান।
কোথায় নকুল—কোথা সহদেব—
কাহারে সুধাই? কিবা হেতু
ধর্ম্মরাজ হয়েছে বিপন্ন?
কোথা গেল সে বালিকা
সংবাদ দানিয়া মোরে?
উঃ উঃ! আজি নিদারুণ ব্যথা
পেয়েছি অন্তরে।
নারিলাম পরাজিয়ে জয়দ্রথে
ব্যূহমধ্যে করিতে প্রবেশ।
সত্যই কি শিব বরে বলীয়ান
হলো সিন্ধুরাজ, তাই তার পাশে
পরাজয় হইল ভীমের?
কিন্তু কোথা ধর্ম্মরাজ?
কেন সেই বালিকার কথা শুনে
ত্যজিলাম ব্যূহদ্বার।
নাহি জানি অভিমন্যু মোর
অরাতি বেষ্টনে কি ভাবে করেছে রণ।

কি করি এখন, কেমনে ব্যূহের মধ্যে
করিব প্রবেশ। না না,
আবার নবীন বলে হয়ে বলীয়ান্
ব্যূহ মধ্যে করিব প্রবেশ। [প্রস্থানোদ্যত।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর! বৃকোদর! কহরে সত্বর কি দশায়
প্রাণের কুমার? শুনিলাম
ব্যূহদ্বারে জয়দ্রথে পরাজিত করি
গিয়াছে সে শক্রদল মাঝে,
কেন তুমি তার সাথে গেলেনারে ভাই?

ভীম। আর্য্য! বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল আমার।
অকস্মাৎ এক বালার কথায়
ব্যূহদ্বার ত্যজি এলাম হেথায়।
নিশ্চয় সে কোন মায়াবিনী!
কহিলা আমারে—ধর্ম্মরাজ
শক্র করে হয়েছে বিপন্ন।
তাই এনু ছুটে রক্ষিতে তাহারে।

যুধিষ্ঠির। হায়! কেবা সে রমণী
বুঝিতে না পারি।
বোধ হয় পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ
করিতে সাধন নিয়তি
করিল ছলনা। যাও—যাও ভাই—
শীঘ্র গিয়া ব্যূহমধ্যে
করিয়া প্রবেশ কুমারের করহ সাহায্য;
যেন পাণ্ডবের না হয় কলঙ্ক।

ভীম। তবে চলিলাম ধর্ম্মরাজ
ব্যূহমধ্যে করিতে প্রবেশ।
বিচূর্ণিব ব্যূহদ্বার এবে।
ওই—ওই বুঝি ডাকে মোর অভি।

[দ্রুত প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। জানিনা কেশব! কি ভাবে অঙ্কিত
তুমি করিয়াছ পাণ্ডব অদৃষ্ট।
কেন আজি শিশু পুত্রে
পাঠানু সমরে।
চতুর্দ্দিকে হেরি শুধু অশুভ লক্ষণ।
নিরাশা—নিরাশা—ওই সম্মুখে আমার।
দয়াময়! এখনো কি চাহ তুমি
কাঁদাতে পাণ্ডবে?
রাজার সন্তান হয়ে জন্মাবধি
কাঁদিতেছি পঞ্চ ভ্রাতা দুঃখিনী জননী সাথে।
আরো কি কাঁদাতে চাও এ দীন পাণ্ডবে?
যদি কাঁদাবার ইচ্ছা হয় হে মুরারি মাধবীমোহন!
তবে কাঁদাও পাণ্ডবে।
কুলহারা কান্নার স্রোতেতে
ভেসে যাক্—ডুবে যাক্
পাণ্ডবের আশার তরণী। [প্রস্থান।

উত্তরার প্রবেশ

উত্তরা। কোন্ পথে গেল মোর
হৃদয় দেবতা। খুঁজিয়া না পাই,
জিজ্ঞাসি কাহারে?

কোথা তুমি উত্তরার হৃদয় দেবতা ?
আমারে ভুলিয়া তুমি কোথা আছ আজ ?
যাই—যাই—করি অন্বেষণ স্বামীরে আমার। [প্রস্থানোদ্যত।

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। কোথায় যাচ্ছিস্ মা উত্তরা ?

উত্তরা। মা! (কাঁদিয়া ফেলিল)

সুভদ্রা। কাঁদছিস্ কেন মা উত্তরা ? আমার অভির জন্য কাঁদছিস্? কাঁদিস্‌নে, তার অমঙ্গল হবে। তুই যে পাণ্ডব ঘরণী—বীরপত্নী হয়ে একি পরিচয় দিচ্ছিস্ মা ?

উত্তরা। মাগো আমার প্রাণের যে কি ব্যথা তা তো ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারবো না।

সুভদ্রা। আমারো কি কম ব্যথা মা! কিন্তু স্নেহের গণ্ডী দিয়ে তাকে বেঁধে রাখতে পারলাম না। বীর পুত্রকে আমি স্বহস্তে রণ সাজে সাজিয়ে দিয়েছি, গর্ব্বে আমার বুকখানা পাহাড়ের মত ফুলে উঠেছে।

উত্তরা। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আমি যে চঞ্চল হয়ে পড়েছি মা! তার সঙ্গে আর কি আমার এ জীবনে দেখা হবে ?

সুভদ্রা। অভির অমঙ্গল কামনা করিস্‌নে মা। বীরব্রত উদ্‌যাপন করতে বীরপুত্র আমার সমরে গেছে। পতির সঙ্গে কি স্ত্রীর মাত্র দৈহিক সম্বন্ধ ? স্বামী তোর ক্ষত্রবীর, তার গৌরবে কি তোর গৌরব নয় ? পৃথিবীতে অমর কে মা উত্তরা ? আজ আমার বীরপুত্র যদি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বীরের বাঞ্ছিত শয্যায় শয়ন করে, তাতে আমার এক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়বে না, বরং আনন্দে আমি নেচে উঠবো সেই বীর পুত্রের বীরত্ব গাথা শ্রবণ করে। কাঁদিসনে, ভগবানের কাছে স্বামীর জয় প্রার্থনা কর্। অশুভ চিন্তা করে অধৈর্য্য হোস্‌নে মা! আয়, আমার সঙ্গে কত বীরের বীরত্বের কাহিনী তোকে শোনাবো। [উত্তরাকে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

ব্যূহমধ্যস্থল

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভিমন্যু। কোথা গেল রথীবৃন্দ
চক্রব্যূহ হতে। না দেখি কাহারে?
জনে জনে পরাজিত হয়ে
কোন্ স্থানে করে অবস্থান।
পশিয়াছি চক্রব্যূহ কিন্তু
নিগমের না জানি সন্ধান,
এবে আমি চক্রব্যূহ মধ্যস্থলে।
ওই গর্জ্জে হুহুঙ্কারে কৌরব বাহিনী,
কিন্তু কোথা ধর্ম্মরাজ, কোথা মধ্যম পাণ্ডব,
কেহ নাহি রক্ষিতে আমারে হেথা।
কোথা গেল সারথী রমণী!
শূন্য তূণ, অসি মাত্র সহায় আমার।
কতক্ষণ এইভাবে পারিব যুঝিতে?
যাক্ প্রাণ কিবা ক্ষতি তায়,
ক্ষত্রিয় নন্দন আমি
রণে কেন হইব কাতর।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। অভিদা! প্রণাম চরণে।

অভিমন্যু। একি! কুমার লক্ষ্মণ!
রণ বেশে এ বয়সে কেন তুমি
এলে ভাই সমর প্রাঙ্গণে?

লক্ষ্মণ। যে কারণে তুমি হেথা,
সে কারণে পিতার আদেশে
আমিও এসেছি দাদা!
যুদ্ধ দাও মিনতি আমার।

অভিমন্যু। জ্ঞানহারা জনক তোমার,
তাই দিয়াছে আদেশ তোমা
আসিতে সমরে।
রে লক্ষ্মণ!
শৈশবের ক্রীড়াভূমি নহে রণস্থল।
ফিরে যারে তুই—ভুলে যারে
শত্রু ভাব। দেরে মোরে স্নেহ আলিঙ্গন।

লক্ষ্মণ। ক্ষমা কর দাদা!
পিতার আদেশ শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃস্নেহ হতে।
পিতৃ আজ্ঞা করিব পালন।
ধর অসি কর রণ দেখাও বীরত্ব।

অভিমন্যু। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। ভুলে যাও স্নেহপ্রীতি,
ক্ষত্রিয়ের রণস্থলে
রীতি নহে ইহা।

অভিমন্যু। হায় কি নিষ্ঠুর মানব!
স্বার্থতরে সাজে যে পিশাচ!
হায় ভগবান! একি তব

লীলার মাহাত্ম্য ! এস তবে ভাই
আত্মরক্ষা কর এইবার।
(লক্ষ্মণসহ যুদ্ধ ও লক্ষ্মণের পতন)
লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! ভাই ! কেন তুই
সাধ করে মরণেরে দিলি আলিঙ্গন।
আয় ভাই বুকে আয় মোর !
দাদা বলে ডাক এইবার,
না হয় বধ কর ভ্রাতৃঘাতী এ দুর্জ্জনে ভাই।

লক্ষ্মণ। দাদা ! দাদা ! কেন কর মিছে অনুতাপ।
পিতৃ আজ্ঞা করেছি পালন,
তাহে মোর অপার আনন্দ।
চলিলাম অমর পুরীতে। (মৃত্যু)

অভিমন্যু। ওঃ ! ওঃ ! নিভে গেল দীপ !
লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! যারে ভাই
দিব্যলোকে, আমিও যাইব,
দেখা হবে সেথা তোর সাথে।
ওই—ওই আসে হুহুঙ্কারে
ফেরুপালগণ ! জয় পাণ্ডবের জয়—
জয় পাণ্ডবের জয় [প্রস্থান।

দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রবেশ

শকুনি। হায় ! হায় ! হায় ! লক্ষ্মণ যে শেষ হয়ে গেছে।

দুর্য্যোধন। লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! পুত্র আমার !
মাতুল ! মাতুল ! কি ঘটিল
সর্ব্বনাশ আজি, বিগত জীবন
প্রাণের লক্ষ্মণ।

অভিমন্যু পুত্রহারা করিল আমারে।
ওঃ! ওঃ! লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! (লক্ষ্মণকে বুকে লইল)

শকুনি। য়্যাঁ! অভিমন্যু দুধের ছেলেটাকে মেরে ফেললে! আর আমরা এত সব বীর থাকতে তাকে বধ করতে পারলাম না। দুর্য্যোধন! এস আমরা সব একযোগে অভিমন্যুকে আক্রমণ করি।

দুর্য্যোধন। যুদ্ধনীতি নহে তাহা, একজনে
আক্রমণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে।

শকুনি। আরে রেখে দাও তোমার যুদ্ধনীতি। আপনি বাঁচলে বাবার নাম। চলো সবাই মিলে জুটেপুটে ছোঁড়াটাকে ভবপারে পাঠিয়ে দিইগে।

দুর্য্যোধন। তাই হোক্—তাই হোক্!
আছি তুমি, আমি, দুঃশাসন,
অশ্বত্থামা, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ সপ্তরথী।
সপ্তরথী মিলি এক যোগে
আক্রমণ করি করহ বিনাশ।
নিদারুণ পুত্র শোকে জ্বলে হৃদি মোর!
হউক অন্যায়—শাস্ত্র বিগর্হিত,
তবু চাই প্রতিহিংসা করিতে নির্ব্বাণ।

শকুনি। নিশ্চয়! নিশ্চয়! তাতে আর দোষ কি? সাপের চেয়ে সাপের বাচ্ছাগুলোর আবার ভয়ানক তেজ! চলো—চলো।

দুর্য্যোধন। চলো—চলো! লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
চল্ পুত্র দিয়ে আসি তোরে ভানুমতি কোলে।
ভগবান! ধৈর্য্যহারা করো না আমায়,
শত বিপর্য্যয়ে রাখিও অটল।

[লক্ষ্মণকে লইয়া শকুনিসহ প্রস্থান।

ঐক্যতান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ব্যূহ মধ্যস্থল

দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, দ্রোণ, শকুনি, অশ্বত্থামা ও
কৃপাচার্য্য সপ্তরথীর প্রবেশ

দুর্য্যোধন। হে আচার্য্য! নিদারুণ
পুত্র শোকে প্রাণ মোর
হয়েছে চঞ্চল। কি উপায়ে
অর্জ্জুন নন্দনে করিব বিনাশ।
সকলেই পরাজিত তার পাশে
আজিকার রণে। কৌরবের
দারুণ কলঙ্কে ভরিবে জগৎ।

শকুনি। সবাই মিলে একসঙ্গে আমরা অভিমন্যুকে আক্রমণ করি চলো, তাহলেই ব্যস! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দ্রোণাচার্য্য। অন্যায় সমর অন্যায় প্রস্তাবে
কি করিয়া দিই মত কহ দুর্য্যোধন?
কহিয়াছি বহু হিতবাণী—করিয়াছি কত অনুরোধ,
কিন্তু তুমি উপেক্ষায় করেছ দলিত।
কিবা সুখ লভিতেছ হায়!

দুর্য্যোধন। সুখ শান্তি লভিবার তরে
করি নাই রণ আয়োজন।

মাত্র জয় আশা প্রবল অন্তরে।
সবংশে পাণ্ডবগণে করিয়া নিধন
শত্রু শূন্য করিব নিজেরে।

কর্ণ। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

দুঃশাসন। সহস্রবার! সহস্রবার!

দ্রোণাচার্য্য। সবংশে পাণ্ডবে তুমি
করিবে নিধন? দুরাশা তোমার।
জিনিয়া কপট দ্যূতে
পাঠাইলে বনবাসে করি গৃহহীন,
আজীবন পাণ্ডবের সাথে
কর তুমি শত্রুতা সাধন।
ধিক—ধিক তোমা দুর্য্যোধন!
কৌরব পাণ্ডব নহে কভু পর,
এক পিতামহ উভয়ের।

শকুনি। ওসব তর্ক বিতর্ক এখন রেখে দাও, যাতে অভিমন্যু ধ্বংস হয় তার ব্যবস্থা কর।

দ্রোণাচার্য্য। অন্যায় সমরে দ্রোণাচার্য্য
মত দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

দুর্য্যোধন। বালকের রণে হলে পরাজিত
কৌরবের হইবে কলঙ্ক।
হে আচার্য্য! ন্যায় যুদ্ধ করে কি পাণ্ডব?
অন্যায় সমরে করিল নিধন
ভীষ্ম পিতামহে গিয়াছ কি ভুলি তাহা?
ন্যায় যুদ্ধ করি এ ধরায়
কোন্ জন হইল বিজয়ী?

ত্রেতাযুগে যুগনেতা রামচন্দ্র
অন্যায় সমরে দশাননে করিল নিধন,
কিসকিন্ধ্যার অধীশ্বরে অন্যায় ভাবেতে
বধিল যে রাম। তবে কি কারণ—
হে আচার্য্য! এ প্রস্তাবে না হও সম্মত?
যদি আজি এ প্রস্তাবে না হও সম্মত,
দেহ আজ্ঞা কাজ নাই রাজসিংহাসনে,
চলে যাই সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া।

দ্রোণাচার্য্য। দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। পদে ধরি হে আচার্য্য!
এ বিপদে কর পরিত্রাণ।
হউক অন্যায়—হউক অধর্ম্ম!
তবু চাই প্রতিহিংসা করিতে নির্ব্বাণ।
কালসর্প বধিয়াছে লক্ষ্মণে আমার।
লবো তার প্রতিশোধ আজি,
কাঁদাবো পাণ্ডবে।

শকুনি। না, বাবা আর ভাল লাগে না, রাগে আমার গাটা রিব্ রিব্ করছে।

দ্রোণাচার্য্য। তাই হোক্—তাই হোক্ দুর্য্যোধন!
সপ্তরথী মিলি একযোগে
কর আক্রমণ।
স্নেহের হইল জয়! লোক নিন্দা,
লজ্জা, ভয়, কিবা। জানিলাম
কুরুকুল রাজলক্ষ্মী হইল চঞ্চলা।
সব যাবে—সব যাবে দুর্য্যোধন!

নহে ইহা জয়ের কামনা—
বিধাতার অভিশাপ—প্রলয় অনল।

সকলে। জয় কৌরবের জয়।

অভিমন্যুর প্রবেশ

অভিমন্যু। রুদ্ধ কর কণ্ঠস্বর ফেরুপালগণ!
এইবার একসঙ্গে সকলেই
যাত্রা কর শমন সদনে।

দুর্য্যোধন। বধ কর—বধ কর পুত্রঘাতী
অরির নন্দনে।

[সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্যূহদ্বার

জয়দ্রথসহ যুদ্ধ করিতে করিতে ভীমের প্রবেশ

ভীম। শীঘ্র ছাড়্ দ্বার,
পরিত্রাণ নাহি আজি তোর।
আবার নবীন বলে হয়ে
বলীয়ান এসেছে শমন।

জয়দ্রথ। বামনের অহঙ্কার
আবার চূর্ণিব। এইবার
ভীমরক্তে বসুমতি হইবে রঞ্জিত।

অভিমন্যু। (নেপথ্যে) মধ্যম পাণ্ডব! মধ্যম পাণ্ডব!
রক্ষা কর অভিরে তোমার।
সপ্তরথী মিলি একযোগে
আক্রমণ করেছে আমারে।

ভীম। ওই! ওই অভি মোর
হয়েছে বিপন্ন! ছাড়্ দ্বার
দুরাচার! অভি! অভি!
যুদ্ধ কর নবীন উৎসাহে,
চূর্ণ করি ব্যূহদ্বার
ভীম প্রভঞ্জনসম বৃকোদর
যেতেছে ছুটিয়া।

জয়দ্রথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আরে আরে
নির্লজ্জ কুক্কুর! আবার—আবার তুই
এসেছিস্ জয়দ্রথ পাশে
দেখাইতে বৃথা আস্ফালন।
ইষ্টনাম কর্‌রে স্মরণ।
থাকে যদি প্রাণের মমতা,
দূর হরে পাষণ্ড বর্ব্বর।

অভিমন্যু। (নেপথ্যে) মধ্যম পাণ্ডব! প্রাণ যায়।

ভীম। ওই! ওই অভি ডাকিছে আমায়।
ছাড়্—ছাড়্ দ্বার।
ভয় নাই—ভয় নাই ক্ষত্রিয় কুমার!
ক্ষত্রধর্ম্ম করহ পালন।
আরে আরে বরদৃপ্ত নররূপী পশু! (যুদ্ধ)
ওঃ! ওঃ! তবু পরাজয়! তবু পরাজয়!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ব্যূহমধ্যস্থল

সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যু যুদ্ধ করিতেছিল

দুর্য্যোধন। বীরগণ! বধ কর—বধ কর—
কৃতান্ত বালকে, পুত্রহারা
করিল আমাকে।

অভিমন্যু। একি! একি যুদ্ধনীতি!
সপ্তরথী বেড়ি অন্যায় সমরে
নাশিবে কি মোরে?

দুর্য্যোধন। আরে আরে পুত্রহন্তা!
আজি তোর নাহিক নিস্তার।
ন্যায় যুদ্ধে গিয়াছে লক্ষ্মণ,
অন্যায় সমরে আজি বিনাশিয়া তোরে
পুত্র শোক করিব নির্ব্বাণ।
নাহি ভয় বীরবৃন্দ!
একযোগে কর আক্রমণ।

[যুদ্ধ ও সপ্তরথীর পলায়ন]

অভিমন্যু। ধিক্! ধিক তোমাদের!
প্রাণভয়ে বালকের রণে
যাও পলাইয়া।
কি করি এখন, কেহ নাই
সাহায্যে আমার। রণে রণে

ক্লান্ত তনু, অবসন্ন অরাতির
অস্ত্রের প্রহারে।
ভগ্ন অসি, পুনঃ আক্রমণে
কেমনে রোধিব গতি?

সপ্তরথীর পুনরায় আক্রমণ

দুর্য্যোধন। বধ কর—বধ কর—দুরন্ত বালকে।

অভিমন্যু। আরে আরে ফেরুপালগণ!
পুনঃ সবে আসিয়াছ বধিতে আমায়?
ভেবেছ কি পরকালে
কি দুর্গতি হবে সবাকার?
নিরস্ত্র জনেরে সপ্তরথী বেড়ি
কর আক্রমণ? একি ঘৃণ্য আচরণ!
ভগবান! ভগবান!
দাও—দাও—একখানি অস্ত্র ভিক্ষা
দাও মোরে আজি। ক্ষত্রবীরগণ!
একখানা—একখানা অস্ত্র দাও মোরে!

দুর্য্যোধন। সাবধান রথীবৃন্দ!
শিশুর বচনে হয়ো না বিস্মৃত।
হান অস্ত্র নির্ম্মম অন্তরে
পাঠাও শমনপুরে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রোহিণীর প্রবেশ

রোহিণী। এইবার শাপমুক্ত হবে
স্বামী মোর। অদ্ভুত বীরত্ব!

অস্ত্র নাই, ভগ্ন রথচক্র লয়ে
সপ্তরথী সহ করিতেছে
তুমুল সংগ্রাম। নিয়তি! নিয়তি! [দ্রুত প্রস্থান।

রথচক্র হস্তে সপ্তরথীসহ যুদ্ধ করিতে করিতে
অভিমন্যুর প্রবেশ

দুর্য্যোধন। বধ কর—বধ কর—হয়েছে সময়।

অভিমন্যু। এই ভগ্ন রথচক্রে
পাঠাইব সবাকারে কালের কবলে। (যুদ্ধ)
ওঃ! ওঃ! এতক্ষণে সব আশা
হইল নিঃশেষ! (পতন)

দুর্য্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এতক্ষণে
কাল সর্প হইল বিনাশ।
জয়ধ্বনি কর সবে আজি।

সকলে। জয় কৌরবের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

অভিমন্যু। ওঃ! অন্যায় সমরে আজি
বাহিরায় প্রাণ।

রোহিণীর প্রবেশ

রোহিণী। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর!
মেল আঁখি, চেয়ে দেখ
কেবা আমি সম্মুখে তোমার।

অভিমন্যু। হ্যাঁ একি! কেবা তুমি?
সেই ভিখারিণী—রথের সারথী মোর?

রোহিণী। না না, চেয়ে দেখ জ্ঞানের নয়নে,
কেবা আমি আর কেবা তুমি।

অভিমন্যু। য়্যাঁ! য়্যাঁ! একি! একি!
রোহিণী আমার! পড়িয়াছে মনে এতক্ষণে
মহাতপা গর্গের সে অভিশাপ—
মর্ত্ত্যলোকে জনম আমার!

রোহিণী। শাপমুক্ত হ'লে এতদিনে।
চল প্রিয়তম, আপন আলয়ে
দিব্য দেহ করিয়া ধারণ।
মর্ত্ত্যধামে তব এই ষোড়শ বর্ষের
কর্ম্মের মহিমা চিরদিন
থাকিবে অমর।

অভিমন্যু। দেবতা হইয়া অভিশাপে
মর্ত্ত্যলোকে জনম গ্রহণ
নিদারুণ কলঙ্কের কথা।
এতদিনে হইল মোচন প্রিয়ে
"চাঁদের কলঙ্ক"

(চন্দ্রকলাগণের আবির্ভাব)

[অভিমন্যুকে বরণ করিতে করিতে অন্তর্হিতা হইল।

রক্ত-কমল

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গণেশ অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী। শাপভ্রষ্টা কমলার মর্ত্যধামে অশ্বিনীরূপে জন্ম গ্রহণ। সেই অভিশাপে মুক্তির পথে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত হলো এক নূতন রাজবংশ। কমলা মুক্তি প্রয়াসের স্বাক্ষর রেখে গেলেন পর্ব্বতারণ্যের নিবিড় অন্ধকারে তাঁর সদ্যপ্রসূত কুমারকে, যার রূপের প্রভায় বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠ্‌লো, ধরিত্রীর বুকে ফুটে উঠ্‌লো ছন্দে ছন্দে অভিনব রক্ত-কমল। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

মহারাজ নন্দকুমার

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরার গৌরব মুকুট। বেনিয়া ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারে যখন বাংলার বুকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের হাহাকার জাগিয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই অত্যাচার দমনে স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়াছিল—বাংলার বীর মহারাজ নন্দকুমার, কিন্তু গৃহশত্রু হইতে তাহার সে কর্ম্মের পথে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বার্থপর হেষ্টিংস সাহেব ও স্বজাতীর চক্রান্তে তাঁহাকে ফাঁসি কাঠে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল প্রভৃতি করুণ কাহিনী পাঠ করুন। ২৲ দুই টাকা।

রাজা সীতারাম

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রায় অপেরার দিগ্বিজয়ী নাট্য-সম্পদ। দেশাত্মবোধ মর্ম্মস্পর্শী ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার গৌরব—ভারতগৌরব—স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পূজারী বাঙালী সীতারামের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার বিরাট অভিযান। যে বাঙালী সীতারাম রায়ের প্রতাপে একদিন দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল—সেই সীতারাম রায়কে আজ নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখানে দেখিতে পাইবেন। ইহা অভিনয়ে বাঙলার বাঙালীর প্রাণে নব উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিবে। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

চাঁদের কলঙ্ক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ বাসন্তী অপেরায় অভিনীত। বিলাসী চাঁদের বসন্ত কুঞ্জে সহসা কালবৈশাখীর ঝড় দেখা দিল। বিলাসী চাঁদ সে ঝড়ের বেগ সহ্য করতে না পেরে আছাড় খেয়ে পড়লো গিয়ে মর্ত্ত্যের অন্ধকারে। দেব সমাজ চাঁদের কলঙ্কে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। চাঁদের সে কলঙ্ক মোচন করতে শ্রীভগবান এলেন মানবরূপে। বিরাট বিপ্লবের মাঝখান দিয়ে বিলাসী চাঁদ আবার তার দেবত্ব ফিরে পেয়ে স্বর্গধামে এসে দেখা দিলে। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

নারী-রাক্ষসী

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীদুর্গা অপেরায় অভিনীত। সংসার পথে মা-জাতির গ্লানিময় কাহিনী। ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য জগতে নারীর পৈশাচিক কর্ম্মের বিকাশ। সব ভেসে যায়—শুধু জেগে ওঠে কামনার কালানল। অফুরন্ত অশ্রু ধারায় সন্তান ডাকে মা-মা রবে—কোথায় মাতৃস্নেহ—অনুরাগ। মা তখন দেখা দিলে সুভীষণা রাক্ষসী মূর্ত্তিতে সন্তানের রক্তপান করতে। মা তখন সাজলেন নারী রাক্ষসী। করুণার সন্নিবেশ—বর্ত্তমান যুগে নারী শিক্ষার একমাত্র নাটক নারী-রাক্ষসী—অতি অল্প লোকে সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূঃ ২৲ দুই টাকা।